রত্নমালা
গ্রহরত্ন ও সেরা
জ্যোতিষ সংস্থা
আসল গ্রহরত্নের পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতা
মিনি মার্কেট, ১২ নং রেলগেট,
বারাসাত, কোলকাতা–১২৪
মোবাইল – ৯৮৩০৯ ৭১৩২৭
ফোন : ২৫৪২ ৭৭৯০

৫৪ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

কিন্ডার গার্টেন অ্যান্ড
নার্সারি টিচার্স ট্রেনিং কলেজ
মহিলারা প্রি–প্রাইমারি মন্তেসরি টিচার্স ট্রেনিং–
এর জন্য যোগাযোগ করুন
ভর্তি চলিতেছে
(ব্রতচারী কম্পিউটার সহ)
২১, কে বি বসু রোড, লরি স্ট্যান্ড
এলাহাবাদ ব্যাঙ্কের পাশে, বারাসত,
কলকাতা–১২৪
ফোন : ৯৮৩৬১৮৪৭১২/৮৬২২৯৫৪৩৩২

কলকাতা ঃ ৫৪ বর্ষ, ২৩ সংখ্যা, ৭ চৈত্র – ১৩ চৈত্র, ১৪২৬ ঃ ২১ মার্চ – ২৭ মার্চ, ২০২০

Kolkata : 54 year : Vol No.: 54, Issue No. 23, 21 March - 27 March, 2020 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার: রাজ্যসভার পঞ্চম আসনটিকে ঘিরে শেষবেলায়

উত্তেজনার পারদ চড়ল। প্রথমদিকে শোনা গিয়েছিল বাম–কংগ্রেস সমর্থিত বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্যের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন বিজেপি। পরে পদ্মশিবির সরে দাঁড়ায়। সেই জায়গাতেই হঠাৎ করে শেষবেলায় মনোনয়ন জমা দিয়েছেন তৃণমূলের প্রাক্তন বিধায়ক দীনেশ বাজাজ। তাঁর প্রস্তাবকও শাসক দলের নেতামন্ত্রীরা।

রবিবার : ৩১ মার্চ পর্যন্ত রাজ্যের সমস্ত স্কুল ও মাদ্রাসা বন্ধ করার নির্দেশ দিল রাজ্য সরকার। প্রসঙ্গত,

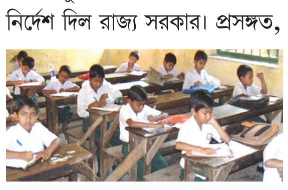

মহামারি করোনার কাঁটায় স্কুলের পঠন–পাঠন বন্ধ করতে বাধ্য হল সরকার। তবে বেসরকারি বেশ কিছু স্কুলে ইন্টারনেটের মাধ্যমে পড়াশোনা চালু থাকবে বলে জানিয়েছে স্কুল কর্তৃপক্ষ।

সোমবার: কাশ্মীরকে ফের পূর্ণ রাজ্যের মর্যাদা ফিরিয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র

মোদী। প্রসঙ্গত, রাজ্যে রাষ্ট্রপতি শাসন লাগু হওয়ার সময়ই কেন্দ্র এই ইঙ্গিত দিয়েছিল। কাশ্মীরের নবগঠিত দল আপনি পার্টির ২৪জন প্রতিনিধির সঙ্গে সাক্ষাতের পর এই কথা জানান প্রধানমন্ত্রী।

মঙ্গলবার : করোনার জন্য এবার ভারতীয় ক্রিকেটের মেগা ইভেন্ট আইপিএলও সম্ভবত বন্ধ

হতে চলেছে। এই মর্মে বিসিসিআই–এর তরফে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। প্রসঙ্গত, সব দলেই বিদেশি ক্রিকেটার থাকায় এই সিদ্ধান্ত বলে জানা যাচ্ছে।

বুধবার : রাজ্যসভায় রাষ্ট্রপতির অনুমোদিত সদস্য নির্বাচিত হলেন সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন প্রধান

বিচারপতি রঞ্জন গগৈ। কিছুদিন আগেই অযোধ্যা মামলার রায় দান হয়েছিল তাঁরই নেতৃত্বে। গগৈর এই নির্বাচন নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন বিরোধীরা।

বৃহস্পতিবার : কলকাতা শহরে প্রথম করোনা আক্রান্তের সন্ধান

মিলল। রাজ্যের এক প্রথম সারির আমলা পুত্রের দায়িত্বজ্ঞানহীনতা নিয়েও বিতর্ক দানা বেঁধেছে শহর জুড়ে। তাঁর আমলা মা ও চিকিৎসক বাবাকে নিয়েও নিন্দার ঝড় উঠেছে।

শুক্রবার: দেশে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ২০০ পেরোল।

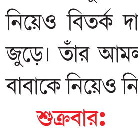

কলকাতাতে আরও একজনের শরীরে করোনা ভাইরাসের পজিটিভ ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছে।

● সবজান্তা খবরওয়ালা

করোনার বলি দিনমজুরি

মোদী–মমতা সকলেই চুপ রোজগার সুরক্ষায়

ওঁকার মিত্র : মানব সভ্যতার সমস্ত গর্ব ধুলোয় মিশিয়ে ০.১২৫ মাইক্রনের (মানুষের চুলের ৫০০ ভাগের প্রায় ১ ভাগ) অদৃশ্য করোনা ভাইরাসের আচমকা হানা বিশ্ববাসীকে মরণ ভয়ে আতঙ্ক করে তুলেছে। প্রকৃতি ফের একবার বুঝিয়ে দিল নিজেকে সর্বশক্তিমান ভাবলেও মানুষের ক্ষমতা নগণ্য। পৃথিবীর প্রকৃত চালিকাশক্তি প্রকৃতির বিরুদ্ধে মানুষ নেহাতই অসহায়। অসহয়তা এতটাই যে পৃথিবীর ক্ষমতাশালী নেতাদের করোনা ভাইরাস থেকে বাঁচতে 'ঘরে থাকো, দূরে থাকো, একা থাকো' বলা ছাড়া গতি নেই। বেরোয়নি কোনও প্রতিষেধক। এমনকি চেনা যাচ্ছে না ভাইরাসের গতিবিধি। সান্ত্বনা একটাই, ভারতের কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারগুলি সচেতনতা ও সাবধানবাণী প্রচারে সক্রিয়তা দেখিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী গত বৃহস্পতিবার জাতির উদ্দেশ্যে

করোনা আতঙ্কে হুগলি, ভদ্রেশ্বর, এঙ্গাস জুটমিলের হপ্তা হাটে দেখা নেই ক্রেতার। অথচ এই হাটেই প্রত্যেক বৃহস্পতিবার ভিড় হয় হাজার হাজার মানুষের।

ভাষণে আওড়েছেন একই বুলি। 'ঘরে থাকো, দূরে থাকো, একা থাকো।'

তবুও ঠেকানো যাচ্ছে না আর্থিক বিপর্যয়। একপায়ে বিশ্বব্যাপী মন্দা, অন্যপায়ে করোনার ছোবল। কিছুতেই খাড়া হয়ে দাঁড়াতে পারছে না অর্থনীতি। ফলে পর্যটন থেকে পরিবহন, শিল্প থেকে ব্যবসা–বাণিজ্য সবই ভেঙে পড়ার অপেক্ষায় দিন গুনছে। অফিসে লোক নেই, স্কুল–কলেজে পড়ুয়া নেই, পরিবহনে যাত্রী নেই, দোকান–বাজারে খদ্দের নেই। সবচেয়ে খারাপ অবস্থা দিন আনা দিন খাওয়া মানুষের। দৈনিক মজুরিতে যারা কাজ করেন তাদের রোজগার শিকেয় উঠেছে। রাষ্ট্রপুঞ্জ জানিয়েছে করোনার জেরে বিশ্বে আরও আড়াই কোটি মানুষ কাজ হারাতে পারেন। চলতি বছরে রোজগার কমতে চলেছে প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ কোটি ডলার। যা আরও বেশি করে মানুষকে বেকারত্ব ও দারিদ্রের দিকে ঠেলে দিতে পারে।

ভারতের ছবিটাও ব্যতিক্রম নয়। এদেশে করোনার থাবায় বিমান পরিবহন ও পর্যটন শিল্পে বহু মানুষের কাজ খোয়ানোর আশঙ্কা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এইসব শিল্পে ৭০ শতাংশ সংস্থার ব্যবসায় ভাইরাসের প্রভাব পড়েছে। ৯৫ শতাংশ ছোট মাঝারি শিল্প বন্ধ হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। এভাবে চলতে থাকলে সরাসরি চাকরি খোয়াবেন আড়াই কোটি মানুষ। পরিবার ধরলে আর্থিক সমস্যার মুখে দেশের প্রায় কুড়ি কোটি মানুষ। সংসদীয় স্থায়ী কমিটির পর্যালোচনায় উঠে এসেছে এইসব ভয়াবহ তথ্য। অর্থনীতিতে ধস ঠেকাতে আমেরিকা ইতিমধ্যেই ১ লক্ষ কোটি ডলার ত্রাণ ঘোষণা করেছে। একই ভাবনা নাকি ভাবছে আরও অনেক দেশ।

এই আবহে গত বৃহস্পতিবারের প্রধানমন্ত্রীর ভাষণের দিকে তাকিয়েছিলেন ভারতবাসী। দেশের গরিব কৃষকদের দুর্দশা মোচনে আর্থিক অনুদান দিচ্ছেন নরেন্দ্র মোদী। দেশের মানুষকে চিকিৎসা বিমা দিচ্ছেন অকাতরে। অনেকেই ভেবেছিলেন প্রধানমন্ত্রীর আবেদন মেনে করোনা আতঙ্কে ঘরে বসে থাকা দৈনিক মজুরির কর্মীদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে হয়ত কিছু অনুদান দেওয়ার ঘোষণা করবেন নরেন্দ্র মোদী। অন্ততঃ দারিদ্র সীমার নিচে থাকা মানুষের সাবান–স্যানিটাইজারের বিলাসিতা পূরণ হবে সরকারি অনুদানে। আলাদা ভাবনার মানুষ নরেন্দ্র মোদী সকলের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে উদ্ধার করা কালো টাকা দেবেন বলে এক সময় প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।

এরপর পাঁচের পাতায়

আলিপুর বার্তা এক্সক্লুসিভ

মুকুট পরা এক সন্ত্রাসবাদী

করোনা ভাইরাস

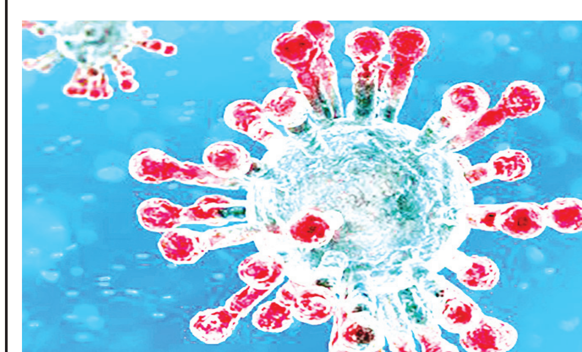

জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায়
(ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের আজীবন সদস্য)

একি! মহাকাশে দূর থেকে পৃথিবীটাকে তো অনেক স্বচ্ছ সুন্দর পরিস্কার দেখছে নাসার বিজ্ঞানীরা! কার্বন কণা ও দূষণের পরিমাণ কমে গেল কোন জাদু কাঠির ছোঁয়ায়! এ যেন অকৃতজ্ঞ আর উদ্ধতঃ মানুষগুলোকে ভয়ানক ধাক্কা দিয়ে বুঝিয়ে দিল এবং যেন বলছে 'কৃতজ্ঞ থাকো'। আমরা এখন যেন অনুভব করছি এক অদৃশ্য অপরিসীম মহাশক্তি সেখানে 'জাতের নামে বজ্জাতি নেই' সব স্বার্থপর, লোভী ও নিষ্ঠুর মানুষগুলোকে এক লহমায় যেন করোনা (মুকুট) পরা ভাইরাস শুধরে দিতে চাইছে। রাতদিন অবিরাম জ্বলতে থাকা ট্রাফিক লাইটগুলো আজ বড় শ্রান্ত, অবসন্ন! তাদের হয়ে ছুটে চলা মানুষগুলো যেন থমকে যাচ্ছে। যেন বলছে– বাড়ির বাইরে কোথাও বেড়িও না। অসংখ্য ছুটে চলা গাড়ি গুলো কমে যাওয়াতে রাস্তাগুলো কেমন যেন শুনশান। কিন্তু এরকম দৃশ্যপট তো ছিল না কদিন আগেও! এরকম নীল আকাশ অনেকদিন দেখেনি চিনের (UNHAN) উহান শহর।

এরপর পাঁচের পাতায়

বন্ধ হল ঐতিহ্যবাহী গোপীনাথ মেলা

দেবাশিস রায়, কাটোয়া : এবার করোনার থাবায় পড়ে বন্ধ হল অগ্রদ্বীপের ঐতিহ্যবাহী গোপীনাথ মেলা। গত বৃহস্পতিবার থেকে তিনদিনের মেলা হওয়ার কথা থাকলেও সকলকে নিরাশ করে দিল মারণ করোনা ভাইরাস। করোনা নিয়ে আতঙ্কের পরিবেশে প্রশাসন কোনওমতেই এবার বৈষ্ণবতীর্থ অগ্রদ্বীপের গোপীনাথ মেলা আয়োজনের অনুমতি দেয়নি। ফলে মহাপ্রভুর লক্ষ লক্ষ ভক্তকে এবার মেলার আনন্দ থেকে নিরাশ হতেই হল। তবে, যথাযথ রীতি মেনে ভক্তগণের ধর্মাচরণে প্রশাসনের কোনও নিষেধাজ্ঞা না থাকলেও সকলকে জমায়েত এড়িয়ে চলে সতর্ক থাকার আবেদন জানানো হয়।

পূর্ব বর্ধমান জেলার সীমান্তবর্তী অগ্রদ্বীপ গ্রামে প্রতিবছরই চৈত্র মাসের কৃষ্ণা একাদশী তিথি ধরে গোপীনাথ মেলার আয়োজন করা হয়। ভাগীরথী নদীর বাম তীরে অবস্থিত সুপ্রাচীন অগ্রদ্বীপ গ্রাম শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর স্মৃতিধন্য হওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই অন্যতম বৈষ্ণব তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। এখানে সমাধিস্থ রয়েছেন মহাপ্রভুর অন্যতম পার্ষদ গোবিন্দ ঘোষ। তিনি ছিলেন মহাপ্রভুর প্রিয় শিষ্য ও শ্রীকৃষ্ণের পরম ভক্ত। তাঁর একমাত্র পুত্রের অকালমৃত্যুতে গোবিন্দ ঘোষ ভেঙে পড়েছিলেন। জনশ্রুতি আছে, একদিন রাতে গোপীনাথ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ শোকগ্রস্ত গোবিন্দ ঘোষকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে এই বলে

অগ্রদ্বীপের গোপীনাথ। ফাইল চিত্র।

আশ্বস্ত করেন যে, পরম ভক্তের মৃত্যুর পর তিনিই তাঁর পারলৌকিক ক্রিয়া সম্পাদন করবেন। বৈষ্ণব ভক্তজনের বিশ্বাস, গোবিন্দ ঘোষের মৃত্যুর পর এই তিথিতেই গোপীনাথ স্বয়ং পরম ভক্তের শ্রাদ্ধাদি সম্পন্ন করেছিলেন। সেই বিশ্বাস আজও অটুট থাকায় পুণ্যার্জনের জন্য প্রতিবছরই অগ্রদ্বীপে গোপীনাথ মেলায় লক্ষাধিক ভক্ত সমাগম হয়।

কিন্তু, এবার করোনা আতঙ্ক ভক্তজনের সমস্ত আশায় জল ঢেলে দিল। জেলাশাসক বিজয় ভারতী, পুলিশ সুপার ভাস্কর মুখোপাধ্যায়, কাটোয়ার মহকুমাশাসক প্রশান্ত রাজ শুক্লা, কাটোয়ার বিধায়ক রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, অগ্রদ্বীপ গোপীনাথ মেলা কমিটির সভাপতি সুব্রত চৌধুরি প্রমুখ উদ্ভুত পরিস্থিতি একাধিকবার খতিয়ে দেখেন। তারপরই বুধবার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী এবারের মতো মেলা স্থগিত হয়ে যায়। তবে, এসময় ভক্তজনের ধর্মাচরণে কোনও ভক্তজনের কোনও বাধা না থাকলেও প্রশাসন ও মেলা কমিটির পক্ষ থেকে জমায়েত সহ করোনার ক্ষতিকর বিষয়ে সচেতন করা হয়।

বন্ধ মহোৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি, সাতগাছিয়া : দক্ষিণ শহরতলির নোদাখালি থানা এলাকার অন্তর্গত সাতগাছিয়া দক্ষিণদ্বার তলার ২৪তম বর্ষের ২৪ প্রহর ব্যাপী মহোৎসব বন্ধ হয়ে গেল। গত শুক্রবার অধিবাস হবার কথা ছিল। বিশাল সুদৃশ্য মণ্ডপ ও আলোক সজ্জায় সেজে উঠেছিল মহোৎসব প্রাঙ্গণ। এই মহোৎসবে প্রচুর ভক্তবৃন্দের সমাগম হয় প্রতিবছর। কিন্তু বর্তমানে করোনা ভাইরাস প্রতিরোধের জন্য প্রশাসন কোনও জমায়েত করতে দিচ্ছে না। নোদাখালী থানা প্রশাসনও মহোৎসব কমিটিকে নিষেধাজ্ঞা দেন। মহোৎসব কমিটি প্রশাসনের সিদ্ধান্ত মেনে নিয়েছে। কিন্তু কমিটির সদস্যরা জানালেন, তারা প্রায় দেড় লক্ষ টাকা খরচ করে আয়োজন করেছিলেন। নামের দলও বুকিং হয়ে গেছে। কিন্তু গ্রামবাসীরা সকলে এখনও চাঁদা দেননি, নাম শুনতে এসে চাঁদা দিতেন। এখন আমরা খুব সমস্যায় পড়ে গেলাম।

জনতা কার্ফু শ্রাদ্ধ বাতিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি : জনতা কার্ফুর জের।মায়ের শ্রাদ্বানুষ্ঠান বাতিল করল মেয়ে। জানা গিয়েছে, গত ১০ ই মার্চ মারা যান অনিমা রানী চৌধুরী। আগামী রবিবার তার শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের দিন ধার্য করা হয়েছিল।

মৃতা অনিমা রানী দেবীর মেয়ে ঝুনু সাহা জানান, দেশের স্বার্থে এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়ে রবিবার শুধুমাত্র শ্রাদ্ধের নিয়ম্ রক্ষা করা হবে। পরবর্তী আনুষাঙ্গিক অনুষ্ঠান বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। তিনি জানান, যেহেতু অধিক জমায়েতের কারণে করোনা ভাইরাস ছড়াতে পারে, সেই কারণেই সরকারের নির্দেশ ও দশের স্বার্থে এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।

পাহাড়ে ফেরার ঢল

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি : পাহাড়ে ফেরার ঢল ঘরছাড়াদের। আজ সকাল থেকে প্রায় একহাজার মানুষ যারা পাহাড়ের বাসিন্দা কিন্তু বাইরে কাজে ছিলেন সবাই ফিরে আসেন। শিলিগুড়িতে এসে তাদের পরিক্ষা করা হয় প্রায় তিন থেকে চার ঘন্টা ধরে। এদিন বাড়ি ফিরতে পারবেন কি পারবেন না এই নিয়ে চিন্তায় ছিলেন সবাই, পরীক্ষায় কারো কাছ থেকে সন্দেহজনক কিছু না পাওয়া গেলেও তিনজনকে আবার চেক আপে পাঠানো হয়।

মে মাস পর্যন্ত বিয়ে বাতিল

ত্রাহি অবস্থা রাজ্যের

কুনাল মালিক : টানা ৪৬ দিন পশ্চিমবঙ্গ করোনা মুক্ত থাকার পর গত ১৭ মার্চ রাজ্যের উচ্চপদস্থ আমলা অরুণিমা দে–র ইংল্যান্ড ফেরৎ ছেলের সৌজন্যে রাজ্যে এখন ত্রাহি ত্রাহি রব। কান্ডজ্ঞান ও দায়িত্বহীন আমলার আচরণে স্তম্ভিত রাজ্যের মানুষ। নবান্ন–মহাকরণ–এম আর বাঙ্গুর হাসপাতাল সহ একাধিক জায়গায় ওই আমলা ও তার পুত্রের আনাগোনায় করোনা ভাইরাস নিয়ে আতঙ্ক ছড়িয়েছে সর্বত্র। সম্প্রতি রানিগঞ্জে বিলেত ফেরৎ এক যুবককেও পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে। এম আর বাঙ্গুর হাসপাতালে সপ্তাহের প্রথম দিকে পর্যাপ্ত মাস্ক ও চিকিৎসা পরিষেবার সাজসরঞ্জাম না থাকায় কর্মী মহলে বিদ্রোহ দেখা দেয়। পরবর্তী সময়ে হাসপাতালের উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ মাস্ক ও অন্যান্য সরঞ্জামের ব্যবস্থা করেন। তবুও ভয় কাটেনি রোগী সহায়ক নার্স ও ডাক্তার মহলে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী প্রতিটি জেলার জন্য আলাদা আলাদা আধিকারিকদের দায়িত্ব দিয়েছেন করোনা মনিটরিং–এর জন্য। আগামী দুই সপ্তাহ সবাইকে ভিড় এড়িয়ে চলতে বলেছেন। সরকারি অফিস ও ৪টের মধ্যে ছুটি ঘোষণা করেছেন। রাস্তাঘাটে মানুষের উপস্থিতি দিন দিন কমে যাচ্ছে। ইতিমধ্যেই হাটে বাজারে চাল আলু ও নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য মজুত করার জন্য মানুষ ভিড় জমাচ্ছেন। জিনিসপত্রের দামও উর্দ্ধমুখী। এ ব্যাপারে প্রশাসনকে আরও কড়া পদক্ষেপ নিতে হবে। রাজ্যের এক উচ্চ পদস্থ আধিকারিক জানালেন, পরিস্থিতি যে দিকে যাচ্ছে আগামী দিনে সেনা পুলিশ ও স্বাস্থ্যকর্মীদের যৌথভাবে মাঠে নামিয়ে পরিস্থিতি সামলাতে হবে। কারণ কার্ফুর পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে। অন্যদিকে স্থানীয় ব্লক ও থানা থেকে জানানো হয়েছে কোনও জমায়েত করা যাবে না। আগামী মে মাস পর্যন্ত কোনও বিয়ে বাড়ি অনুষ্ঠান করা যাবে না। মহোৎসবও বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। মসজিদে জমায়েত করে নমাজের ক্ষেত্রেও নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে। পরিস্থিতি যে দিকে এগুচ্ছে আগামী দিনে সাধারণ মধ্যবিত্ত মানুষ কিভাবে রুটি রোজগার সংগ্রহ করবে তা নিয়ে বড় প্রশ্ন চিহ্ন দেখা দিচ্ছে।

আক্রান্ত কম প্যানিক বেশি

কল্যাণ রায়চৌধুরী, উত্তর চব্বিশ পরগনা : উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলায় বিগত কয়েক বছর ধরে চলছে ডেঙ্গুর আতঙ্ক। যা ২০১৭ সালে এই জেলায় কার্যত মহামারির আকার ধারণ করেছিল। প্রায় এরকম একটা আতঙ্কের আবহের মধ্যেই এক প্রকার উড়ে এসে জুড়ে বসেছে নভেল করোনা ভাইরাস আতঙ্ক। তবে এটা শুধুমাত্র উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা, বা পশ্চিমবঙ্গ কিংবা ভারতবর্ষের আতঙ্ক নয়। এই আতঙ্ক কার্যত আন্তর্জাতিক। চিন থেকে এই ভাইরাসের সূচনা হয়। কয়েকদিনের মধ্যেই তা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়ে অত্যন্ত দ্রুত গতিতে। ইতিমধ্যে সর্বমোট প্রায় আট হাজারের কাছাকাছি মানুষের মৃত্যু হয়েছে। তবে ভারতে এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত করোনা আক্রান্তের সংখ্যা প্রায় ১৭০ জনের মতো হলেও মৃতের সংখ্যা চার জন। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গে জনৈক প্রবাসী তরুণের বাড়ি ফেরার মাধ্যমে করোনার কলকাতায় তথা এই রাজ্যে প্রবেশ। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা (হু) করোনাকে আন্তর্জাতিক মহামারি ঘোষণা করেছে। এখনও পর্যন্ত এই নতুন ভাইরাসটির কোনও প্রতিষেধক না থাকলেও এর থেকে মুক্তি পেতে গোটা বিশ্ব জুড়ে শুরু হয়েছে জোর তৎপরতা। ইতিমধ্যে কলকাতায় এই ভাইরাসটি পদার্পণ করায় সমগ্র রাজ্য জুড়ে তৈরি হয়েছে এক আতঙ্কের আবহ। উত্তর চব্বিশ পরগনার বারাসত স্বাস্থ্যে জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডা. তপন কুমার সাহা বলেন, 'আমার জেলায় এখনও (বৃহস্পতিবার রাত) পর্যন্ত কোনও করোনা আক্রান্তের খবর নেই।

এরপর পাঁচের পাতায়

নেই বিচারক, জমছে পকসো মামলার পাহাড়

অভিজিত হাজরা, হাওড়া : উলুবেড়িয়া মহকুমা আদালতে পকসো (প্রোটেকশন অফ চিল্ডেন ফ্রম সেস্কুয়াল অফেন্সস) মামলার পাহাড় জমেছে। এই অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে সংশ্লিষ্ট বিচারক না থাকায়। ২০১৬ সালে রাজ্যের বিভিন্ন আদালতে, নাবালিকাদের ধর্ষণ বা শ্লীলতাহানি মামলার দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য পকসো বিচারক নিয়োগ করা হয়েছিল। শুধুমাত্র পকসো মামলারই বিচার করার ক্ষমতা দেওয়া হয় এই বিচারকদের।রাজ্যের অন্যান্য আদালতের পাশাপাশি উলুবেড়িয়া মহকুমা আদালতেও পকসো বিচারক নিয়োগ করা হয়। গত ২০১৯ সালের জুন মাসে উলুবেড়িয়া আদালতের পকসো –র বিচারক অন্যত্র বদলি হয়ে যান। তারপর সেই পদে পূর্ণ সময়ের জন্য আর বিচারক নিয়োগ হয় নি। যে কারণে, পকসো মামলার পাহাড় জমেছে। শুনানি বন্ধ আছে।

২০১৬ সাল থেকে শুরু হওয়া উলুবেড়িয়া কোর্টে পকসো আদালতে এখনও পর্যন্ত নিষ্পত্তি না হওয়া মামলা ৩১৭ টি। এর মধ্যে ২২২ টি মামলার চূড়ান্ত শুনানি হতে হতে বন্ধ হয়ে গেছে বলে পুলিশ সূত্রে জানানো হয়েছে। এই পরিস্থিতি প্রসঙ্গে উলুবেড়িয়া আদালতের আইনজীবীরা বলেছেন, শুনানি স্থগিত হয়ে যাওয়ায় পিছিয়ে গেছে মামলার নিষ্পত্তি।এর কারণে নির্যাতিতারা যেমন

বিচার পাচ্ছে না, অপরদিকে বহু নির্দেশ ও আটকে গেছে।

উলুবেড়িয়া মহকুমা আদালতের ক্রিমিনাল বার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক পীযুষ গুহ জানালেন,পকসো আদালতের উদ্দেশ্যই হল দ্রুত ঘটনার বিচার করে তার নিষ্পত্তি করা ও দোষীদের শাস্তি দেওয়া। উলুবেড়িয়া মহকুমা আদালতে বর্তমানে তা সম্ভব হচ্ছে না। উলুবেড়িয়া কোর্টে পকসো মামলার পরিস্থিতির কথা আমরা হাইকোর্টে জানিয়ে দ্রুতপকসো বিচারক নিযগে করার দাবি জানিয়েছি। আমরা রাজ্যের বিভিন্ন আদালতের আইনজীবীদের সঙ্গে কথা বলে জেনেছি, রাজ্যের কোনও পকসো আদালতে বিচারকের পদ এতদিন ধরে শূন্য নেই।' উলুবেড়িয়া মহকুমা আদালতের আরো একজন আইনজীবী বলেন,সম্প্রতি আইনজীবীদের নিয়ে কলকাতায় এক প্রশিক্ষণ শিবির হয়। সেই প্রশিক্ষণ শিবিরে ও কলকাতা হাইকোর্টের বিচারকদের উলুবেড়িয়া মহকুমা পকসো আদালতে পকসো––মামলার বিচারের পরিস্থিতির কথা জানানো হয়। হাওড়া জেলা আদালত সূত্রে বলা হচ্ছে, উলুবেড়িয়া মহকুমা আদালতে পকসো মামলার বিচারের পরিস্থিতির কথা হাইকোর্টে জানানো হয়েছে। হাইকোর্ট বিষয়টা পর্যালোচনা করে উলুবেড়িয়া মহকুমা আদালতে পূর্ণ সময়ের জন্য পকসো বিচারক নিয়োগ করার ব্যাপারে আশ্বাস দিয়েছেন। উলুবেড়িয়া মহকুমা আদালতের অধীনে উলুবেড়িয়া,শ্যামপুর,বাগান,বাউরিয়া,আমতা, উদয়নারায়নপুর,জয়পুর এই সাতটি থানা আছে।এই সাতটি থানা থেকে বছরে গড়ে ১২০ টি করে পকসো আইনের মামলা হয়।২০২০ সালের জানুয়ারি মাসে ১১টি পকসোমামলা দায়ের হয়েছে উক্ত সাতটি থানায়। কিন্তু উলুবেড়িয়া মহকুমা আদালতে পকসো বিচারক না থাকার কারণে নির্যাতিতারা পায়নি। এছাড়াও পকসো মামলায় যে সমস্ত বিচার চলতে চলতে বন্ধ হয়ে গেছে তার পরবর্তী সময়ে পুনরায় চালু করার ক্ষেত্রে অসুবিধা হতে পারে বলে আইনজীবীরা মতপ্রকাশ করেছেন। এক্ষেত্রে আইনজীবীদের অভিমত, এইসব মামলার মূল সাক্ষী যেহেতু নির্যাতিতাই, সেক্ষেত্রে বিচার দেরিতে হলে নির্যাতিতা ঘটনার অনেক কথা ভুলে গিয়ে সাক্ষ্য দেওয়ার সময় গড়বড় করতেই পারে। আবার বিচার দেরি হওয়ার সুযোগে দোষী ও তার ঘনিষ্ঠজনরা সাক্ষীদের ও ভয় দেখাতে, হুমকিও দিতে পারে। তাতে মামলার ও ক্ষতি হতে পারে। নির্যাতিতা সঠিক বিচার নাও পেতে পারে। গত ২০১৯ এর জুন মাসে উলুবেড়িয়া মহকুমা আদালতের পকসো মামলার বিচারক অন্যত্র বদলি হওয়ার পরে অবশ্য অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা বিচারক (২) কে সাময়িক ভাবে দায়িত্ব দেওয়া হয়। তিনি শুধুমাত্র জামিনের আবেদনের শুনানি করেন। এছাড়া কলকাতা হাইকোর্টের বিশেষ নির্দেশে যদি কোনও পকসো মামলার প্রয়োজন হয়, তাহলে সেই মামলার বিচার এই বিচারক করে থাকেন। আইনজীবীরা বলেন,সব নির্যাতিতা বা তার পরিবারের সদস্যদের পক্ষে হাইকোর্টের দারস্থ হওয়া সম্ভব নয়। তাই তেমন শুনানি উলুবেড়িয়া মহকুমা পকসো আদালতে কম হয়।

করোনা ঝড় অব্যাহত শেয়ার বাজারে, সূচকের গ্রাফ নিম্নমুখী

পার্থসারথি গুহ

করোনার আঁতুরঘর চিন শুধু এই মহামারী নিয়ে জেরবার তা নয়, এর দরুণ চিনের অর্থনৈতিক বাজারেও বেশ ভালোমতো প্রভাব পড়ছে। বলাবাহুল্য, এখন ফায়দা তোলার বড় সুযোগ ভারতের কাছে। সাম্প্রতিক অতীতে ভারতের শেয়ার বাজারের এই অভূতপূর্ব উচ্চতায় চলে যাওয়ার পিছনে চিনের সর্বনাশও একটা অত্যন্ত বড় কারণ। চিনের সর্বনাশেই কার্যত ভরা জ্যৈষ্ঠের মধ্যেও পৌষ মাস ভারতের শেয়ার বাজারে। চিন থেকে গত ১–২ বছর ধরেই বিপুল পরিমাণ টাকা তুলে নিতে দেখা যাচ্ছে বিদেশি এফআইআইদের। তাঁরাই হয়তো এখন ভারতের বাজারে সেই টাকা লগ্নি করতে শুরু করেছেন। তার সঙ্গে অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে ভারতের শেয়ার বাজার জুড়ে ডোমেস্টিক বা দেশি ফান্ডের ক্রমবর্ধমান শক্তি বাড়িয়ে তোলা। গত ২–৩ বছর তো বিদেশিদের কার্যত সাইডলাইনে রেখে ভারতের অর্থ বাজারের ব্যাটন নিজেদের হাতে তুলে নিয়েছে ডিআইআই বা মিউচুয়াল ফান্ডগুলি। এই কর্তৃত্ব খুব সহজে ডোমেস্টিকরা ছেড়ে দেবেন বলে মনেও হচ্ছে না। সেক্ষেত্রে এই

অর্থনীতি

অর্থবর্ষ শেষ হওয়া পর্যন্ত অর্থাৎ মার্চ–এপ্রিল পর্যন্ত ফান্ড–এর জোগান অব্যাহত থাকতে পারে। এমতাবস্থায় নিফটির পক্ষে ফের ১২ হাজার ছুঁয়ে ফেলাও খুব একটা অসম্ভব নয় বলেই মনে হচ্ছে। তবে কাজ করতে হবে কড়া স্টপ লস মেনেই।

দুনিয়া খ্যাত শেয়ার বিশারদ এজেন্সিগুলো এই মুহূর্তে ভারত সম্পর্কে খুব বুলিশ বা তেজিয়ান মনোভাব পোষণ করছে। তাঁদের মতে, নিফটি আগামী ৪–৫ বছরের নিরিখে ৩০ হাজার ছুঁয়ে ফেলতে পারে। বলাবাহুল্য সেক্ষেত্রে সেনসেক্স ১ লাখের ঘর ছাপিয়ে চলে যাবে আরও অনেকটাই ওপরে। এত কিছু বড় টার্গেট বেঁধে দেওয়া হলেও যুক্তিপূর্ণ বিশ্লেষণেও যে চিত্র ধরা পড়ছে তা বলছে নিফটি আগামী লোকসভা নির্বাচন পর্যন্ত সময়ের মধ্যে ১৪–১৫ হাজারে চলে যেতে পারে। মোটের ওপরসবাই ধরেই নিয়েছেন যে ভারতীয় অর্থ বাজার এই মোদী–রাজ অব্যাহত থাকতে চলেছে সামনের লোকসভা নির্বাচনের প্রেক্ষিতেও। সেক্ষেত্রে ২০২০ থেকে ২০২৪ পর্যন্ত বিজেপি রাজ চলার প্রভূত সম্ভাবনা। অর্থাৎ সামনের এই ৪ বছরের মধ্যে বড় কোনও অঘটন না ঘটলে একটা অসম্ভব স্থিতিশীলতা চলে আসবে শেয়ার বাজারের অভ্যন্তরে।

এর পিছনে আরও কয়েকটি উপাদান অবশ্য কাজ করছে। তার মধ্যে জিএসটি চালু হওয়া, ভালো বর্ষা, দেশি–বিদেশি ফান্ডগুলির ভারতের বাজারের প্রতি আস্থা পোষণ করা, নোটবন্দি পরবর্তী বেশ কয়েকটি নির্বাচনে বিজেপির তাক লাগানো ফলাফল করা, রাজ্যসভায় আগামী বছর খানেকের মধ্যে ঘাটতি মিটিয়ে নেওয়া, মোদির সংস্কার রথ অব্যাহত থাকা, সুদের হার নিরন্তর কমতে থাকা ইত্যাদি এতগুলো ইতিবাচক খবর রয়েছে যা ভারতের বাজারকে অক্সিজেন জোগাচ্ছে পুরোদমে।

ভারতীয় শেয়ার বাজারে গত কয়েকদিনে করেই নেমে এসেছে বেয়ার অ্যাটাক। এই বেয়ার হামলার শিকার অবশ্য গোটা দুনিয়াই। আমেরিকা, ইউরোপ, এশিয়ার বিস্তীর্ণ প্রান্ত করোনা ভীতিতে কাঁটা হয়ে রয়েছে। নিফটি সূচকও প্রায় ৩ হাজার পয়েন্ট আর সেনসেক্স ৮ হাজার পয়েন্ট–এর ওপর কারেকশন সেরে বসে আছে। তা বলে বুলরা ঘাবড়ে গিয়েছেন বা যাচ্ছেন তা নয়। বরং তাঁরা মনে করছেন এতে আসলে শাপে বর হচ্ছে। কারণ, একটানা বাড়তে থাকা বাজার সূচকের স্বাস্থ্যের পক্ষে কোনওকালেই খারাপ নয়। তাছাড়া গত লোকসভা ভোটের ফল বেরনোর ঢের আগেই বাজার তুঙ্গী হয়ে জানান দিয়েছিল চর্বি জমার কথা। সুতরাং যা হওয়ার তাই হচ্ছে এখন। রোজই নামছে বাজার, সূচকের পতনে আতঙ্ক বাড়ছে লগ্নিকারীদের। সাড়ে ১২ হাজারের উচ্চতা থেকে নিফটি প্রায় ৩–৪ হাজার পয়েন্টের বেশি পতন ঘটিয়েছে। শতাংশের হিসেবে ২০ শতাংশের বেশি।

মিডক্যাপ যেভাবে এখনও গোত্তা খেয়ে নিচে পড়ে রয়েছে তা অগণিত বিনিয়োগকারীকে স্বস্তি পেতে দিচ্ছে না। এই অচলাবস্থা কাটবে কিভাবে জল্পনা চলছে তা নিয়েই। আশু সমাধান হয়তো নেই। কিন্তু বিশেষজ্ঞরাই বলছেন, সূচকের এই অংশ টাইম ওয়াইজ কারেকশন করছে এখন। এটা হয়তো আর কিছুদিনের মধ্যে শেষ হবে। তারপর টপ গিয়ার নেবে মিডক্যাপ।

সাপ্তাহিক রাশিফল

নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

২১ মার্চ – ২৭ মার্চ, ২০২০

মেষ : এই সপ্তাহ খুব শুভ এবং আপনি এই সপ্তাহে খুশি হবেন। কোন সদস্যের বিবাহ সম্পর্কিত কোন ইতিবাচক সিদ্ধান্ত আপনার পরিবারের মধ্যে গৃহীত হবে এবং এটি আপনার পরিবারের সুখ বৃদ্ধি করবে। আপনার বন্ধু বা আত্মীয় আগমনের কারণে আপনার পরিবারের পরিবেশ আরো আনন্দপূর্ণ হয়ে উঠবে।

বৃষ : আপনি এই সপ্তাহে মানসিক এবং শারীরিক যন্ত্রণার সম্মুখীন হতে পারেন। আপনার সাথে সহকর্মীদের কিছু মতপার্থক্য বা দ্বন্দ্ব তৈরি হবে। আপনি সমস্যা তৈরি করার চেষ্টা করবেন। সকাল বেলা আপনি আর্থিক বা অন্য কোন কারণের জন্য সমস্যা এর সম্মুখীন হবেন।

মিথুন : এই সপ্তাহে আপনি মানসিক এবং শারীরিক পরিশ্রম করবেন। আপনি এই সপ্তাহে আর্থিক এবং স্বাভাবিক কাজে ব্যস্ত থাকবেন। গ্রাহকদের এবং ব্যবসায়ীদের সাথে আপনার দেখা হবে। সিনিয়র কর্মকর্তারা বা সমাজের সম্মানিত মানুষরা আপনার সাথে দেখা করতে পারেন।

কর্কট : এই সপ্তাহে আপনি সুখী থাকবেন এবং সাফল্য অর্জন করবেন। পরিকল্পনা যাই হোক না কেন আপনি অধিকাংশ ক্ষেত্রে সাফল্য পাবেন। ফলাফল থেকে আপনি খুশি এবং সন্তুষ্ট বোধ করবেন। আপনি সেই পরিকল্পনাগুলি শুরু করতে পারেন, যা আপনি অতীতে পরিকল্পনা করেছিলেন।

সিংহ : আপনি এই সপ্তাহে মিশ্র ফলাফল পাবেন। আপনি হতে পারে দুপুরের আগে ভাল ফলাফল পাবেন না, কিন্তু সন্ধ্যায় আপনি ভাল খবর পাবেন। আপনি কোন দুর্ঘটনার শিকার হতে পারেন। অতএব আপনি সাবধানে ড্রাইভ করবেন এবং দীর্ঘ যাত্রা করবেন না। আপনার পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সময় ব্যয় করা উচিত।

কন্যা : এই সপ্তাহ আপনার সামাজিক, আর্থিক বা মানসিক, প্রত্যেক বিষয় এর জন্য খুব ভাল। আপনার দ্বারা তৈরি পরিকল্পনা হবে দ্রুত সম্পূর্ণ এবং আপনি পূর্ববর্তী মুলতুবি কাজ সম্পন্ন করতে চেষ্টা করবেন। যদি আপনি সংগীত সম্পর্কিত কোনও কাজ করেন তবে আপনি পছন্দসই সাফল্য পাবেন।

তুলা : এই সপ্তাহ আপনার ভবিষ্যতের পরিকল্পনার জন্য খুব উপকারী। এই সপ্তাহে আপনি শুভ ফলাফল পাবেন। আপনি যদি ব্যবসা করেন, আপনাকে ব্যবসা সম্পর্কিত ট্রিপ এ যেতে হবে। এই যাত্রা আর্থিক লাভ এর জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ করবে। নতুন ব্যবসার সংযোগ স্থাপন হবে।

বৃশ্চিক : এই সপ্তাহ আপনার পারিবারিক সুখী পরিবেশ তৈরীর জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আপনি দুপুরের আগে কোন ভাল খবর পাবেন। খবরটা জন্ম, বিবাহ বা অন্য কোন পারিবারিক জিনিস সম্পর্কিত হতে পারে। আপনার ভাই, বোন বা আত্মীয়ের বিবাহের জন্য কোন সিদ্ধান্ত নেওয়া যেতে পারে।

ধনু : এই সপ্তাহে আপনি মানসিক এবং শারীরিক যন্ত্রণার সম্মুখীন হতে পারেন। আপনার স্ত্রী বা সন্তানের সঙ্গে কোন কারণ ছাড়া বিরোধ ঘটতে পারে এবং আপনার সম্পর্ক কদর্য হতে পারে। আপনি সকালের দিকে চিন্তার মধ্যে থাকবেন। আপনার স্বাস্থ্য অসুস্থ হতে পারে এবং আপনি ডাক্তারের কাছে যেতে পারেন।

মকর : এই সপ্তাহ আর্থিক এবং সামাজিক বিষয় এর জন্য খুব শুভ। যদি আপনি কোন সামাজিক পরিষেবাতে যুক্ত থাকেন, এই সপ্তাহ আপনার জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ। আপনি আপনার বন্ধুদের এবং পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সন্ধ্যায় আনন্দ উপভোগ করবেন এবং তাদের সঙ্গে ভবিষ্যত পরিকল্পনা আলোচনা করবেন।

কুম্ভ : আপনি এই সপ্তাহে স্বাভাবিক আর্থিক সুবিধা পাবেন। কিন্তু আপনি সামাজিক পর্যায়ে ব্যস্ত থাকবেন। রাজনৈতিক ক্ষেত্রের সাথে যুক্ত থাকেন, তাহলে অনেক লোক আপনার সাথে দেখা করতে আসবে। আপনার পরিবার এবং পত্নীর সঙ্গে আপনার সম্পর্ক খুব আন্তরিক এবং সহযোগিতাপূর্ণ হবে।

মীন : এই সপ্তাহ আপনার জন্য সফল এবং সুখী হবে। আপনি সকালে কিছু ভাল খবর পাবেন। আপনি কম প্রচেষ্টার মাধ্যমে আপনার ব্যবসার আরও লাভ উপার্জন করতে পারেন। আপনার পেশা যদি শিল্প বা সংগীত সম্পর্কিত হয়, আপনি অতীতে সম্পন্ন আপনার কঠোর পরিশ্রমের উপকারী ফলাফল পাবেন।

কেন্দ্রীয় সরকারে চাকরি

নিজস্ব প্রতিনিধি : অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার ও অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর পদে ৭৪ জনকে নিয়োগ করা হবে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিরক্ষা মন্ত্রক, লেবার অ্যান্ড এমপ্লয়মেন্ট মন্ত্রকের অধীনস্থ দফতর এবং দিল্লি সরকারের ইরিগেশন অ্যান্ড ফ্লাড কন্ট্রোল বিভাগে। প্রার্থী বাছাই করবে ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশন। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর : ০৫/২০২০।

ভ্যাকেন্সি নম্বর : ২০০৩০৫০৪৫১৪ : অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার (কোয়ালিটি অ্যাশিওরেন্স–স্মল আর্মস) : শূন্যপদ ৫টি।

ভ্যাকেন্সি নম্বর : ২০০৩০৫০৫৫১৪ : অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার (কোয়ালিটি অ্যাশিওরেন্স–স্টোর্স–কেমিস্ট্রি) : শূন্যপদ ৫টি।

ভ্যাকেন্সি নম্বর : ২০০৩০৫০৬৫১৪ : অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার (কোয়ালিটি অ্যাশিওরেন্স স্টোর্স জেনটেক্স) : শূন্যপদ ৩০টি।

ভ্যাকেন্সি নম্বর : ২০০৩০৫০৭৫১৪ : অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার (কোয়ালিটি অ্যাশিওরেন্স ভেহিক্যল) : শূন্যপদ ১২টি।

উপরোক্ত সবক'টি ক্ষেত্রে নিয়োগ করা হবে প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের অধীনস্থ বিভিন্ন বিভাগে।

ভ্যাকেন্সি নম্বর : ২০০৩০৫০৯৪১৪ : অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর (অফিশিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ) : শূন্যপদ ১৩টি। নিয়োগ করা হবে লেবার অ্যান্ড এমপ্লয়মেন্ট মন্ত্রকের অধীনস্থ ই এস আই কর্পোরেশনে।

ভ্যাকেন্সি নম্বর : ২০০৩০৫১২৬১৪৩ : অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার সিভিল/ অ্যাসিস্ট্যান্ট সার্ভেয়র অব ওয়ার্কস (সিভিল) : শূন্যপদ ৯টি। নিয়োগ করা হবে দিল্লি সরকারের ইরিগেশন অ্যান্ড ফ্লাড কন্ট্রোল বিভাগে।

বয়স : ২–৪–২০২০ তারিখে অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর পদের ক্ষেত্রে ৩৫ বছর এবং অন্যান্য পদের ক্ষেত্রে ৩০ বছরের মধ্যে হতে হবে।

অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.upsconline.nic.in অনলাইন দরখাস্তের শেষ তারিখ ২ এপ্রিল। শিক্ষাগত যোগ্যতা সহ বিশদ তথ্যের জন্য দেখুন এই ওয়েবসাইট : www.upsc.gov.in.

ইন্ডিয়ান অয়েলে ৪০৪ তরুণ–তরুণীকে বিভিন্ন ট্রেডে অ্যাপ্রেন্টিসশিপ

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৪০৪ জন তরুণ–তরুণীকে অ্যাপ্রেন্টিসশিপ ট্রেনিং দেবে ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন। অ্যাপ্রেন্টিসেস অ্যাক্ট, ১৯৬১ ও ১৯৭৩ (সংশোধিত) অনুসারে সংস্থার পূর্বাঞ্চল রিজিয়নের মার্কেটিং ডিভিশনে ট্রেড অ্যাপ্রেন্টিস ও টেকনিশিয়ান অ্যাপ্রেন্টিস শাখায় ট্রেনিং দেওয়া হবে বিভিন্ন ট্রেডে। ট্রেনিং চলাকালীন নির্দিষ্ট হারে স্টাইপেন্ড পাওয়া যাবে। এই ট্রেনিংয়ের বিজ্ঞপ্তি নম্বর : IOCL/ MKTG/ER/APPR/2020–21. এ রাজ্যের সব ক্যাটেগরির প্রার্থীরা পশ্চিমবঙ্গ বাদে অন্যান্য রাজ্যের ক্ষেত্রে কেবল সাধারণ ক্যাটেগরির জন্য নির্দিষ্ট আসনে আবেদন জানাতে পারবেন। তাই এখানে পশ্চিমবঙ্গের সবক'টি ক্যাটেগরি এবং অন্যান্য রাজ্যের সাধারণ ক্যাটেগরির জন্য নির্দিষ্ট মোট ২৮৪টি আসনের বিষয়ে জানানো হল।

রাজ্য অনুসারে আসন– পশ্চিমবঙ্গ : টেকনিশিয়ান অ্যাপ্রেন্টিস : ৯০টি (সাধারণ ৩৬, তফসিলি জাতি ২১, তফসিলি উপজাতি ৫, ও বি সি ২০, আর্থিকভাবে অনগ্রসর ৯)। ট্রেড অ্যাপ্রেন্টিস : ৭১টি (সাধারণ ২৮, তফসিলি জাতি ১৬, তফসিলি উপজাতি ৪, ও বি সি ১৬, আর্থিকভাবে অনগ্রসর ৭)। ট্রেড অ্যাপ্রেন্টিস–ডেটা এন্ট্রি অপারেটর (ফ্রেশার অ্যাপ্রেন্টিস) : ৬টি (সাধারণ ২, তফসিলি জাতি ১, ও বি সি ১, আর্থিকভাবে অনগ্রসর ১, শ্রবণসংক্রান্ত প্রতিবন্ধী ১)। ট্রেড অ্যাপ্রেন্টিস–ডেটা এন্ট্রি অপারেটর (স্কিল সার্টিফিকেট সহ) : ৫টি (সাধারণ ২, তফসিলি জাতি ১, ও বি সি ১, আর্থিকভাবে অনগ্রসর ১)। ট্রেড অ্যাপ্রেন্টিস অ্যাকাউন্ট্যান্ট : ৬টি।

বিহার : টেকনিশিয়ান অ্যাপ্রেন্টিস : ১৩টি, ট্রেড অ্যাপ্রেন্টিস : ৮টি, ট্রেড অ্যাপ্রেন্টিস ডেটা এন্ট্রি অপারেটর (ফ্রেশার অ্যাপ্রেন্টিস) : ১টি, ট্রেড অ্যাপ্রেন্টিস–ডেটা এন্ট্রি অপারেটর (স্কিল সার্টিফিকেট সহ) : ১টি। ট্রেড অ্যাপ্রেন্টিস অ্যাকাউন্ট্যান্ট : ৫টি।

ওড়িশা : টেকনিশিয়ান অ্যাপ্রেন্টিস : ১০টি, ট্রেড অ্যাপ্রেন্টিস : ৯টি, ট্রেড অ্যাপ্রেন্টিস–ডেটা এন্ট্রি অপারেটর (ফ্রেশার অ্যাপ্রেন্টিস) : ২টি। ট্রেড অ্যাপ্রেন্টিস–ডেটা এন্ট্রি অপারেটর (স্কিল সার্টিফিকেট সহ) : ১টি। ট্রেড অ্যাপ্রেন্টিস– অ্যাকাউন্ট্যান্ট : ১টি।

ঝাড়খণ্ড : টেকনিশিয়ান অ্যাপ্রেন্টিস : ৬টি, ট্রেড অ্যাপ্রেন্টিস : ৪টি, ট্রেড অ্যাপ্রেন্টিস–ডেটা এন্ট্রি অপারেটর (ফ্রেশার অ্যাপ্রেন্টিস) : ১টি, ট্রেড অ্যাপ্রেন্টিস ডেটা এন্ট্রি অপারেটর (স্কিল সার্টিফিকেট সহ) : ১টি। ট্রেড অ্যাপ্রেন্টিস– অ্যাকাউন্ট্যান্ট : ১টি।

অসম : টেকনিশিয়ান অ্যাপ্রেন্টিস : ২৭টি, ট্রেড অ্যাপ্রেন্টিস : ১০টি, ট্রেড অ্যাপ্রেন্টিস ডেটা এন্ট্রি অপারেটর (ফ্রেশার অ্যাপ্রেন্টিস) : ১টি, ট্রেড অ্যাপ্রেন্টিস–ডেটা এন্ট্রি অপারেটর (স্কিল সার্টিফিকেট সহ) : ২টি। ট্রেড অ্যাপ্রেন্টিস অ্যাকাউন্ট্যান্ট : ২টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : ট্রেড অ্যাপ্রেন্টিসের ক্ষেত্রে মাধ্যমিক, সেই সঙ্গে ফিটার বা ইলেক্ট্রিশিয়ান বা ইলেক্ট্রনিক মেকানিক বা

কাজের খবর

ইনস্ট্রুমেন্ট মেকানিক বা মেশিনিস্ট ট্রেডে আই টি আই কোর্স পাশ।

টেকনিশিয়ান অ্যাপ্রেন্টিসের ক্ষেত্রে মেকানিক্যাল, ইলেক্ট্রিক্যাল, ইনস্ট্রুমেন্টেশন, সিভিল, ইলেক্ট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেক্ট্রনিক্স, ইলেক্ট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং–এর মধ্যে যে কোনও একটি শাখায় ডিপ্লোমা। ল্যাটেরাল এন্ট্রির মাধ্যমে ডিপ্লোমাধারীরাও আবেদন করতে পারেন।

ট্রেড অ্যাপ্রেন্টিস (অ্যাকাউন্ট্যান্ট) এর ক্ষেত্রে যে কোনও শাখায় স্নাতক।

ট্রেড অ্যাপ্রেন্টিস ডেটা এন্ট্রি অপারেটর (ফ্রেশার অ্যাপ্রেন্টিস)– এর ক্ষেত্রে উচ্চমাধ্যমিক পাশ। ট্রেড অ্যাপ্রেন্টিস ডেটা এন্ট্রি অপারেটর (স্কিল সার্টিফিকেট সহ) এর ক্ষেত্রে উচ্চমাধ্যমিক, সঙ্গে ডোমেস্টিক ডেটা এন্ট্রি অপারেটর স্কিল সার্টিফিকেট থাকতে হবে।

সব ক্ষেত্রেই শিক্ষাগত যোগ্যতায় মোট অন্তত ৫০ শতাংশ (তফসিলি এবং দৈহিক প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে ৪৫ শতাংশ) নম্বর পেয়ে থাকতে হবে।

কোনও ক্ষেত্রেই উচ্চতর শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পন্ন প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন না।

এর আগে কোনও অ্যাপ্রেন্টিসশিপ ট্রেনিংয়ে অংশ নিয়ে থাকলে আবেদন করবেন না। এছাড়াও এক বছর বা তার বেশি সময়ের কাজের অভিজ্ঞতা বা প্রশিক্ষণ নিয়ে থাকলে অথবা ৩১–৩–২০২০ তারিখ অনুসারে তিন বছর আগে যোগ্যতামান নির্ধারণ পরীক্ষায় পাশ করে থাকলে আবেদন করবেন না।

মনে রাখবেন, প্রার্থীর প্যান কার্ড, আধার কার্ড এবং নিজস্ব ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থাকতে হবে।

বয়স : ৩১–৩–২০২০ তারিখে ১৮ থেকে ২৪ বছরের মধ্যে হতে হবে। তফসিলিরা ৫, ও বি সিরা ৩, দৈহিক প্রতিবন্ধীরা ১০ বছরের বয়সের ছাড় পাবেন।

প্রশিক্ষণের মেয়াদ ডেটা এন্ট্রি ট্রেডের ক্ষেত্রে ১ বছর ৩ মাস এবং অন্যান্য ট্রেড ও শাখার ক্ষেত্রে ১ বছর।

প্রার্থী বাছাই করা হবে ১০০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে। পরীক্ষায় অবজেক্টিভ ধরনের মাল্টিপল চয়েস প্রশ্ন হবে সংশ্লিষ্ট বিষয়, কোয়ান্টিটেটিভ অ্যাপ্টিটিউড–সহ জেনেরিক অ্যাপ্টিটিউড, রিজনিং এবিলিটিজ এবং ইংলিশ বিষয়ে। পরীক্ষার সম্ভাব্য তারিখ ১৯ এপ্রিল। পরীক্ষাকেন্দ্রগুলি হল কলকাতা, পাটনা, ভুবনেশ্বর, রাঁচি ও গুয়াহাটি। পরীক্ষার অ্যাডমিট কার্ড ডাউনলোড করা যাবে ১৪ এপ্রিল থেকে।ট্রেনিংয়ের জন্য অনলাইন আবেদন করার আগে প্রার্থীকে ট্রেড অ্যাপ্রেন্টিস হিসেবে অনলাইন রেজিস্ট্রেশন করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.apprenticeship.gov.in টেকনিশিয়ান অ্যাপ্রেন্টিসের ক্ষেত্রে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.apprenticeship.gov.in টেকনিশিয়ান অ্যাপ্রেন্টিসের ক্ষেত্রে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.mhrdnats.gov.in ট্রেড অ্যাপ্রেন্টিস অ্যাকাউন্ট্যান্টের ক্ষেত্রে রেজিস্ট্রেশন করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.apprenticeship-india.org রেজিস্ট্রেশনের পর একটি রেজিস্ট্রেশনের পর একটি রেজিস্ট্রেশন নম্বর পাওয়া যাবে। এটি লিখে রাখবেন।

এরপর অনলাইন দরখাস্ত করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে : www.iocl.com অনলাইন দরখাস্ত করা যাবে ২১ মার্চ থেকে ১০ এপ্রিল পর্যন্ত। প্রার্থীর চালু ইমেল আই ডি থাকতে হবে। মনে রাখবেন, অনলাইন দরখাস্ত পূরণের সময় প্রার্থীর রঙিন পাসপোর্ট মাপের ফটো ও সই (উভয়ই ৫০ কেবি সাইজের মধ্যে), জন্মতারিখের প্রমাণ হিসেবে মাধ্যমিকের মার্কশিট বা সার্টিফিকেট, শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রয়োজনীয় নথিপত্র ও কাস্ট সার্টিফিকেট (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) এর স্বপ্রত্যয়িত নকল পি ডি এফ বা জেপিজি ফর্ম্যাটে স্ক্যান করে (প্রতিটির সাইজ হতে হবে ১০০ কেবির মধ্যে) আপলোড করতে হবে। অনলাইনে আবেদনপত্র যথাযথভাবে সাবমিটের পর পূরণ করা আবেদনপত্রের এক কপি প্রিন্ট আউট নিয়ে নেবেন। এটি কোথাও পাঠাতে হবে না নিজের কাছে রাখবেন। পরে কাজে লাগবে।

খুঁটিনাটি তথ্যের জন্য দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট।

শব্দবার্তা ১৭২

১	■	■	২			৩	
	■	৪		■	■		■
	■	■		■	৫		
৬	৭			■	■		■
■		■	■	৮			৯
১০			■		■	■	
■		■	■	১১		■	
১২					■	■	

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

২। নতুন যুগের সৃষ্টিকারী ৪। রোগ, পীড়া ৫। আটকানো বা সংলগ্ন নয় এমন, অনাবৃত ৬। একটানা, অবিরাম ৮। প্রতিধ্বনি ১০। রেশমি কাপড় ১১। কর্ম ১২। দেবমন্দিরের সম্মুখস্থ যে ঘরে নৃত্যগীত হয়।

উপর–নীচ

১। (আল.) সর্বদা স্মরণীয় বিষয় ২। জ্যেষ্ঠ পান্ডব ৩। অতিশয় লোলুপতা ৭। লম্বা ফর্দ বা চিঠি ৮। নকল ৯। কীর্তনগানের তালবিশেষ।

সমাধান : শব্দবার্তা ১৭১

পাশাপাশি : ১। অন্ধ ৩। খাঁ খাঁ ৫। বিনোদন ৭। সমন ৯। করমচা ১১। জড়সড় ১৩। ধারক ১৫। মহাখাপ্পা ১৭। বিষ ১৮। মোম।
উপর–নীচ : ১। অধ্যাস ২। ছাদ ৪। খাঁদাবোঁচা ৫। বিন ৬। নজর ৮। মউড় ১০। মজুর ১১। জলছবি ১২। সম্ভ্রম ১৩। ধাপ্পা ১৪। কদম ১৬। হার্ট।

মৌমাছি পালন ও মাশরুম চাষের প্রশিক্ষণ

নিজস্ব প্রতিনিধি : মৌমাছি পালন ও মাশরুম চাষের প্রশিক্ষণ দিচ্ছে বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ কন্টিনিউয়িং অ্যান্ড অ্যাডাল্ট এডুকেশন সেন্টার। প্রশিক্ষণের মেয়াদ ১ সপ্তাহ। আসনসংখ্যা : ৩০টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : অন্তত মাধ্যমিক। কোর্স ফি : ২০০০ টাকা।

আগে এলে আগে সুযোগের ভিত্তিতে ভর্তি নেওয়া হবে। আবেদন করতে হবে নির্দিষ্ট বয়ানে। আবেদনের বয়ান ডাউনলোড করে নেবেন এই ওয়েবসাইট থেকে। www.vidyasagar.ac.in।

আবেদনের ফি বাবদ নগদ বা ডিমান্ড ড্রাফটের মাধ্যমে দিতে হবে ২০০ টাকা। ডিমান্ড ড্রাফট 'CCAE, Vidyasagar University'–র অনুকূলে মেদিনীপুরে প্রদেয় হতে হবে।

প্রয়োজনীয় নথিপত্র, আবেদনের ফি এবং কোর্স ফি সহ আবেদনপত্র যে কোনও কাজের দিন সকাল ১১টা থেকে দুপুর ২টোর মধ্যে জমা দিতে হবে এই ঠিকানায় : The Office of the Centre for Continuing and Adult Education, DDE Building, Vidyasagar University, Pin– 721 102.

আবেদন পত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ৬ এপ্রিল। খুঁটিনাটি তথ্যের জন্য দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট। প্রয়োজনে যোগাযোগ করতে পারেন এই নম্বরে : ৮৩৭৩৮৬১৭০৭।

দক্ষিণ ২৪ পরগনায় আশাকর্মী

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১৮জন আশা (অ্যাক্রেডিটেড সোশ্যাল হেলথ অ্যাক্টিভিস্ট) কর্মী নেবে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের অফিস। নিয়োগ হবে জেলার আলিপুর সদর, বারুইপুর ও ক্যানিং ব্লকের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রে। শুধু বিবাহিত, আইনগতভাবে বিবাহবিভিন্ন এবং বিধবা মহিলারাই দরখাস্ত করতে পারবেন। প্রার্থীকে অবশ্যই সংশ্লিষ্ট গ্রাম বা স্থানের স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে। এই নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি নম্বর : CMOH(SPG)/2156.

শিক্ষাগত যোগ্যতা : মাধ্যমিক বা সমতুল। মাধ্যমিকে অনুত্তীর্ণ প্রার্থীরাও আবেদন করতে পারেন। তবে সেক্ষেত্রে মাধ্যমিকে প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতেই প্রার্থীর যোগ্যতা বিবেচিত হবে। কোনও স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যা বা লিঙ্ক ওয়ার্কার হলে বা ধাইয়ের কাজে প্রশিক্ষণ থাকলে অগ্রাধিকার পাওয়া যাবে।

বয়স : ১–১–২০২০ তারিখে ৩০ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে হতে হবে। তফসিলিদের ক্ষেত্রে ২২ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে বয়স থাকলে আবেদন করা যাবে।

মেধার ভিত্তিতে বাছাই করা প্রার্থীদের নির্বাচিত করা হবে ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে।

দরখাস্ত করতে হবে নির্দিষ্ট বয়ানে। দরখাস্তের বয়ান ডাউনলোড করে নেবেন এই ওয়েবসাইট থেকে : www.s24pgs.gov.in দরখাস্ত পূরণ করবেন যথাযথভাবে।

পূরণ করা দরখাস্তের সঙ্গে দেবেন

* প্রার্থীর ২ কপি রঙিন পাসপোর্ট মাপের স্বপ্রত্যয়িত ফটো। এর মধ্যে ১টি ফটো দরখাস্তের নির্দিষ্ট স্থানে সেঁটে দেবেন।
* বয়সের প্রমাণপত্র হিসেবে জন্ম শংসাপত্র বা মাধ্যমিকের অ্যাডমিট কার্ডের স্বপ্রত্যয়িত নকল।
* শিক্ষাগত যোগ্যতার যাবতীয় নথিপত্রের স্বপ্রত্যয়িত নকল।
* প্রার্থীর স্থায়ী বাসিন্দা হওয়ার প্রমাণপত্র হিসেবে ভোটার কার্ড বা রেশন কার্ডের স্বপ্রত্যয়িত নকল।
* বিবাহিত মহিলাদের ক্ষেত্রে ম্যারেজ সার্টিফিকেট, বিবাহবিচ্ছিন্নদের ক্ষেত্রে ডিভোর্স ডিক্রি এবং বিধবাদের ক্ষেত্রে স্বামীর ডেথ সার্টিফিকেটের স্বপ্রত্যয়িত নকল।
* স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যপত্র বা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ধাই এবং লিংক ওয়ার্কার হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতার সার্টিফিকেটের স্বপ্রত্যয়িত নকল।
* কাস্ট এবং ও বি সি সার্টিফিকেটের স্বপ্রত্যয়িত নকল (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।
* সাম্প্রতিক ভোটার তালিকার বর্তমান অংশ ও ক্রমিক নম্বরের স্বপ্রত্যয়িত নকল।
* প্রার্থীর নাম–ঠিকানা লেখা ও ৫ টাকার ডাকটিকিট সাঁটানো একটি খাম।

প্রয়োজনীয় নথিপত্র সহ দরখাস্ত ৩১ মার্চের মধ্যে স্পিড পোস্ট বা রেজিস্টার্ড পোস্টের মাধ্যমে পৌঁছতে হবে এই ঠিকানায় : বাসন্তী, পিন– ৭৪৩৩১২, জেলা – দক্ষিণ ২৪ পরগনা।

খুঁটিনাটি তথ্যের জন্য দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট।

আলিপুর বার্তার সার্কুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে
৯৮৭৪০১৭৭১৬

কলকাতায় অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতায় টালিগঞ্জ, ভবানীপুর, এন্টালি, বাগবাজার এবং গার্ডেনরিচ সুসংহত শিশুবিকাশ সেবা প্রকল্পে কিছু অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকা নেওয়া হবে। কেবল মহিলা প্রার্থীরা আবেদন করবেন।

প্রসঙ্গত, রাজ্যে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী পদের ক্ষেত্রে মাধ্যমিক ও সহায়িকা পদের ক্ষেত্রে অষ্টম শ্রেণি উত্তীর্ণরা আবেদন করতে পারেন।

দরখাস্ত করতে হবে নির্দিষ্ট বয়ানে। দরখাস্তের পদ্ধতি সহ অন্যান্য তথ্যের জন্য যোগাযোগ করতে হবে সংশ্লিষ্ট সুসংহত শিশুবিকাশ সেবা প্রকল্প আধিকারিকের অফিসে। দরখাস্তের শেষ তারিখ ২৭ এপ্রিল।

ঠিকানা : (১) গার্ডেনরিচ : জেড/১এ/৪৩২, জেলিয়াপাড়া রোড, কলকাতা–৭০০ ০৪৪। (২) বাগবাজার : ১২/১২এ, বলরাম ঘোষ স্ট্রিট, কলকাতা–৭০০ ০৪০। (৩) টালিগঞ্জ : ৪০, চণ্ডী ঘোষ রোড, কলকাতা– ৭০০ ০৪০। (৪) ভবানীপুর ও এন্টালি : ৫বি, মহারানী স্বর্ণময়ী রোড, কলকাতা–৭০০ ০০৯।

আতস কাঁচে

আগ্নেয়াস্ত্র সহ ধৃত ৪

নিজস্ব প্রতিনিধি : আবার বড় সড় সাফল্য পেলো বারুইপুর পুলিশ জেলার পুলিশ ও বারুইপুর স্পেশাল অপারেশন গ্রুপের পুলিশ। বিপুল পরিমাণ আগ্নেয়াস্ত্র সহ ৪ ডাকাত কে ডাকাতির আগেই পাকড়াও করল বারুইপুর পুলিশ জেলার পুলিশ। উল্লেখ্য আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধারের ঘটনায় ধারাবাহিক ভাবে সাফল্য অর্জন করে চলেছে বারুইপুর পুলিশ জেলার পুলিশ। সোমবার সন্ধ্যা অভিযান চালিয়ে আবারও বড়সড় সাফল্য পেল। এদিন সন্ধ্যায় গোপন সুত্রে খবর পেয়ে বারুইপুর পুলিশ জেলার স্পেশাল অপারেশান গ্রুপ ও বারুইপুর থানার এসআই জয়দেব দাসের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী হানা দেয় শিয়ালদহ দক্ষিণ শাখার কৃষ্ণ মোহন রেলগেটের কাছে। ডাকাতির উদ্দেশ্যে জড়ো হওয়া চার ডাকাত কে আগ্নেয়াস্ত্র সহ ধরে ফেল।অন্যদিকে পুলিশ আসছে দেখে সতর্ক হয়ে আরো দুই ডাকাত ঘটনাস্থল থেকে বাইক চড়ে পালিয়ে যায়।

ধৃত ডাকাতরা হল সঈদ আলি ঘরামী,আব্দুল হামিদ মন্ডল, দিলীপ সরদার, সাইফুল সেখ। ধৃত ডাকাদের বাড়ি ক্যানিংয়ের হাটপুকুরিয়া ও বারুইপুরের নবগ্রাম ও বৃন্দাখালি এলাকা। অভিযান চালিয়ে ধৃত ডাকাতদের কাছথেকে ৭ টি তাজা কার্তুজ, দুটি মোটর বাইক, ৪ টি মোবাইল ফোন, ৩ টি ছোট বন্দুক ও নগদ ৭৮৬০ টাকা। পাশাপাশি ধৃত ডাকাতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে তদন্ত শুরু করেছে বারুইপুর পুলিশ জেলার দুঁদে পুলিশ অফিসাররা।

পরীক্ষা দিল হাসপাতালে

নিজস্ব প্রতিনিধি : এক উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থী পরীক্ষা চলাকালীন হঠাই অসুস্থ হয়ে পড়ে। পরীক্ষা কেন্দ্রের দায়িত্বে থাকা শিক্ষক-শিক্ষিকা সহ নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা পুলিশ কর্মীরা তৎপরতার সাথে তড়িঘড়ি এই ছাত্রীকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যায়। চিকিৎসকদের চেষ্টায় কিছুক্ষণ পর সুস্থতাবোধ করলে এই ছাত্রীকে হাসপাতালে বসেই পরীক্ষার দেয়। এমন ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ঘুটিয়ারী শরীফ হরিহর মহাবিদ্যালয়ে। স্থানীয় সুত্রে জানা গেছে বুধবার উচ্চমাধ্যমিকের ইতিহাস পরীক্ষা ছিল। দাঁড়িয়া জে এল এন হাই স্কুলের ছাত্রী নিয়াজবানু পুরকাইত। তার উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার সিট পড়েছিল ঘুটিয়ারী শরীফের হরিহর মহাবিদ্যালয়ে।এদিন যথারীতি সে পরীক্ষা দিতে গিয়েছিল। পরীক্ষা চলাকালীন হঠাৎই অসুস্থ হয়ে পড়ে। পুলিশ কর্মীরা ও শিক্ষক শিক্ষিকারা এই ছাত্রীকে উদ্ধার করে ঘুটিয়ারী শরীফ গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যায় চিকিৎসার জন্য। চিকিৎসার বেশ কিছুক্ষণ পর সুস্থ হওয়ায় পরীক্ষা দেওয়ার আবেদন জানালে তাকে হাসপাতালে বাকি পরীক্ষার দেওয়ার বন্দোবস্ত করেন শিক্ষা দপ্তরের ঘুটিয়ারী শরীফ সার্কেলের এস আই পিযুশ পড়ুয়া এবং ঘুটিয়ারী শরীফ ফাঁড়ির পুলিশ ।

অসহায় দুঃস্থ আর্তদের সেবায় যুবকরা

সুভাষ চন্দ্র দাশ, ক্যানিং : হতদরিদ্র ফুটপাতবাসী আর্তদের সেবায় রাতের অন্ধকারে পথে নামলেন জনাকয়েক যুবক। মঙ্গলবার রাতে ক্যানিংয়ে, রমেন মন্ডল, অসিত মন্ডল, সঞ্জয় নায়েক'রা রীতিমতো বাড়ি থেকে ভাত, মাংস, ডাল, আলুর চিপস তৈরি করে এনে দরিদ্র আর্তদের সেবায় মাতলেন ক্যানিং ষ্টেশন। এদিন রাতে ষ্টেশন চত্বরে প্রায় জনা পনেরো দরিদ্র ফুটপাথবাসী অসহায় বৃদ্ধ বৃদ্ধাদের কে সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে দেন। পাশাপাশি

তাদের তাদের হাতে রাতের খাবার তুলে দেন।

কেন রাতে এমন কর্মসূচি জিজ্ঞাসা করতেই রমেন মন্ডল বলেন, জীবে প্রেম করে যেইজন, সেইজন সেবিছে ঈশ্বর রাতের। স্বামী বিবেকানন্দের এই অমূল্য মহানবানীতে আমরা আদর্শিত। ফলে প্রকৃত দরিদ্র মানষের সেবার জন্য আমরা রাতের অন্ধকারে ষ্টেশন চত্বরের ফুটপাথে থাকা মানুষজনদের কে রাতের সামান্য আহার তুলে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছি।

আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে অতিরিক্ত যাত্রী নিয়ে সুন্দরবনে চলাচল করছে যানবাহন

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সড়ক পথ গুলিতে অতিরিক্ত যাত্রী নিয়ে ভিড়ে ঠেসে বাদুড় ঝোলার মতো ঝুলে আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে চলাচল করছে বিভিন্ন ধরনের যানবাহন। উল্লেখ্য যেখানে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বার বার করোনা ভাইরাস নিয়ে সতর্কতা করে বলেছেন ভিড় এড়িয়ে চলুন। সেখানে সুন্দরবনের চিত্রটা একেবারে অন্যরবকম। ক্যানিং, বারুইপুর, গদখালি, চুনখালি, ঝড়খালি, ধামাখালি,হোড়োভাঙা, সাতমুখী, গোলাবাড়ি, সরবেড়িয়া সহ বিভিন্ন সড়ক পথগুলিতে বাস,ম্যাজিক গাড়ি, ট্রেকার, অটো, টোটো এমন কি মোটর চালিত ইঞ্জিন ভ্যান গুলি অতিরিক্ত যাত্রী নিয়ে চলাচল করছে করোনা

ভাইরাস কে উপেক্ষা করে। আর এই সব পুলিশ প্রশাসন, বিধায়ক,নেতা মন্ত্রী জেনে শুনে নীরব দর্শক হয়ে বসে রয়েছেন। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বার বার প্রেস মিট করে সতর্কবার্তা দিচ্ছেন করোনা ভাইরাস নিয়ে কি কি করা উচিত, আর কি কি করা উচিত নয়। সেখানে চিত্রটা সম্পূর্ণ উল্টো। সাধারণ মানুষজন এখনও পর্যন্ত সচেতন নয় করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় কি কি করণীয়। বিশ্বজুড়ে আতঙ্ক তৈরি হয়েছে করোনা ভাইরাস নিয়ে। ভারতে এখনও পর্যন্ত ২ জনের মৃত্যু হয়েছে। পাশাপাশি আক্রান্তের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। সাথে সাথে ভিড় এড়ানোর জন্য চিড়িয়াখানা, জাদুঘর,স্কুল,কলেজ অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ রাখার সরকারি নির্দেশ জারি হয়েছে। সেই তুলনায় সমগ্র সুন্দরবন এলাকার বাস্তব চিত্রনাট্য একেবারেই ভিন্ন। এই পরিস্থিতিতে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে নাগরিকদের উদ্দেশে সতর্কবার্তা জারি করা হয়েছে। সুস্থ থাকতে কী করা উচিত আর কী করা উচিত নয়, সে বিষয়ে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

আগ্নেয়াস্ত্র সহ গ্রেফতার এক ব্যক্তি

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগর : গত দেড় বছর আগে জয়নগর থানা ভেঙে নিমপীঠে বকুলতলা থানা তৈরি হয়েছে। আর এই নতুন থানা গঠন হবার পর থেকে ধারাবাহিক ভাবে অস্ত্র সহ কুখ্যাত দুষ্কৃতী দল ধরা পড়ছে পুলিশের হাতে। বারুইপুর পুলিশ জেলার বকুলতলা থানার উদ্যোগে আবার আগ্নেয়াস্ত্র সহ ধৃত এক অপরাধী। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে মঙ্গলবার রাতে বকুলতলা থানার মায়াহাউড়ি সরদার পাড়া থেকে উদ্ধার হল কার্তুজসহ

দুটি আগ্নেয়াস্ত্র, ধৃত এক। ধৃত ব্যক্তি হলেন সমীর সরদার(৩১)। বাড়ি বকুলতলা থানার মায়াহাউড়ি সরদার পাড়া। পুলিশ সূত্রে জানা গেল, এই থানা এলাকার বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে

ছিটিয়ে অস্ত্র ব্যবসা করত দুষ্কৃতীরা। ধৃত সমীর তাঁর বাড়িতে পাড়া প্রতিবেশীদের অজান্তে অস্ত্র কেনা বেচা করত বহুদিন ধরে। পুলিশের কাছে একটি সূত্র মারফত এই খবরটা আসে। তৎক্ষণাৎ পুলিশ দেরি না করে সমীরের বাড়ি ঘিরে ফেলে বিশেষ অভিযান চালায়। আর তাতেই সমীর অস্ত্র সহ পুলিশের হাতে ধরা পড়ে যায়। ধৃতের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে দুটি ওয়ান শাটার বন্দুক ও বেশ কিছু কার্তুজ। ধৃতকে নিজেদের হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে পুলিশ। ধৃতের বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনের ২৫/২৭ ধারাতে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেল। ধৃতকে বুধবার বারুইপুর আদালতে তোলা হয়।

মাস্কের আকাল, ১০ এর মাল ৫০ টাকায় বিকোচ্ছে

নিজস্ব প্রতিনিধি : করোনা আর করোনা নিয়ে সমগ্র বিশ্ব ব্যতিব্যস্ত।প্রাথমিক ভাবেই করোনা ভাইরাসের হাত থেকে সাধারণ মানুষ নিজে কে মুক্ত রাখার জন্য ছুটছেন মাস্ক আর স্যানিটাইজারের জন্য। ইতিমধ্যে বাজারে বিপুল পরিমানে মাস্ক ও স্যানিটাইজারের চাহিদা তুঙ্গে। সাধারণ মানুষজন কে করোনা ভাইরাস আতঙ্ক কাটাতে ইতিমধ্যে উঠে পড়ে সচেতনতা করছেন বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ও স্বাস্থ্য দফতর। পাশাপাশি করোনা ভাইরাস কে ইতি মধ্যে মহামারী স্বীকৃতি দিয়েছে বিশ্বের বড় বড় রাষ্ট্রগুলি। এই ভাইরাস মহামারী আকার ধারণ করলে পৃথিবীর বুকে নেমে আসতে পারে মহাবিপর্যয়। ইতিমধ্যে দেশ বিদেশের মানুষজন নিজের এলাকা ছেড়ে কোথাও যেতে নারাজ। পাশাপাশি এই করোনা ভাইরাসের জন্য রাজ্যে তথা দেশের বিভিন্ন পুরসভা নির্বাচন গুলিও স্থগিত করার নির্দেশ জারি করেছে নির্বাচন কমিশন। অন্যদিকে স্কুল,কলেজ,আইন আদালত ও সব বন্ধ হয়ে গিয়েছে সরকারি নির্দেশ জারি হওয়ায়। এছাড়াও দেশবিদেশে বিভিন্ন পণ্য আমদানী রপ্তানি ও বন্ধ হওয়ার মুখে। এমন কি বিদেশে থেকে পরিবারের কেউ সুস্থ অবস্থায় ফিরে আসলেও পরিবারের সাথে থাকার জন্যও কঠিন লড়াইয়ের সম্মূখীন হতে হচ্ছে। আর এসবের মধ্যে বাজারে মাস্ক ও স্যানিটাইজারের ঘাটতি হওয়ায় সাধারণ মানুষের মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে। মাস্ক ও স্যানিটাইজার কেনার জন্য ক্যানিং মহকুমার বিভিন্ন দোকানে লাইন পড়লেও চাহিদা অনুযায়ী জোগান না থাকায় করোনা ভাইরাস নিয়ে আতঙ্কিত হতাশ সাধারণ মানুষজন।

কিছুদিন আগেই যে মাস্ক খোলা বাজারে দশ টাকা বিক্রি হচ্ছিল, সেই মাক্স করোনা ভাইরাসের সৌজন্যে ভিভিআইপি পদ লাভ করায় বর্তমানে পঞ্চাশ টাকায় বিকোচ্ছে এই মাস্ক!

সিকান্দার সাহানী, বলরাম দেবনাথ, বিজয় নস্কর, পিন্টু মন্ডল'দের দাবি, করোনা ভাইরাসের জন্য আতঙ্কিত হয়ে দোকানে গিয়েছিলাম মাস্ক কিনতে। সেখানে গিয়ে আর এক আতঙ্ক! দশ টাকার মাস্ক পঞ্চাশ টাকা দর হাঁকাচ্ছে। বাধ্য হয়েই রুমাল মুখে বেঁধে কাজকর্ম করছি।

সাধারণ মানুষজন আতঙ্কিত হয়ে পড়ে নিজেদের কে সুরক্ষিত রাখার জন্য বেশি দাম দিয়ে ও মাস্ক কিনতে রাজি। কিন্তু পঞ্চাশ টাকায়ও মাস্ক অমিল।

অন্যদিকে মাস্ক ব্যবহার নিয়ে মার্কিন বিজ্ঞানীদের দাবি, করোনা ভাইরাস নিয়ে মাস্ক ব্যবহার করার দরকার নেই। বরং মাস্ক ব্যবহারে এই ভাইরাসের সংক্রমিত হওয়ার ঝুঁকি বাড়তে পারে। অযথা আতঙ্কিত না হয়ে বরং একটু সচেতনতা অবলম্বন করলেই এই করোনা ভাইরাস তেমন ক্ষতি করতে পারবেনা। আর করোনা ভাইরাসে ইতি মধ্যে যারা মারা গেছেন,তাদের অধিকাংশ লোকজন আগে থেকেই ডায়াবেটিস,কিডনি সহ অন্যান্য জটিল রোগে আক্রান্ত ছিলেন এবং অবশ্যই বৃদ্ধ বৃদ্ধা। বরং সংক্রমিত ব্যক্তিদের মাস্ক পরা জরুরি। না হলে মাস্ক পরার প্রয়োজন নেই।

উত্তরের আঙিনায়

নিখোঁজ কিশোরী উদ্ধার, ধৃত অভিযুক্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি: কিশোরী নিখোঁজের ঘটনায় পুলিশের নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ তুলে থানায় বিক্ষোভ দেখানোর ২৪ ঘন্টার মধ্যে গ্রেফতার অভিযুক্ত যুবক। ঘটনাটি ঘটেছে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের নিউ জলপাইগুড়ি থানার অন্তর্গত ফুলবাড়িতে। স্থানীয় লক্ষণ মণ্ডলের অভিযোগ গত তেসরা মার্চ তার বোন লক্ষী মন্ডল, বয়স ১৫ বছর নিখোঁজ হয়ে যান। এরপর বিষয়টি নিয়ে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের নিউ জলপাইগুড়ি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন লক্ষণ বাবু। কিন্তু কিশোরীর পরিবারের অভিযোগ, নিউ জলপাইগুড়ি থানা তে নিখোঁজ সংক্রান্ত অভিযোগ জানানোর ১২ দিন কেটে গেলেও রবিবার পর্যন্ত লক্ষ্মী মন্ডলকে উদ্ধার করতে পারেনি পুলিশ।

বিষয়টি রাজনৈতিক রঙ নেয়। নিজের বোনকে ফিরে পেতে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের দ্বারস্থ হন অভিযোগকারী দাদা লক্ষ্মণ মণ্ডল। রবিবার দুপুরে নিখোঁজ কিশোরী লক্ষ্মী মন্ডলের নিখোঁজ সংক্রান্ত ঘটনায় নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ তদন্তে কতদূর এগিয়েছে তা জানতে এবং পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ তুলে থানার সামনে বিক্ষোভ দেখায় বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কর্মী সমর্থকরা। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের নেতা রাকেশ আগারওয়াল সহ অন্যান্যরা থানার সামনে বিক্ষোভ অব্যাহত রাখবেন বলে জানান যতক্ষণ না পর্যন্ত কিশোরীকে উদ্ধার করতে না পারবে পুলিশ। গোটা ঘটনায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায় নিউ জলপাইগুড়ি থানায়। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের নেতাদের এবং নিখোঁজ কিশোরীর পরিবারের লোকজনের অভিযোগ নিখোঁজ কিশোরীকে অপহরণ করেছে এলাকারই এক যুবক। বিষয়টিতে ভালোবাসার যুদ্ধের অভিযোগ তুলে সরব হন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের নেতারা।

ইতিমধ্যেই ভালোবাসার যুদ্ধের গল্পে সোশ্যাল মিডিয়া তোলপাড়। এবার এই অভিযোগ শিলিগুড়ি শহরের ফুলবাড়িতে। নিখোঁজ কিশোরীকে উদ্ধারের দাবির পাশাপাশি অভিযুক্ত যুবককে গ্রেপ্তারের দাবি তোলেন নিখোঁজ কিশোরীর পরিবারের লোকজন এবং বিশ্ব হিন্দু পরিষদের নেতারা। গতকাল এই ঘটনা নিয়ে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশের বক্তব্য নিখোঁজ সংক্রান্ত অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত চলছে। তবে স্থানীয় যুবকের সাথে কিশোরীর সম্পর্কের বিষয়ে পরিবারের তরফ থেকে লিখিত কোনো অভিযোগ জানানো হয়নি।

বিশ্ব হিন্দু পরিষদের বিক্ষোভ আন্দোলনের ২৪ ঘণ্টা কাটতে না কাটতেই নিউ জলপাইগুড়ি থানা পুলিশের হাতে গ্রেফতার অভিযুক্ত মনসুর আলী এবং উদ্ধার নিখোঁজ কিশোরী। দ্রুত মনসুদ আলীকে সোমবার জলপাইগুড়ি আদালতে পাঠানো হয়। অপরদিকে উদ্ধার হওয়া কিশোরীকে আইন মেনে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিয়ে জুভেনাইল আদালতের মাধ্যমে পরিবারের হাতে তুলে দেওয়ার চেষ্টা করছে পুলিশ।

করোনা আতঙ্কে ফাঁকা ট্রেজারি অফিস

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি : শিলিগুড়ির ট্রেজারি অফিসে করোনা আতঙ্কে একেবারেই ফাঁকা। বিশেষ কাজ ছাড়া একেবারেই কেউ আসছেন না। ভিতরে এবং বাইরে লোকজনের সংখ্যাও নগণ্য। করোনা আতঙ্কে বন্ধ হয়ে গেছে ভিতরের এবং বাইরের ক্যান্টিনও। সরকারি এবং বেসরকারি অফিসেও উপস্থিতিতির হার একেবারেই নেমে গেছে, শিলিগুড়ির কোর্ট চত্বরে লোকজনের হার একেবারেই নগণ্য। শিলিগুড়ি এবং দার্জিলিং-এর কোনও গাড়িই চলাচল করছে না।

বিজেপির কার্যালয় ভেঙে ফেলার অভিযোগ উঠল তৃণমূলের দিকে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কোচবিহার: বারংবার দিনহাটা মহকুমার ভারতীয় জনতা পার্টির দলীয় কার্যালয় ভেঙে ফেলার অভিযোগ উঠল তৃণমূল কংগ্রেসের দিকে। শনিবার রাতে দিনহাটা শহরের ভারতীয় জনতা পার্টির দলীয় কার্যালয় রাতের অন্ধকারে এক দল তৃণমূল দুষ্কৃতী ভেঙে যায় বলে অভিযোগ করেন বিজেপির জেলা সম্পাদক সুদেব কর্মকার। রবিবার এই অভিযোগের ভিত্তিতে তারা দিনহাটা থানায় ডেপুটেশন দেন। এই প্রসঙ্গে সুদেব বাবু বলেন, এর আগে প্রায় চারবার তাদের দলীয় কার্যালয় থেকে রাতের অন্ধকারে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা ভেঙে ফেলেছে। বারবার তাদের দলীয় কার্যালয় ভেঙে ফেলে তাদের দুর্বল করে দেওয়ার চেষ্টা করছে বলেও তিনি অভিযোগ করেন। তিনি জানান, কাপুরুষের মতো রাতের

অন্ধকারে দলীয় কার্যালয় না ভেঙে যদি সত্যি তৃণমূলের নেতৃত্বর ক্ষমতা থাকে তাদের দিনের বেলা তারা বিজেপির দলীয় কার্যালয় ভেঙে দেখান।

এই বিষয়গুলি কে সামনে রেখে তারা দিনহাটা থানায় ডেপুটেশন দিতে গেলে দিনহাটা থানার দায়িত্বপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসার তাদের সাথে দেখা করেননি বলেও তিনি অভিযোগ করেন। তিনি বলেন বারবার সুনির্দিষ্ট সময় নেওয়ার পরেও অভিযোগ দায়ের করার সময় তাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। সামনেই পুরসভা নির্বাচন তার আগে বারংবার বিজেপির দলীয় কার্যালয় কে ভেঙে বিজেপিকে দিনহাটা শহর থেকে মুছে ফেলা যাবে না বলেও তিনি জানান। রবিবার সকালে এই ঘটনা চাউর হতেই বিজেপির কর্মী-সমর্থকেরা ভিড় জমান তাদের দলীয় কার্যালয়ের সামনে। কিছুটা হলেও সৃষ্টি হয় উত্তেজনা।

এ প্রসঙ্গে দিনহাটার বিধায়ক উদয়ন গুহ বলেন, কে বা কারা বিজেপির দলীয় কার্যালয় ভেঙেছে তা তিনি জানেন না। তবে এর সাথে কোনভাবেই তৃণমূলের কর্মী সমর্থক বা নেতৃত্ব জড়িত নয়। পাশাপাশি তিনি এও বলেন, তৃণমূল কংগ্রেস চায় না যে কোনও অজুহাত দেখিয়ে পুরসভা নির্বাচনের পূর্বে বিজেপি ময়দান থেকে সরে যাক। বিজেপি যদি ময়দানে থাকে সেক্ষেত্রে তৃণমূল কর্মীরা আরো বেশি সক্রিয় হবে।

এই ঘটনার জেরে পুরসভা নির্বাচনের আগে স্বভাবতই সরগরম দিনহাটা পুরসভা এলাকা।

ন্যায্যমূল্যে মাস্ক বিক্রির নির্দেশ প্রশাসনের

কিংশুক দত্ত, কোচবিহার: মাস্কের কালোবাজারি রুখতে সোমবার সন্ধ্যায় কোচবিহার শহরে অভিযান চালালো কোচবিহার সদর মহকুমা প্রশাসন। কোচবিহার সদর মহকুমা শাসক সঞ্জয় পাল এর নেতৃত্বে এদিন একটি দল শহরে অবস্থিত সমস্ত ওষুধের দোকানসহ ফুটপাত ব্যবসায়ীদের কাছে গিয়ে এদিন মাস্ক এর দাম জিজ্ঞাসাবাদ করার পাশাপাশি সেগুলোকে সঠিক দামে বিক্রি করার নির্দেশ দেওয়া হয় । শুধু তাই-ই নয়, শহরের কোনও বাজারে চিন দেশের মাছ বিক্রি হচ্ছে কিনা সেই বিষয়ে লক্ষ্য করা হয় এদিন। সদর মহকুমা সঞ্জয় পাল জানান, মাস্ক চড়া দামে বিক্রি করে কোনভাবেই যাতে কালোবাজারির না করা হয়, সে বিষয়ে লক্ষ্য রেখেই অভিযান চালানো হয়েছে এদিন। পাশাপাশি বেলুড় মঠ সহ বিভিন্ন তীর্থস্থান যেভাবে বন্ধ হয়ে গিয়েছে করোনা ভাইরাস আতঙ্কের কারণে। একইভাবে কোচবিহারের ঐতিহ্যবাহী মদনমোহন মন্দির বন্ধ করে দেওয়া হবে কিনা সে বিষয়ে কোচবিহার দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ডের বৈঠকে আলোচনার পর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে বলেও এদিন জেলার মহকুমা শাসক।

বাঘাযতীন কলোনীতে অগ্নিকাণ্ডে চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি : শিলিগুড়ির বাঘাযতীন কলোনীর কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্লাবের কাছে রবিবার রাতে একটি বাড়িতে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়ায়। ঘটনার খবর দমকলে দেওয়া হলে ঘটনাস্থলে দমকলের একটি ইঞ্জিন এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। দমকলের প্রাথমিক অনুমান শর্ট সার্কিট থেকেই লাগতে পারে এই আগুন। তবে আগুন লাগার প্রকৃত কারণ খতিয়ে দেখছে দমকল বিভাগ।

চলছে স্ক্রিনিং টেস্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি, কোচবিহার: শুক্রবার থেকেই বিদেশী এবং পর্যটকদের ভিসা বাতিল করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট দপ্তর সূত্রেই জানা গিয়েছে, শুক্রবার সন্ধ্যা থেকে এই চেকপোস্ট দিয়েও বিদেশের কোনও যাত্রী কিংবা পর্যটক নতুনভাবে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে যাতায়াত করতে পারবেন না। ইমিগ্রেশন চেকপোস্টে পর্যটকদের ভিড় নেই বললেও চলে। এই অবস্থায় সংশ্লিষ্ট এলাকার বেশিরভাগ ব্যবসায়ী তারা দোকান বন্ধ করে দিয়েছেন। ভারত থেকে বাংলাদেশে যাওয়া বাংলাদেশি নাগরিক এবং বাংলাদেশ থেকে আসা ভারতীয় নাগরিকদের স্ক্রিনিঙ টেস্ট করছে স্বাস্থ্য দপ্তরের আধিকারিকরা এই বিষয়ে চ্যাংরাবান্ধা মুদ্রা বিনিময় কেন্দ্রের সম্পাদক বিশ্বজিত সাহা জানান আতঙ্কে কারণে তাদের ব্যবসায় কমে গেছে, তবুও থাকতে হচ্ছে অন্যান্য পরিষে বা দেওয়ার জন্য ।

নার্সিং হোমে তৈরি হচ্ছে আইসোলেশন ওয়ার্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি, কোচবিহার : কোচবিহার বাইশগুড়ি এলাকায় অবস্থিত একটি বন্ধ হয়ে যাওয়া বেসরকারি নার্সিং হোমে করোনা ভাইরাস নিয়ে আইসোলেশন ওয়ার্ড এবং কন্ট্রোল রুম তৈরি করল কোচবিহার জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর । ইতিমধ্যেই কোচবিহার জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে ওই নার্সিংহোমে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে সেখানে নতুন বেড লাগানো হয়েছে । কোচবিহার জেলায় কোনও রকম করোনা সন্দেহে বা রোগী পাওয়া গেলে তাদের প্রথমে এই নার্সিংহোমে নিয়ে আসা হবে সেখানেই তাদের পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর পরবর্তীতে তাদের কোচবিহার সরকারি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হবে বলে স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে খবর । জানা গিয়েছে এখন সেখানে ৩০টি বেডের ব্যবস্থা করা হয়েছে। পরবর্তীতে সেই বেডের সংখ্যা আরো বাড়ানো হবে । পাশাপাশি থাকছে আলাদা করে কেবিনের ব্যবস্থা । রাজ্যের সাথে সাথে কোচবিহার জেলাতেও করোনা নিয়ে কোনোরকম ঝুঁকি নিতে চাইছে না জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর । তাই দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ থাকা নিউ কোচবিহারে অবস্থিত এই নার্সিংহোমে আইসোলেশন ওয়ার্ড তৈরি করে ফেললেন জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর । বর্তমানে সেখানে সমস্ত কিছু সাজানো-গোছানো কাজ প্রায় শেষ হয়ে গিয়েছে । সেখানে থাকবে স্বাস্থ্যকর্মীরাও বলে খবর ।

হদিশ মিলল মাধ্যমিকের ইংরেজি উত্তরপত্রের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কোচবিহার: অবশেষে হদিশ মিলল তুফানগঞ্জ থেকে হারিয়ে যাওয়া মাধ্যমিকের ইংরেজি উত্তরপত্রের। শুক্রবার এই উত্তরপত্রগুলি

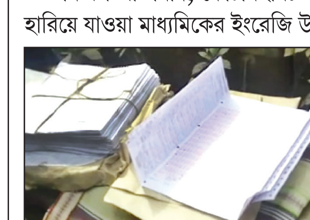

হারিয়ে যায়। রবিবার দেওচড়াইয়ের বাসিন্দা বাপ্পা সেন উত্তরপত্রগুলি খুঁজে পান। তিনি ব্যাগসহ উত্তরপত্র তুফানগঞ্জ থানার পুলিশের হাতে তুলে দেন। উত্তরপত্রের খোঁজ মেলায় স্বস্তিতে এই উত্তরপত্র হারিয়ে ফেলা শিক্ষক উৎপল দাম। স্বস্তি ফিরেছে শিক্ষা দপ্তরেও। কোচবিহারের দেওচড়াই হাইস্কুলের শিক্ষক উৎপল দাম এর কাছে মাধ্যমিকের ইংরেজির ৭৩টি উত্তরপত্র ছিল। তিনি উত্তরপত্রগুলি দেখার পর মোটরবাইকে দিনহাটায় প্রধান পরীক্ষকের কাছে জমা দিতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু পথে বাইক থেকে উত্তরপত্রগুলি পড়ে যায়। এরপর থেকে সেগুলির আর খোঁজ মিলছিল না। প্রথমে উপলবাবু নিজে খোঁজাখুঁজি করেও উত্তরপত্রগুলির সন্ধান না পাওয়ায় পুলিশে খবর দেওয়া হয়। পুলিশ তদন্ত শুরু করলেও প্রথমে উত্তরপত্রের খোঁজ মেলেনি। শেষ পর্যন্ত শনিবার দেওচড়াই এলাকায় পুলিশ মাইকিং করে উত্তরপত্রগুলি পেলে ফিরিয়ে দেওয়ার আবেদন জানায়। সেই সূত্রেই উত্তরপত্রের খোঁজ মেলে। শিক্ষক উৎপল দাম বলেন, উত্তরপত্রগুলি হারানোর পর খুবই চিন্তা হচ্ছিল। অবশেষে ফিরে পাওয়ার পর স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন তিনি।' বাপ্পা সেনের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছে শিক্ষকমহল ও পুলিশ।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৪ বর্ষ, ২৩ সংখ্যা, ২১ মার্চ – ২৭ মার্চ, ২০২০

বাকি নির্ভয়ারা এবার বিচার পাক

অবশেষে নির্ভয়া কাণ্ডের বিচার ব্যবস্থার যাবতীয় অধ্যায় শেষ হলো। সাত বছরেরও বেশি সময় পর কুখ্যাত চার আসামীর ফাঁসি হলো। করোনা কাঁপন সত্ত্বেও তিহার জেলের বাইরে ফাঁসির সময় অর্থাৎ ভোর রাত থেকেই দিল্লির বহু মানুষ সমবেত হয়েছিল। তাদের উচ্ছাস আপাত দৃষ্টিতে বেমানান মনে হলেও বাস্তবে ছিল এক দীর্ঘ সমবেত প্রতিবাদের ইতিহাস। নির্ভয়া ওরফে জ্যোতির প্রতি যে নিষ্ঠুরতা আসামীরা দেখিয়েছিল তা অবশ্যই বিরল। মানবাধিকার রক্ষায় সচেষ্ট কয়েকজন প্রতিবাদী মানুষ ফাঁসির নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে আইন বন্ধের দাবিতে প্রতিবাদ জানায় ফাঁসি কার্যকরের কয়েক ঘন্টা আগেও। ওই আসামীদের যেমন রক্ষার জন্য মানবাধিকারের দাবি তোলা হচ্ছে পাশাপাশি মনে রাখা দরকার জ্যোতিরও যেমন স্বপ্ন ছিল তেমনই মানবাধিকারও ছিল।

বহু স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান, দলমত নির্বিশেষে বহু ব্যক্তি নির্ভয়ার বাবা ও মায়ের পাশে দাঁড়িয়েছিল। সারা দেশ সেদিন উত্তাল হয়েছিল ওই নৃশংসতার বিরুদ্ধে। লোকসভায় মুখর হয়েছিলেন প্রয়াত সুষমা স্বরাজজী। দেশের আইন ব্যবস্থার কিছুটা হলেও নির্ভয়া কাণ্ডর প্রক্ষিতে পরিবর্তিত হয়েছিল। যে মহিলা আইনজীবী নির্ভয়া কাণ্ডের দায়িত্ব নিয়ে এগিয়ে গিয়েছিলেন তাঁকে দেশবাসী মনে রাখবে অনেকদিন। অন্যদিকে চার আসামীর পক্ষে যে আইনজীবী ছিলেন তার ধিক্কার বর্ষণ করেছে বহু মানুষ। পেশাগত দিকের উর্দ্ধেও অবশেষে প্রকৃত মানবাধিকার জয়লাভ করল। হয়তো আগামী দিনে নারী সুরক্ষার অন্যতম দিবস হয়ে থাকবে এই ২০ মার্চ।

নির্ভয়া কাণ্ডের মতো আরও অনেক ঘটনা এখনও বিচারাধীন। বিশেষ করে কামদুনির সেই নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড দেশবাসীর স্মৃতিতে এখনও রয়ে গেছে। মাঝে মধ্যেই নারী নির্যাতনের ও নিষ্ঠুর হত্যার সংবাদ গণমাধ্যমে এলেও আসামীরা আইনের বেড়াজালে বহু ক্ষেত্রেই দিব্যি বহল তবিয়াতে ঘুরে বেড়ায়। এটা আমাদের দেশের লজ্জা। হয়তো গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে চিন বা আরব দেশের মতো বিচার ব্যবস্থা নয় কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে নারী ঘটিত অপরাধ দেশের সমাজব্যবস্থাকে বিদ্রূপ করে।

বহু ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে রাজনৈতিক দল, গোষ্ঠী কিংবা ধর্মকে অজুহাত করে অভিযুক্তরা পার পেয়ে যায়। নির্যাতিতাদের পরিবার আত্মীয় স্বজন সামাজিক সুরক্ষার অভাবে প্রতিবাদী হয়ে উঠতে পারেন না। দেশের মহিলা কমিশন, পসকো আইন প্রভৃতি থাকলেও অপরাধীরা বিচার ব্যবস্থার দীর্ঘসূত্রিতার কারণে অপরাধের বীজ ছড়াতে সুযোগ পান।

এক সময় কলকাতা মহানগরী চাঞ্চল্যকর সুরূপা গুহ–দেবযানী বণিক হত্যা কাণ্ডে শিউরে উঠেছিল। সাময়িক ফাঁসিতে অপরাধ সামান্য কমলেও থেমে থাকেনি। অতি সম্প্রতি তেলেঙ্গানায় প্রিয়াঙ্কা রেড্ডি হত্যাকাণ্ডে অভিযুক্তরা পুলিশি এনকাউন্টারে নিহত হন। সামান্য বিতর্ক সৃষ্টি হলেও মানুষ সেদিন মনে করেছিল খুনিদের এভাবেই শাস্তি হওয়া উচিত। গণতন্ত্রের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য যাতে দেশের মানুষ এমন ভাবনায় ভাবিত না হন তা দেখার দায়িত্ব অবশ্যই নির্বাচিত প্রশাসন এবং সরকারের।

শ্রীঈশোপনিষদ

তাৎপর্য

কুকর–বেড়ালেরা অন্য প্রাণী হত্যা করে আহার করতে পারে এবং তার ফলে তাদের কোনও পাপ হয় না, কিন্তু কোনও মানুষ যখন তার অদম্য রসনা তৃপ্তির জন্য কোন পশুকে হত্যা করে, তখন প্রকৃতির নিয়ম ভঙ্গ করার জন্য তাকে সেই পাপের ভাগী হতে হয়। পরিণামে তাকে সেই জন্য দণ্ডভোগ করতে হয়।

মানব–জীবনের বিধি–নিয়ম পশুদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। একটি বাঘ চাল, গম খায় না অথবা গরুর দুধ পান করে না, কারণ তার আহার হচ্ছে পশুর মাংস। বহু পশু–পক্ষী রয়েছে যারা হয় মাংসাশী, নয় নিরামিষাশী। কিন্তু তারা কেউই ভগবানের ইচ্ছার অধীন প্রকৃতির নিয়ম লঙ্ঘন করে না। পশু, পক্ষী, সরীসৃপ এবং অন্যান্য সমস্ত নিম্ন স্তরের প্রাণীরা অবিচলিতভাবে প্রকৃতির নিয়ম মেনে চলে; তাই তাদের ক্ষেত্রে কোন রকম পাপের প্রশ্ন ওঠে না, আবার বৈদিক নির্দেশগুলিও তাদের জন্য নয়। কেবল মনুষ্য–জীবনই হচ্ছে দায়িত্ব সম্পন্ন জীবন।

কেবল নিরামিষাশী হলেই যে প্রকৃতির নিয়মগুলির লঙ্ঘন পরিহার করা হয়, তা মনে করা ভুল। গাছেরও প্রাণ রয়েছে। প্রকৃতির নিয়ম হচ্ছে, একটি জীব আর একটি জীবের আহার। সুতরাং নিষ্ঠাবান নিরামিষাশী হওয়ার জন্য গর্ব করা উচিত নয়; আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানকে জানা। ভগবানকে জানার মতো উন্নত বুদ্ধিমত্তা পশুদের নেই, কিন্তু বৈদিক শাস্ত্রের শিক্ষা গ্রহণ করার মাধ্যমে এবং প্রকৃতির নিয়ম কিভাবে কার্য করে তা জেনে, এই জ্ঞানের যথার্থ সদ্ব্যবহার করার উপযুক্ত বুদ্ধি মানুষের রয়েছে। মানুষ যদি বৈদিক শাস্ত্রের নির্দেশ অবহেলা করে, তা হলে তার জীবন অত্যন্ত বিপদসঙ্কুল হয়ে পড়ে। তাই মানুষের কর্তব্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের প্রভুত্ব হৃদয়ঙ্গম করা। তার কর্তব্য হচ্ছে ভগবানের ভক্ত হওয়া, সব কিছু ভগবানের সেবায় উৎসর্গ কররা এবং ভগবানকে নিবেদিত প্রসাদই কেবল গ্রহণ করা। তার ফলে তিনি তার কর্তব্য যথাযথভাবে সম্পাদন করতে পারেন। ভগবদ্গীতায় ভগবান সরাসরিভাবে বলেছেন যে, তিনি কেবল শুদ্ধ ভক্তের প্রদত্ত নিরামিষ আহারই গ্রহণ করেন (ভগবদ্গীতা ??)। তাই মানুষকে কেবল নিষ্ঠাবান নিরামিষাশী হলেই চলবে না, তাকে ভগবানের ভক্ত হতে হবে এবং তার সমস্ত আহার্য ভগবানকে নিবেদন করতে হবে। তারপর কেবল ভগবানের প্রসাদরূপে অথবা ভগবানের ???রূপে তা গ্রহণ করতে হবে। যে ভক্ত এভাবেই সচেতন হয়ে আচরণ করেন, তিনিই যথাযথভাবে মানব–জীবনের কর্তব্য সম্পাদন করছেন। যে ?? মানুষ ভগবানকে নিবেদন না করে আহার করে, তারা প্রকৃতপক্ষে ?? ভক্ষণ করছে এবং পরিণামে এই পাপের ফলস্বরূপ তাদেরী ??? দুঃখকষ্ট ভোগ করতে হবে। (ভগবদ্গীতা ৩/১৩)।

ফেসবুক বার্তা

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্কুল-কলেজ বন্ধ! বিদেশে বিভিন্ন অফিস, কলকারখানা, শপিং মল বন্ধ করে দিচ্ছে! IPL এর মতো বিশ্বের অনেক বড় বড় ইভেন্ট স্থগিত করা হচ্ছে। অনেক ইন্টারন্যাশনাল ফ্লাইট বাতিল করা হচ্ছে। কিন্তু হাসপাতালগুলি 24 ঘন্টাই খোলা থাকছে। ডাক্তারবাবু ও নার্সরা তাদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসা করছেন ২৪ ঘন্টা! আপনারাই হলেন Real হিরো! স্যালুট জানাই

এই সীমাহীন অশ্লীলতার দায় কার?

নির্মল গোস্বামী

রবীন্দ্রনাথের স্মৃতি বিজড়িত দুই প্রতিষ্ঠানের দুরকম ছবি দেখা গেল। করোনা ভাইরাসের ভয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের ফতোয়ায় বন্ধ হল বিশ্বভারতীতে দোল উৎসব। আর জোড়াসাঁকোর রবীন্দ্রভারতীতে দোল উৎসবে দেখা গেল মেয়েরা পিঠে চরম অশ্লীল শব্দ লিখে সমালোচনার কেন্দ্রবিন্দু হল। মূল বিষয়ে যাবার আগে একটা ভুল শোধরাতে চাই। সেটা হল যে টিভিতে ব্যাপক হারে প্রচারিত হল যে শান্তিনিকেতনে এই প্রথম দোল উৎসব বন্ধ হল। তথ্যটা ভুল। এর আগে আরও একবার শান্তিনিকেতনে দোল উৎসব বন্ধ ছিল। সম্ভবত সেটা ১৯৭৮–৭৯ হবে। এই প্রতিবেদক তার বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে ফিরে এসেছিল। উৎসব বন্ধের কারণ ছিল শান্তিনিকেতনে পড়তে আসা এক নিগ্রো ছাত্র কলা ভবনের এক ছাত্রীকে ধর্ষণ করে। তখনকার দিনে প্রচার মাধ্যমের অপ্রতুলতার জন্য এই খবর তেমনভাবে প্রচারিত হয় নি। কিন্তু উৎসব বন্ধ ছিল।

যাই হোক এবার মূল বিষয়ে আসা যাক। রবীন্দ্রভারতীতে উগ্র অশ্লীলতার প্রচার দেখে অনেকেরই হৃদ কম্প হয়েছে। রুচিশীল মানুষেরা চিন্তান্বিত। বাংলা সংস্কৃতির ধারক বাহক যাঁরা তাঁরা গভীরভাবে ব্যথিত এই ভেবে যে যিনি বাঙালিকে কাব্যে সাহিত্যে গল্পে প্রবন্ধে চিত্রে সৌন্দর্য্যবোধের পথ প্রদর্শক সেই বিশ্ব নাগরিক ঠাকুর কবির নামের সঙ্গে জড়িত প্রতিষ্ঠানে এহেন অধোগতি এই অপসংস্কৃতি দেখে চমকে উঠেছেন। অবশ্য বৈদ্যুতিক শক লাগারই কথা।

শক লাগা ভালো এই জন্য যে তাতে প্রমাণ হয় শরীরে প্রাণের অস্তিত্ব আজও আছে। কিন্তু যারা আজ সমালোচনায় খড়্গ হস্ত তাদের বিবেকের কাছে কিছু প্রশ্ন আছে। যারা অশ্লীল শব্দ লিখে দোল উৎসবে যোগ দিল তারা কি গ্রহান্তরের জীব? তারা কি বাংলার সাংস্কৃতিক–রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে লালিত পালিত নয়? তারা কি ওই সব তথাকথিত শিক্ষাঙ্গনের ছাত্র নয়। তাহলে হঠাৎ করে তারা এই রকম অপসংস্কৃতির চর্চার মনোবৃত্তির শিকার হল কি করে? গুণীজনেরা কি মনে করেন যে বাংলা সাংস্কৃতির মান ৭০–৮০–৯০ এর দশকে যেমন ছিল এখন ২০২০তে তাই আছে এর মধ্যে হঠাৎ করে কয়েকজন দুর্বিনীত ছাত্রছাত্রী অশ্লীল বার্তা পিঠে বয়ে হাজির হল উৎসব প্রাঙ্গণে উৎসবকে কলঙ্কিত করতে? তাহলে প্রশ্ন ওঠে তাতে ছাত্রদের লাভ? লাভ কিছুই নয়। এটা নেহাৎই মজা। এখন প্রশ্ন হল, মজার বিষয়ও বটে নির্বাচনটা এমন অচ্ছুত হল কেন? এর উত্তর পেতে গেলে সমাজ–সংস্কৃতির গতি প্রকৃতির চরিত্র নির্ধারণ করতে হচ্ছে সমাজবিজ্ঞানের নিরিখে। যুগে যুগে পরিবর্তনের ধারায় ন্যায়নীতির ধারণাও পাল্টে যায়। পাল্টে যায় সংস্কৃতি বোধ। আর এই পরিবর্তনটা হয় অর্থনীতি রাজনীতির ধারার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে। পাঠকদের বোঝার জন্য একটা উদাহরণ দিই। দ্বাপর যুগে দাতা কর্ণকে ছলনা করার জন্য নারায়ণ সাধুর বেশে এসে নর মাংস ভক্ষণের আর্জি জানাল। কর্ণ তখন নিজের ছেলেকে কেটে ব্রাহ্মণকে খাওয়াল। যেহেতু এটি ঈশ্বরের ছলনা তাই পরে দেখা গেল ছেলে খেলা শেষ করে ঘরে এলো। এতে কর্ণের দান শীলতার মহত্ব বাড়ল। এই গল্প থেকে এটা বোঝা যায় যে ছেলের উপর মা বাবার অধিকার ছিল। তাকে মেরে ফেললেও তা বে–আইনি কাজ বলে গণ্য হতো না। কিন্তু আজকে যুগে ছেলেকে যদি মা বাবা মারে তাহলে তা শিশু সুরক্ষা আইনে মা–বাবা অপরাধী বলে গণ্য হবে। এবং সমাজও এটাকে অপরাধ বলে মানে। এর থেকে আমরা বুঝতে পারি ন্যায়–অন্যায়ের ধারণা কেমন ভাবে পাল্টে যায়। এটা আশ্চর্য্যের যে সমকালের মানুষজন সহজে তা ধরতে পারে না।

ধীরে ধীরে সমাজ মননে সইয়ে সইয়ে পরিবর্তন আসে। এই যে পরিবর্তন হয় একে বলে পরিমাণগত পরিবর্তন। এই পরিমাণগত পরিবর্তন হতে হতে

এক সম গুণগত পরিবর্তন হয়ে যায়। জল গরম করলে একটু একটু করে তাপ গ্রহণ করতে করতে যখন তা ১০০০ তে যায় তখনই তা বাষ্প হতে শুরু করে। সেই পরিবর্তনটা আমরা দেখতে পাই।

ভারতে রেঁনেসা আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছিল এই বাংলায়। আবার স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রেক্ষিতে উচ্চ রাজনৈতিক আদর্শের প্রভাবে বাংলার সংস্কৃতি আরও উন্নত হল। তারপর শোষণ মুক্তির আন্দোলন আছড়ে পড়ল বাংলার বুকে। উন্নত বিপ্লবী রাজনীতির আদর্শ প্রভাবিত করল বাংলার সংস্কৃতি ও শিক্ষা জগৎকে। গণ সাহিত্য গণ নাটক গণ সঙ্গীতের মতো গণ চরিত্রের একটা উত্তরণ ঘটে ছিল সে যুগে। আর এই উত্তরণটা শুরু হয়েছিল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সমাজ থেকে। সমাজ পরিবর্তনকে আদর্শ করে বিপ্লবী চরিত্র গঠনে অনেকেই আত্মনিয়োগ করেছিল। সত্য আদর্শ আর নৈতিকতার সঙ্গে কোনও আপোষ নয়।

৩৪ বছর বাম শাসনে রাজনৈতিক স্থিরতা ছিল, কিন্তু সংস্কৃতি জগতের সরোবরে বহুপ্রকার কীটের জন্ম হয়। এই দীর্ঘকাল ক্ষমতা ধরে রাখতে বাম শাসকদের আপোষ করতে হয়েছে আদর্শের সঙ্গে, নৈতিকতার সঙ্গে। তার ছাপ ধীরে ধীরে পড়তে শুরু করল সমাজ জীবনে ছাত্র জীবনে। দিশাহীন ছাত্র সমাজ, যুদ্ধ সমাজ, শাসক দলের ধ্বজা বহেই জীবনের সার্থকতার পথ পেল। সেখানে না ছিল নীতি, না ছিল আদর্শ। দশ বছরের তৃণমূল রাজত্বে এই অবস্থা চরমে উঠল। বামেদের কু–অবশেষ গুলিকে দ্রুত আত্মস্থ করল তৃণমূলের নেতা কর্মীরা। ছাত্র সমাজকে শাসকের ঝাণ্ডা বয়ে অনেক কিছু করার ছাড়পত্র পেল। ফেল করা ছাত্ররা অভিভাবকদের সঙ্গে নিয়ে স্কুলের গেটে তালা দিয়ে আন্দোলন করছে। এ জিনিস ২০ বছর আগে ভাবা যেতো না। কিন্তু আজ তা আজ তা আমাদের সয়ে গেছে।

শিল্পে সাহিত্যে শ্লীল অশ্লীলতার দ্বন্দ্ব বহু পুরানো। এককালের অশ্লীল পরবর্তীযুগে শ্লীল হয়ে যায়। ২০ বছর আগে ভাবা যেতো না ছেলেরা মেয়েদের এ পড়ে প্যান্টি পরে মিছিল করছে। স্যানিটারি প্যাড দিয়ে মঞ্চ সাজাচ্ছে। স্যোশাল মিডিয়া যে সব ভিডিও আপলোড হয় তা দেখে দেখে ছাত্র যুব সমাজের কাছে অশ্লীলতা বলে কোন কিছু আছে, তা মনে না হওয়াটাই স্বাভাবিক। বাস্তবতার নামে জনন ইন্দ্রিয়ের নাম ধরে গাল গাল হল ভর্তি মানুষের সামনে আমরা শুনতে অভ্যস্ত হয়ে উঠছি বাস্তব ধর্মী সিনেমার দৌলতে। তরুণীরা অর্ধ নগ্ন পোশাকে বেশ সাবলীল হয়ে উঠেছে সমাজে। বক্ষ বিভাজিকা দেখা যায় এমন পোশাকই ফ্যাশন ট্রেন্ড হয়ে উঠেছে। গোপনীয় তার কু–অভ্যাস রোধ আর কিছুদিন পরে থাকবে না সমাজে।

আমরা অভিভাবকরা ছাত্র সমাজের সামনে জমাট অন্ধকার সৃষ্টি করেছি। পড়াশোনা শেষে অনিশ্চিত ভবিষ্যত তাদের। আমরা বাধ্য করছি পিএইচডি করা ছাত্রকে ডোমের চাকরির জন্য দরখাস্ত করবে।

অপর দিকে রাজনীতির নামে চরম দুর্নীতি সমাজকে খাদের কিনারে এনে ফেলেছে। আমরা জানি যে তারা হল জাতির অভিভাবক। মানুষের হাজার হাজার কোটি টাকা লুঠ হল নেতাদের যোগসাজশে। তাদের বিরুদ্ধে যাতে তদন্ত না তার জন্য সরকার ১১ কোটি খরচ করল। ছাত্র যুব সমাজের কাছে কি বার্তা দিল দেশের শাসকরা সেটা কেউ ভেবে দেখেছে কি? কোথাও বিচার নেই। সবই আইনের খেলা। অথচ সত্যটা সাধারণ সমাজ জানে। সেই সত্যটা মর্যাদা কেউ দিতে চায় রে। এই যে দেশের হাজার হাজার কোটি টাকা লোন নিয়ে চলে গেল অর্থমন্ত্রীকে জানিয়ে। তাতে কার কি সাজা হল? দেশের প্রধান মন্ত্রী অর্থনীতিকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে। নোট বাতিল করে ১০০ জনের মৃত্যুর কারণ হল। লক্ষ কোটি টাকা খরচ হল নতুন নোট ছাপাতে অথচ কালো টাকা ধরা পড়ল না। এই ক্ষতির জন্য প্রধানমন্ত্রী কি সাজা হল। না উল্টে তাকেই আবার ক্ষমতা দিল জনগণ।

তিন মাসের কোম্পানি খুলে তাকে হাজার হাজার কোটি টাকার যুদ্ধবিমান তৈরি করার অর্ডার দিল। অথচ দেশের সংস্থা হ্যালকে বঞ্চনা করা হল। যারা এই কাজ করল তারা লজ্জা পায় না, উল্টে দেশভক্তের বড়াই করে। আমরা তো তাদের বরণ করে নিয়েছি। আমাদেরও বিবেক দংশন হয়নি তারাও লজ্জা পায়নি। শুধু ছাত্রছাত্রীর পিঠে জনন ইন্দ্রিয়ের নাম লেখা দেখে লজ্জা পাই আমরা।

নেতা মন্ত্রীরা কথা রাখবে না। দুর্নীতির সঙ্গে আপোষ করবে। গণতন্ত্রের নামে ভোটের নামে রাজ্যে ১০০ নিরীহ মানুষের প্রাণ যাবে। আমলারা সংবিধান ভুলে মন্ত্রীদের দাসানুদাসে পরিণত হবে। আর শুধু ছাত্র সমাজ শিরদাঁড়া সোজা রেখে নৈতিক চরিত্রের উন্নতি ঘটাবে কেন? যত দায় কি তাদের? সমাজের কোনও দায় নেই?

একজন লোক মাঝ বয়সে দুই ছেলের পিতা– নিজে মন্ত্রী কলকাতার মেয়র– তিনি বউকে ছেড়ে অন্য মহিলার সঙ্গে বাস করছে। ২০ বছর আগে হলে এমন লোক মুখ লুকিয়ে থাকত। প্রকাশ্য সভায় মুখ্যমন্ত্রী তার প্রেম নিয়ে খোঁচা দিয়েছেন। সেই মানুষকে দলে টানার জন্য দুই দলের দড়ি টানাটানি দেখে সমাজ কতটা লজ্জিত হয়েছে? তারাও লজ্জিত নয় কারণ জানে সমাজ তাদের গ্রহণ করবে। শুধু ছাত্রছাত্রীরা দোল উৎসবে (যা আসলে প্রাচীন ভারতে 'মদন' উৎসব নামে পরিচিত ছিল) দুটি অশ্লীল শব্দ লিখে মহাভারত অশুদ্ধ করেছিল বলে যারা ভাবে। তার সমাজ মননে ধারাবাহিক অশ্লীলতার খোঁজ রাখেন না। আর নৈতিকতার সমস্ত দায় ছাত্রছাত্রীকে ঘাড় যারা চাপাতে চায় তারা আসলে বালিতে মুখ গুঁজে প্রলয় এড়ানোর চেষ্টা করে মাত্র। পাঠকরা যেন আমার ভুল না বোঝে– আমি কিন্তু ছাত্রছাত্রীদের ওই কাজকে সমর্থন করি না। শুধু বলতে চাই সমাজে 'অনৈতিকতার' অনেক 'ঘোগ' তৈরি হয়েছে। সেই 'ঘোগ' বন্ধ করতে না পারলে সমূহ নাশ হবেই।

তৃণমূলী পুরবোর্ডের কারিগর ঘুরে দাঁড়াতে মরিয়া

দেবাশিস রায়, কাটোয়া : রাজ্যজুড়ে এখন ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষার মরশুম চলছে। পরীক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছেন কাটোয়া শহর তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি অমর রাম নিজেও। তবে, এটা তাঁর পলিটিক্যাল প্ল্যাটফর্মে শক্তি ও যোগ্যতা নির্ণয়ের পরীক্ষা। যাঁর হাত ধরে কাটোয়ার প্রথম তৃণমূলী পুরবোর্ড গঠিত হয়েছিল, সেই অমর রামকেই এখন পদে পদে অভাবনীয় ও কঠিন পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হচ্ছে। দলের প্রবল গোষ্ঠী কোন্দলের জেরে কাটোয়ার প্রাক্তন পুরচেয়ারম্যান অমর রাম কার্যত 'কোণঠাসা' অবস্থায় এবারের পুরসভা নির্বাচনে শক্তি পরীক্ষায় শামিল। তবে, প্রবল আত্মবিশ্বাসের সুরে অমরবাবু জানালেন, এবারও পুরসভা নির্বাচনে তিনি মানুষের আশীর্বাদ নিয়ে শহরবাসীর কাছে নিজেকে ফের যোগ্যতম জনপ্রতিনিধি হিসেবে তুলে ধরতে সক্ষম হবেন।

পূর্ব বর্ধমান জেলার সীমান্তবর্তী মহকুমা শহর কাটোয়া। ভাগীরথী নদীর ডান তীরবর্তী অর্ধ শতবর্ষ পুরনো এই শহরের বুকে ব্যস্ততা ক্রমশ বাড়ছে। বর্তমানে কাটোয়া শহর উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা, ব্যবসা, শিক্ষা, চিকিৎসা পরিষেবা প্রভৃতির নিরিখে রাজ্যের মহকুমা শহরগুলির মধ্যে প্রথম সারিতে অবস্থান করছে। এলাকার বিধায়ক তথা পুরচেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে শহরের মোট ২০টি ওয়ার্ডের লক্ষাধিক বাসিন্দার কাছে নাগরিক পরিষেবা পৌঁছে দিতে সদা সচেষ্ট কাটোয়া পুরসভা। তবে, শহরের সৌন্দর্যায়ন, বহুমুখী নাগরিক পরিষেবা, পানীয় জল সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে উন্নয়ন হলেও নাগরিকদের অনেকেই পুকুর ভরাট, বেআইনি নির্মাণ, স্বজনপোষণ, বেহাল রাস্তা ও নিকাশি ব্যবস্থা, যানজট প্রভৃতি নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন।একদা দীর্ঘদিন ধরে কাটোয়া পুরবোর্ডের ক্ষমতা ছিল বামফ্রন্টের হাতে। ১৯৯৫ সালে রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে কংগ্রেস পুরবোর্ডের ক্ষমতা দখল করে। তারপর একটানা ২০১৫ সাল পর্যন্ত রবিবাবুর নেতৃত্বেই কংগ্রেস পুরবোর্ডের ক্ষমতায় ছিল। অবশ্য সেবছরই পুরভোটে কংগ্রেসী সুরের তাল কেটে যায়। একদা কংগ্রেস নেতা তথা কাটোয়া পুরবোর্ডের প্রাক্তন ভাইস চেয়ারম্যান অমর রামের অভাবনীয় নেতৃত্বে শহরে তৃণমূল কংগ্রেসের ব্যাপক উত্থান ঘটল। অমরবাবুর হাত ধরে কাটোয়ায় প্রথমবার তৃণমূল কংগ্রেসের পুরবোর্ড গঠিত হয়েছিল এবং এর পরপরই রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় কংগ্রেস ছেড়ে সদলবলে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দেন।

কাটোয়ার

তবে, কাটোয়া শহরের রাজনীতিতে এই দু'জনই ঘাসফুলের মালি হলেও একে অপরের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী। যে কারণে শহরে তৃণমূল কংগ্রেসের গোষ্ঠী কোন্দলও প্রবল এবং তা কারও অজানা নেই। কিন্তু, এই গোষ্ঠী কোন্দলের জেরে পুর চেয়ারম্যান পদের সুখ অমরবাবুর বেশি দিন সইল না। বছর দুয়েকের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের কৌশলের কাছে হেরে গিয়ে অমর রামকে পুরচেয়ারম্যান পদ থেকে অপসারিত হতে হল। তবে, তিনি শহর তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতির পদে থেকে যান এবং কয়েকজন অনুগামী কাউন্সিলরকে নিয়ে যথারীতি দাঁতে দাঁত চেপে নিজের ঘর গোছানোর কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন।

কাটোয়ার বিধায়ক তথা পুরচেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে শহর তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি অমর রামের এতটাই তিক্ত সম্পর্ক যে, রাজ্য নেতৃত্ব নির্ধারিত দলীয় কর্মসূচিতেও তার প্রভাব পড়ে। শুধু তাই নয়, পুরবোর্ডের নির্ধারিত সভাতেও একাধিকবার দু'জনের দ্বন্দ্বের বিষয়টি প্রকাশ হয়ে পড়েছিল। ৭ মার্চ শহরের সংহতি মঞ্চে আয়োজিত দলীয় কর্মসূচিতে বিধায়কের উপস্থিতিতে বক্তব্য রাখার সময় অমর রাম তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করেন। অমরবাবুর দাবি, দলীয় ওই কর্মসূচিতে বিধায়ক যথাযথ মর্যাদায় তাঁকে আমন্ত্রণ জানাননি। দলীয় একজন কর্মীর মোবাইল ফোন থেকে হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে তাঁকে কর্মসূচিতে উপস্থিত থাকতে বলা হয়েছিল। অমরবাবু বলেন, সেদিন এতে আমি চরম অপমানিত হলেও বাধ্যবাধকতার কারণেই রাজ্য নির্ধারিত ওই কর্মসূচিতে গিয়েছিলাম। রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় সেদিন এ প্রসঙ্গে সংবাদমাধ্যমের কাছে বলেন, ব্যস্ততার কারণেই তিনি সকলকে ব্যক্তিগতভাবে টেলিফোনে ওই কর্মসূচিতে আমন্ত্রণ জানাতে পারেননি।

এভাবেই দীর্ঘদিন ধরে তৃণমূল কংগ্রেসের যুযুধান দুই নেতাকে দেখছেন কাটোয়া শহরবাসী। গোষ্ঠী কোন্দলের কারণে প্রায়শই শহরে দুই নেতার পৃথক পৃথক রাজনৈতিক কর্মসূচি পালিত হয়। এসবের মাধ্যমেই এই দুই নেতা নিজ নিজ শক্তি ও জনসমর্থনের বিষয়টি পরখ করে নেন বলে শহরবাসীর অনেকেরই অভিমত।

প্রবীণ বিধায়ক তথা পুর চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় দীর্ঘদিন ধরে কাটোয়ায় ক্ষমতার অলিন্দে বিচরণ করলেও তাঁকে ২০১৫ সালের পুর নির্বাচনে এই অমর রামের কাছেই কার্যত পর্যুদস্ত হতে হয়েছিল। এমনকি, ২০১৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনেও তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী রূপে তাঁকে হারতে হারতে কোনওমতে জিততে হয়েছে। ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনেও কাটোয়া বিধানসভা ক্ষেত্রে তৃণমূল কংগ্রেসের ভরাডুবি হয়। সেবারেও রবিবাবুর ব্যক্তি ইমেজ বা জনপ্রিয়তা কোনওটাই তৃণমূল কংগ্রেসকে পুষ্ট করতে পারেনি। এসবের মধ্যেই এবারের পুরসভা নির্বাচনে কাটোয়ার এই দুই যুযুধান তৃণমূল কংগ্রেস নেতা ফের শক্তি পরীক্ষার সম্মুখীন। তবে, পুর নির্বাচনে শহর তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি হিসেবে অমর রামের মুখ্য ভূমিকা থাকাটাই স্বাভাবিক হলেও উদ্ভুত পরিস্থিতিতে তিনি কতটা নিজের রণকৌশলে বাজিমা করতে পারবেন তা নিয়ে শহরবাসীর মধ্যে ইতিমধ্যেই যথেষ্ট কৌতূহলের সৃষ্টি হয়েছে। অমর রাম বলেন, ২০১৫ সালে পুরসভা নির্বাচনে কাটোয়ার মানুষ তৃণমূল কংগ্রেসের একজন সেবক হিসেবে আমাকে পুরবোর্ড গঠন করার সুযোগ দিয়েছিলেন। আমি আশাবাদী, এবারেও মানুষের অকুণ্ঠ সমর্থন ও আশীর্বাদ পাব। শহরবাসী ২০টি ওয়ার্ডেই তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থীদের সুযোগ দিয়ে উন্নয়নের প্রতীক মমতা বন্দোপাধ্যায়ের হাতকে শক্ত করবেন।

করোনা থেকে বাঁচতে বিলি করা হল ৫০০০ মাস্ক

নিজস্ব প্রতিনিধি : ক্যানিংয়ে করোনা নিয়ে ত্রাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন সুন্দরবনের বিশিষ্ট সমাজসেবী কার্তিক বোস, বিলি করলেন পাঁচ হাজার মাস্ক, পাঁচ হাজার পেন, পাঁচ হাজার সাবান ও পাঁচ হাজার মিনারেল জলের বোতল। বুধবার সকাল থেকে বিকাল পর্যন্ত ক্যানিং মহকুমার বিভিন্ন উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা কেন্দ্রে হাজির হয়ে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থী ও একাদশ শ্রেণীর পরীক্ষার্থীদের হাতে তুলে দিলেন এই সমস্ত প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র।

উল্লেখ্য করোনা'র আতঙ্ক। চারিদিকে চলছে ত্রাহিত্রাহি রব। সমানে চলছে গুজব রটনাও। পাশাপাশি মাস্ক কিংবা স্যানিটাইজারের কালোবাজারী চলছে।করোনা আতঙ্কে একের পর এক আতঙ্ক গ্রাস করে জটিল পরিস্থিতির সম্মূখীন হয়ে আরো আতঙ্কিত হয়ে পড়ছেন সাধারণ মানুষজন। অন্যদিকে, প্রাথমিক ভাবে করোনা কে প্রতিহত করতে স্কুল,কলেজ গুলি ১৫ এপ্রিল পর্যন্ত রাজ্য সরকার ছুটি ঘোষণা করায় প্রত্যন্ত সুন্দরবন এলাকার সাধারণ মানুষজন থেকে স্কুল কলেজের ছাত্র ছাত্রীরা খুশি। আর করোনা ভাইরাস নিয়ে আতঙ্কিত উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থী সহ তাদের পরিবারের লোকজন। পাশাপাশি সেই আতঙ্ক থেকে সচেতন করতে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকদের কাছে ত্রাতার ভূমিকায় হাজির হলেন সুন্দরবনের সমাজসেবী কার্তিক বোস। তিনি ক্যানিং মহকুমার সমস্ত উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা কেন্দ্রের সামনে রীতিমতো দোকানের পশরা সাজিয়ে বসেছেন। জলের বোতল থেকে শুরু করে পেন, হাত ধোওয়ার সাবান এমন কি বর্তমান বাজারে দুর্লভ, টাকা দিয়েও অমিল সেই মাস্ক নিয়ে। করোনা আতঙ্কে আতঙ্কিত উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের হাতে তুলে দিলেন মাস্ক, সাবান পেন ও মিনারেল জলের বোতল। পাশাপাশি গুজবে কান না দিয়ে সতর্কতা ও সাবধানতা অবলম্বনের কথা জানাচ্ছেন।

আর এই সচেতনতা দেখে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের অভিভাবক সালেমা মোল্লা, কুতুবুদ্দিন মন্ডল, পিয়ালী সরদার'র বলেন, করোনা ভাইরাসের কথা শুনে বাজারে গিয়েছিলাম মাস্ক কিনতে। ১০ টাকার মাস্ক ৫০, ১০০ টাকায় বিক্রি হচ্ছিল। একশো টাকা দিয়ে কিনতে রাজি ছিলাম। কিন্তু না পাওয়ার জন্য আরো যেন আতঙ্কিত হয়ে পড়ি। বুধবার বাসন্তীর ঢুঁড়ি এলাকার উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষাকেন্দ্র জনপ্রিয়নগর জনপ্রিয় বিদ্যালয়ের সামনে গিয়ে দেখি স্কুলের পাশেই এক ব্যাক্তি জলের বোতল, পেন, সাবান ও মাস্কের পশরা সাজিয়ে দোকান দিয়েছেন। তড়িঘড়ি সেখানে মাস্ক কিনতে যাই উচ্চমাধ্যিক পরীক্ষার্থী মেয়ের জন্য। দোকানদার বললো মাস্ক বিক্রি হবে না। একশো টাকা দিয়ে কিনতে চাইলেও দিলেন না। আরো দুর্বল হয়ে ভেঙে পড়ি। পয়সা থাকলেও মাস্ক পাওয়া যাচ্ছে না। খানিক পরেই দেখতে পেলাম উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের কে ডেকে নিয়ে একত্রিত করে সকলের হাতে জল, পেন, সাবান ও মাস্ক তুলে দিচ্ছেন। অগত্যা ভুল ভাঙে। দূর হয় করোনা আতঙ্কের চিন্তা।

এদিন সকাল থেকেই ক্যানিং মহকুমার পরশুরাম যামিনীপ্রাণ হাইস্কুল,বাসন্তীর নারায়ণতলা রামকৃষ্ণ বিদ্যমন্দির সহ সুন্দরবনের অন্যান্য বিদ্যালয়ে প্রায় পাঁচ হাজারের অধিক মাস্ক জলের বোতল পেন ও হাত ধোওয়ার সাবান বিলি করেন উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের কে।

কেন এতো সংখ্য মাস্ক বিতরণ করলেন এমন প্রশ্ন করতেই সমাজসেবী কার্তিক বোস বলেন, রাজ্য সরকার এ বিষয়ে সব ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জীর আদর্শকে সামনে রেখে এমন উদ্যোগ নিয়েছি। আগে থেকেই মাধ্যমিক উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের পেন জলের বোতল দেওয়ার জন্য কিনে রেখেছিলাম। আচমকা হাজির হয়েছে করোনা ভাইরাস।সমগ্র বিশ্ব এই ভাইরাসে উত্তাল। চারিদিকে কান পাতলেই একটাই বাক্য এবং আলোচ্য বিষয় করোনা ভাইরাস।পাশাপাশি গুজব ও রটনা চলছে সমান ভাবে এবং মাস্ক ও স্যানিটাইজার বাজারে অমিল। চলছে কালোবাজারী। বিশেষ করে ছাত্রছাত্রীরাই আমাদের আগামীর ভবিষ্যত। তারা সচেতন হলে তাদের পরিবার ও সচেতন হবে। আর সেই জন্যই এতো কিছুর মধ্যে নিজের জন্মভূমি সুন্দরবনের মানুষজন কে করোনা ভাইরাস সম্পর্কে সচেতনতা করার লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে মাধ্যমিক,একাদশশ্রেণী ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের হাতে পাঁচ হাজারের অধিক মাস্ক ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র তুলে দিয়েছি। আগামী দিনেও বিভিন্ন বাসষ্ট্যান্ড,রেলওয়ে ষ্টেশন,স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং হাসপাতালে হাজির এমন সচেতনতার বার্তা নিয়ে পৌঁছে দিতে বদ্ধ পরিকর।

কার্তিক বোসের একক ভাবে এমন উদ্যোগ কে সাধুবাদ জানিয়েছেন বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক–শিক্ষিকা সহ অন্যান্যরা। তাঁরা জানিয়েছেন, কার্তিক বাবু মতো সমাজে আরো মহান ব্যাক্তিত্বরা এমন সচেতনতার প্রচার করে ঝাঁপিয়ে পড়লে প্রাথমিক ভাবে সচেতনতায় সফল হওয়া সম্ভব। আর তাতে করে করোনা ভাইরাস হার মানতে বাধ্য। এদিন সমাজসেবী কার্তিক বোসের সাথে এমন কর্মযজ্ঞে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়ে সাহায্য করেছিলেন তাঁরই সন্তান বিজি বোস ও ভাইপো শৌভিক বোস।

পঞ্চায়েতে চলছে ধান কেনা

অভীক মিত্র : ২০১৮–১৯ খারিফ মৌসম থেকে বীরভূম জেলার চিনপাই গ্রামপঞ্চায়েতে 'ধান দিন চেক নিন' প্রকল্পের মাধ্যমে 'সিপিসি'র মাধ্যমে চলছে সরকারি মূল্যে চাষিদের কাছ থেকে ধান কেনা। এই ধান ক্রয়কেন্দ্র সোম থেকে শনিবার সকাল নয়টা থেকে দুপুর তিনটা পর্যন্ত খোলা থাকে। একজন চাষি সবোচ্চ ৪৫ ক্যুইন্টাল ধান বিক্রি করতে পারেন বলে জানান ক্রয়কারী কর্মকর্তা শুভাশিস গড়াই। চাষিদের চেকের মাধ্যমে টাকা দেওয়া হয়। একজন চাষিকে ধান বিক্রির জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ১৮১৫ টাকা ক্যুইন্টাল প্রতি এবং রাজ্য সরকার উৎসাহ ভাতা হিসাবে অতিরিক্ত কুড়ি টাকা দেওয়া হচ্ছে বলে জানান শুভাশিসবাবু। 'চাষিরা এই প্রকল্পের মাধ্যমে ধান বিক্রি করে উপকৃত হচ্ছে বলে জানান পঞ্চায়েত প্রধান বিপদতারণ ডোম।

আইসোলেশনে ভর্তি ৩

নিজস্ব প্রতিনিধি: করোনা ভাইরাস সংক্রমণ রুখতে বোলপুর মহকুমা হাসপাতালে তৈরি হয়েছে আইসোলেশন ওয়ার্ড। রবি ও সোমবার জ্বর নিয়ে তিন যুবক হাসপাতালে ভতি হলে তাদের আইসোলেশন ওয়ার্ডে পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে বলে হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে। তারা কয়েকদিন আগে হায়দ্রাবাদ ও চেন্নাই থেকে ফিরেছিলো। করোনার জেরে আগামী ৩১ মার্চ পর্যন্ত সোনাঝুড়ির হাট বন্ধ রাখা হয়েছে। বৃহস্পতিবার মুখ্যমন্ত্রীর বীরভূম সফর বাতিল হয় বলে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে। করোনা ভাইরাসের আতঙ্কে বীরভূম জেলায় মুরগির মাংসের দাম কমছে অন্যদিকে হুবহু করে বাড়ছে খাসির মাংসের দাম। গোটা মুরগি ৪৫ থেকে ৫০ টাকা কেজি এবং কাটা মুরগি ১০০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে। খাসির মাংসের দাম ৬০০ – ৬৫০ টাকা কেজি। মূলত মুরগি ব্যবসায় ভাটা পড়েছে বলে আক্ষেপ ব্যবসায়ীদের। করোনা ভাইরাসের গুজব আটকাতে প্রশাসনের উদ্যোগে মুরারইয়ে দেওয়া হলো পোস্টার। ৭ মার্চ সকালে মুরারই প্রশাসনের উদ্যোগে মুরারইয়ে চিকেন পকোড়া বিতরণ করে গুজবের বিরুদ্ধে সচেতনতা প্রচার করা হয়। ৮ মার্চ সকালে টোটো করে চিনপাই গ্রামে মাইকিং করে ৪৫ টাকা কেজি দরে মুরগি বিক্রি করা হয়।

'বাংলার গর্ব মমতা'

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১৩ মার্চ সিউড়ি তৃণমূল কার্যালয়ে 'বাংলার গর্ব মমতা'

শীর্ষক কর্মসূচিতে 'জলযোগ' শীর্ষক অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের কাছে থেকে সমস্যার কথা শুনলেন সিউড়ি বিধায়ক অশোক চ্যাটার্জী, সিউড়ি পুরসভার চেয়ারম্যান উজ্জ্বল চ্যাটার্জী, উপপুরপতি বিদ্যাসাগর সাউ, সিউড়ি–১ নং ব্লক তৃণমূল সভাপতি স্বর্ণশঙ্কর সিংহ। বীরভূম জেলার সদর শহর সিউড়ি হওয়া সত্ত্বেও সমস্যায় জর্জরিত সিউড়ি। প্রকাশ্যস্থানে খাসির মাংস কাটা, বাসস্ট্যান্ডের প্রতীক্ষালয় বেদখল করা, জল সমস্যা, পার্কের ভিতর খাবার বিক্রি করা, যানজট প্রভৃতি সমস্যার কথা উঠে আসে। সমস্যার সমাধানের আশ্বাস দেন বিধায়ক এবং চেয়ারম্যান। গত পাঁচবছরে কাউন্সিলররা কোন ওয়ার্ডে কি কাজ করেছেন তার শ্বেতপত্র প্রকাশের দাবি জানানো হয়।

অস্ত্রসহ গ্রেফতার বিজেপি নেতার

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১২ মার্চ রামপুরহাট ১৩নং ওয়ার্ড থেকে একটি নাইন এমএম পিস্তল, কাতুর্জসমেত বিজেপি কিষানমোর্চা বীরভূম জেলা সভাপতি সোমনাথ ঘোষ, বিজেপি কর্মী অসিত প্রামাণিক, কার্তিক মালকে গ্রেপ্তার করেছে রামপুরহাট থানার পুলিশ। ১৯ ফেব্রুয়ারি রাত্রে পলসা মোড়ে নাকা চেকিং–এ পিকআপ ভ্যান থেকে ২৫০০ ডিটোনেটর, ৬০০০ জিলোটিন স্টিক উদ্ধার করে পুলিশ। ভ্যানচালক আলমজিৎ শেখকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ২০ ফেব্রুয়ারি রামপুরহাট মহকুমা আদালতে তোলা হলে আলমজিৎকে চারদিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেন মহামান্য বিচারক। ১৯ ফেব্রুয়ারি সিয়ান তৃণমূল কার্যালয় থেকে পঞ্চায়েত যাওয়ার রাস্তায় পঞ্চাশটি তাজা বোমা উদ্ধার হয়। সিউড়ি জেলাস্কুলের মাঠ থেকে ৫ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় রিভালবার গুলিসমেত এক প্রাথমিক শিক্ষক সহ তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ধৃত শিক্ষক অনিমেষ মুখ্যার্জী মহম্মদবাজার ব্লকের প্রাথমিক শিক্ষক।

লরির ধাক্কায় মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি : ১৬ মার্চ সকাল নটায় স্বামীর সঙ্গে মোটরবাইকে করে দুবরাজপুরের দিকে যাওয়ার সময় জয়দেব মোড়ে দশচাকা লরির ধাক্কায় মারা গেলো তানিজা বিবি। স্বামী আনিমুলকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। উত্তেজিত জনতা পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায়। নলহাটি থেকে অটোরিক্সা করে ফেরার পথে মুরারই রাইসমিলের কাছে ট্রাক্টরের ধাক্কায় জখম হয় এক যুবক। ২৮ ফেব্রুয়ারি বিকালে রামপুরহাট হাসপাতালে মারা যায় নাজমিত মোমিন নামে ওই যুবক। বাড়ি বালিয়ারা গ্রামে। ২১ ফেব্রুয়ারি সিউড়ি হাটজনবাজার যাওয়ার মুখে লরির ধাক্কায় সিউড়ি ইউপি পাবলিক স্কুলের পুলকারের একাংশ ক্ষতিগ্রস্থ হয়। যদিও পড়ুয়ারা অক্ষত থাকে। ২০ ফেব্রুয়ারি সকালে সোনারপাড়ায় স্কুলবাসের প্ল্যাটফর্ম ভেঙে নীচে পড়ে জখম হয় প্রথম শ্রেণীর ছাত্রী ঈশা গুপ্তা। মুরারই গ্রামীণ হাসপাতালে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়। মুরারই থেকে ৩০–৩৫জন পড়ুয়া বাসে করে মহেশপুর ডিএভি স্কুলে যায়।

মেধাবীর মৃত্যু গ্রেফতার

নিজস্ব প্রতিনিধি : দোলের ছুটিতে বাড়ি যাওয়ার জন্য ৬ মার্চ মালদাগামী হাওড়া ইন্টারসিটি এক্সপ্রেসে উঠেছিলো বীরভূম জেলার উজিড়পুর গ্রামের মেধাবী পড়ুয়া শুভ্রজ্যোতি পাল (১৯)। ভিড় থাকায় গেটের কাছে দাঁড়িয়েছিলো। খাবার রাখা নিয়ে দুই হকারের প্রথমে বচসা পরে হাতাহাতিতে বালি ও উত্তরপাড়া স্টেশনের মাঝে চলন্ত ট্রেন থেকে পড়ে মারা যায় শুভ্রজ্যোতি। বাবা মুদি দোকান চালায় এবং মা আশাকর্মী। বঙ্গবাসী কলেজের রসায়ন বিভাগের প্রথমবর্ষের ছাত্র ছিলো। পাশাপাশি 'নিট' পরীক্ষার জন্য কোচিং নিচ্ছিলো শুভ্রজ্যোতি। একমাত্র সন্তানকে হারিয়ে শোকস্তব্ধ বাবা মা। মিশুকে মেধাবী পড়ুয়াকে হারিয়ে শোকস্তব্ধ উজিড়পুর গ্রাম। ডাক্তার হওয়ার স্বপ্ন অধরাই থেকে গেলো শুভ্রজ্যোতির। ৭ই মার্চ রাত্রে দেহ বাড়িতে এলে নেমে আসে শোকের ছায়া। অভিযুক্ত দুই হকারকে গ্রেপ্তার করেছে রেল পুলিশ। আরো হকারকে গ্রেপ্তার করেছে রেল পুলিশ।

নাম / পদবি পরিবর্তন

আমার ড্রাইভিং লাইসেন্স (নম্বর W. B. D-L No. WB 2019940060112) ভুলবশত আমার নাম S K Munnaf Son of S K Sattar আছে। গত ২৮-৬-২০১৯ আলিপুর ১ম শ্রেণি জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের এফিডেভিট বলে S K Mannan Son of S K Sultan হয়েছি। S K Mannan Son of S K Sultan and S K Munnaf Son of S K Sattar এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

করোনা আতঙ্ক, বন্ধ করে দেওয়া হলো জয়নগর–মজিলপুর পুরসভার সব পার্ক

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগর : করোনা ভাইরাস নিয়ে সর্তকতার জেরে পুর এলাকার সব পার্ক গুলি বন্ধ করে দিলো পুর কর্তৃপক্ষ। ঘটনাটি জয়নগর মজিলপুর পুরসভা এলাকার । পুরসভা সূত্রে জানা গেল গত এক বছরে পুরসভার ১৪ টি ওয়ার্ডে আটটি পার্ক তৈরি করা হয়েছে। তাছাড়া আগের পার্কও রয়েছে, যেখানে ভিড় করেন এলাকার বহু মানুষ। এগুলির মধ্যে যেমন শিশুদের পার্ক আছে, তেমনি প্রবীণ মানুষদের পার্ক আছে, প্রেম করার জন্য রোমান্টিক পার্ক আছে, তাছাড়া সাধারণ পার্ক তো আছেই। যেখানে সব ধরনের মানুষের যাতায়াত লেগেই থাকে। বর্তমানে করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ আটকাতে রাজ্য সরকার থেকে বিভিন্ন রকমের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে, ঠিক তেমনি এই সংক্রমণ আটকাতে বৃহস্পতিবার থেকে পুর এলাকার সবকটি পার্ক বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিল পুর কর্তৃপক্ষ। এ ব্যাপারে পুর প্রধান সুজিত সরখেল বলেন, আগামী ৩১ মার্চ অবধি এই পার্ক গুলি বন্ধ থাকবে। মানুষকে সবদিক থেকে সতর্ক থাকার জন্য আবেদন জানাচ্ছি এবং কোনও ধরনের গুজবে কান না দেওয়ার অনুরোধ করা হচ্ছে। এই অবস্থায় মানুষের করণীয় কি, আর কি নয় তা জানিয়ে লিফলেট বিলি করা হচ্ছে পুরসভার পক্ষ থেকে। অন্যদিকে, করোনা ভাইরাস থেকে সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে এবং এখন কি করবেন আর কি করবেন না তা জানাতে বকুলতলা থানার পুলিশের পক্ষ থেকেও জয়নগর থানার পুলিশের পক্ষ থেকে এলাকায় মাইকের মাধ্যমে প্রচার ও হ্যান্ডবিল বিলি করা হচ্ছে। তবে এই আতঙ্কে জয়নগর, বকুলতলা, কুলতলি সহ আশেপাশের বহু এলাকার দোকান পাট, রাস্তাঘাট, গাড়ি সবই প্রায় ফাঁকা বললেই চলে। প্রশাসন থেকে সমস্ত বিষয়ের ওপর নজরদারি রাখা হচ্ছে বলেও জানা গেল।

শ্লীলতাহানির অভিযোগে ধৃত স্কুল শিক্ষক জয়নগরে

নিজস্ব প্রতিনিধি : স্কুল ছাত্রীদের সাথে শ্লীলতাহানির অভিযোগে গ্রেপ্তার স্কুল শিক্ষক জয়নগরে।পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেল, জয়নগর থানার বেলিয়াচন্ডী অবৈতনিক প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষক সুদীপ সেনগুপ্ত বেশ কিছু দিন যাবত স্কুলের ছাত্রীদের ব্যায়াম শেখাতো । কয়েকদিন আগে ব্যায়াম শেখানোর নাম করে অন্য রুমে নিয়ে গিয়ে কয়েকটি ছাত্রীর সাথে খারাপ আচরণ করে।বৃহস্পতিবার ছাত্রীদের কাছ থেকে অভিভাবকেরা এই ঘটনার কথা জানতে পেরে স্কুলে গিয়ে ওই শিক্ষককে আটকে রাখে বিক্ষোভ দেখায়। খবর পেয়ে জয়নগর থানার পুলিশ গিয়ে ওই শিক্ষককে উদ্ধার করে। ছাত্রীদের ও অভিভাবকদের অভিযোগের ভিত্তিতে শিক্ষক সুদীপ সেনগুপ্ত কে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। এবং ওই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। তবে এই ঘটনা সম্পর্কে স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক বিশ্বনাথ সরদার কোনও মন্তব্য করতে চায় নি।

প্রবীণ কর্মীদের সংবর্ধনা

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ১৫ মার্চ বিষ্ণুপুরে তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে সাতগাছিয়া বিধানসভার তৃণমূল কংগ্রেসের প্রবীণ কর্মীদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়। ১৮টি অঞ্চলের কর্মীরা এখানে উপস্থিত ছিলেন। বক্তব্য রাখেন, জেলা সভাধিপতি সামিমা সেখ, রমজান আলী সেখ, চিত্তরঞ্জন কাঁড়ার প্রমুখ। সমগ্র সভাটি সঞ্চালনা করেন বর্ষীয়ান তৃণমূল কংগ্রেসের কনভেনর শ্যামল মণ্ডল। এই অনুষ্ঠানটি বাংলার গর্ব মমতা কর্মসূচির অন্তর্গত স্বীকৃতি সম্মেলন।

ক্রাইমের উপর জনসচেতনতা শিবির দক্ষিণ বারাসত কলেজে

নিজস্ব প্রতিনিধি : নারী পাচার, শিশু পাচার,বিক্রি সহ সাইবার ক্রাইম ক্রমশ বেড়ে চলেছে। পুলিশের জালে অপরাধীরা ধরা পড়লেও অপরাধ কমছে না। সুন্দরবনের প্রত্যন্ত গ্রামে যেমন জয়নগর, কুলতলি, মৈপীঠ, রায়দীঘি, মগরাহাট সহ জেলার বিভিন্ন থানা এলাকা থেকে গরিব মেয়েদের বিয়ের টোপ দিয়ে, কাজের টোপ দিয়ে রাজ্যের বাইরে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করে দেওয়া হচছে। এই সব মেয়েরা যখন বুঝতে পারছে তখন অনেক দেরি হয়ে যাচ্ছে। আর তাই সময় এসেছে এ ব্যাপারে জনসচেতনতা বড়ানোর। তাই ইন্টারন্যাশানাল জাস্টিস মিশনের উদ্যোগে শুক্রবার দুপুরে জয়নগর থানার দক্ষিণ বারাশত ধ্রুবচাঁদ হালদার কলেজে এই সব বিষয়ের উপর জনসচেতনতা মূলক একটি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জয়নগর থানার আই সি অতনু সাঁতরা,ইন্টারন্যাশানাল জাস্টিস মিশনের সিনিয়র কোঅর্ডিনেটর ববিতা সাইমন, কলেজের প্রিন্সিপাল সহ আরো অনেকে। কলেজের ছাত্র ছাত্রীরা বর্তমানে ইন্টারনেট বেশি ব্যবহার করে। তাই তাদের অজান্তেই অনেক কিছু ঘটে যাচ্ছে। তাই তাদের উদ্দেশ্যে মিশনের পক্ষ থেকে বার্তা দেওয়া হয়। স্যোশাল মিডিয়ায় অপরিচিত কারুর সাথে বন্ধুত্ব করবেন না। নিজের সবকিছু স্যোশাল মিডিয়ায় তুলে ধরবেন না। এতে অপরাধীরা সব কিছু তথ্য পেয়ে যাবে। আর তখন ক্রাইম করতে সুবিধা হবে। তাই সময় এসেছে এখন সচেতন হবার। আমরা সচেতন হলেই শিশু পাচার, নারী পাচার, সাইবার ক্রাইম সহ অনেক ক্রাইমই বন্ধ হয়ে যাবে। উক্ত সচেতনতা শিবিরে কলেজের অনেক ছাত্র ছাত্রী অংশ নিয়ে তাদের মতামত তুলে ধরেন।

মেয়াদ উত্তীর্ণ খাবার সরবরাহের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি : মেয়াদ উত্তীর্ণ খাবার আঠা সরকারি রেশন দোকান থেকে সরবরাহ করার অভিযোগ উঠলো রেশন ডিলারের বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে জয়নগর ১ নং ব্লকের ঢোষা চন্দনেশ্বর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। স্থানীয় ও প্রশাসন সূত্রে জানা গেল, এই গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ঢোষা ও তিলপি এলাকায় প্রায় ২০–২২ জন রেশন ডিলার আছেন। এই সব এলাকায় এ মাসের রেশন সরবরাহ করার কাজ চলছিল গত মঙ্গলবার থেকে। রেশন গ্রাহকেরা রেশনের প্রাপ্য খাদ্য দ্রব্য নিতে গিয়ে দেখে আঠার প্যাকেটের পিছনে তৈরির তারিখ ১২.১. ২০ লেখা আছে। এবং এর মেয়াদ শেষ হবে এই তারিখ থেকে একমাস পর। খাদ্য দ্রব্যের তারিখ পেরিয়ে যাবার পর কিভাবে এসব খাদ্য দ্রব্য বিতরণ করা হচ্ছে তা নিয়ে এক প্রস্থ ঝামেলা ও হয় রেশন ডিলারদের সাথে রেশন গ্রাহকদের। এ ব্যাপারে স্থানীয় রেশন ডিলার সাইফুল মোল্লার পক্ষ থেকে বলা হয়, যা এসেছে তাই দিয়েছি। স্থানীয় রেশন গ্রাহকেরা বলেন, এই এলাকার বহু মানুষ পড়াশোনা সে ভাবে করে নি। তাই তাঁরা না জেনে এই মেয়াদ উত্তীর্ণ আঠা খেলে অনেক ব। অঘটন ঘটে যেতে পারতো। এ ব্যাপারে জয়নগর ১ নং ব্লকের যুগ্ম বিডিও বিপ্লব পাল বলেন, আমি এ ব্যাপারে বিস্তারিত জেনে দেখছি। জয়নগর ১ নং ব্লক খাদ্য সরবরাহ আধিকারিক অর্কজিত ভৌমিক এ ব্যাপারে কোনো মন্তব্য করতে চাই নি।

বজবজে তৃণমূলের জলযোগে যোগাযোগ কর্মসূচি পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ১৪ মার্চ বজবজ বিধানসভার ঘোষ প্যানেলে তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে বাংলার গর্ব মমতা কর্মসূচির দ্বিতীয় ভাগ জলযোগে যোগাযোগ কর্মসূচি পালিত হল। এলাকার সাংবাদিকদের সংবর্ধনা দেন বিধায়ক অশোক দেব, দলের পর্যবেক্ষক জাহাঙ্গীর খান প্রমুখ। জাহাঙ্গীর খান জানান, আগামী দিনে উন্নয়নকে সামনে রেখে বজবজের পুরভোটে অবতীর্ণ হবেন। লোকসভা ভোটে ১০টি ওয়ার্ডে তৃণমূল কেন খারাপ ফল করল, তা খতিয়ে দেখা যাচ্ছে। তিনি সাংবাদিকদের সঙ্গেও খোলামেলা বৈঠক করেন। তারপর সাংবাদিকদের সঙ্গে মধ্যাহ্ন ভোজ করেন।

কুলতলিতে আদিবাসী মহিলাদের নিয়ে স্বাস্থ্য সচেতনতা শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি : সুন্দরবনের আদিবাসী অধ্যুষিত দেউলবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের কাঁটামারির প্রত্যন্ত গ্রামের মহিলাদের নিয়ে এক সচেতনতা শিবির হয়ে গেল। কুলতলির অবর স্কুল পরিদর্শক কৃষেন্দু ঘোষ ও অন্বেষা কাউন্সিলিং এর সূপর্ণা কন্টের উদ্যোগে বৃহস্পতিবার কাঁটামারির গ্রামেতে এই শিবির হয়ে গেল। গ্রামের মহিলাদের নিয়ে ঋতুকালীন সচেতনতা বাড়াতে এই স্বাস্থ্য শিবির আয়োজন করা হয়েছিল। মেয়েদের মধ্যে ঋতু কালীন স্বাস্থ্য সচেতনতা বাড়ানোর উদ্দেশ্যে বেশ কিছুদিন ধরেই কাজ করছেন কৃষ্ণেন্দু ঘোষ। তিনি নিজের উদ্যোগে জয়নগর ও কুলতলির বিভিন্ন স্কুলে গিয়ে পরিচালনা করে থাকেন এই শিবির। আর ছাত্রীদের মধ্যে বিনামূল্যে স্যানিটারি ন্যাপকিন ব্যবহারের সুফল তুলে ধরেন বিভিন্ন স্বাস্থ্য শিবিরে। এদিন এ ব্যাপারে কৃষ্ণেন্দু ঘোষ বলেন, এই এলাকায় আদিবাসী মানুষের বসবাস তাদের মধ্যে ঋতুকালীন স্বাস্থ্য সচেতনতা নেই বললেই চলে তাই এই গ্রামেতে এই শিবিরের মাধ্যমে তাদের হাতে কিছু স্যানিটারি ন্যাপকিন তুলে দেওয়ার কর্মসূচি নিয়েছিলাম। তাই আজ সে কর্মসূচি পালন করা হলো। একশো মহিলার ও পঞ্চাশ জন ছাত্রীর হাতে এদিন তুলে দেওয়া হয় ন্যাপকিন। এর পাশাপাশি দেওয়া হয় প্রত্যেকে হাত ধোয়ার জন্য সাবান। এ দিন এছাড়া উপস্থিত ছিলেন জামতলা গ্রামীণ হাসপাতালের অন্বেষা কাউন্সিলর সুপর্ণা কন্ট সহ আরো অনেকে। এব্যাপারে সুপর্ণা কন্ট বলেন, মহিলাদের মধ্যে সচেতনতা আগের থেকে অনেক বেড়েছে। এখন গ্রামের মহিলারা এই ন্যাপকিন ব্যবহার করছেন।

মুকুট পরা এক সন্ত্রাসবাদী

প্রথম পাতার পর

সারা পৃথিবীতে আবার অনেকে আবার ধুলো ঝেড়ে বই পড়া আরম্ভ করেছে হয়তো বা কারণ অসংখ্য লোকে কোয়ারেন্টাইন বা স্বেচ্ছা বন্দি। এখন স্যোশাল ডিসটেনিং হয়েছে। কতগুলো নতুন শব্দ এসেছে আইসোলেশন, হোম কোয়ারেন্টাইন ও কোয়ারেন্টাইন। এ শব্দগুলো আজকের দিনে খুব অর্থবহ। সম্পর্কগুলো আবার জোড়া লাগছে যেন! সন্তানদের খবর নেওয়া ও শুরু হয়েছে তথাকথিত সন্ত্রাসবাদী করোনা ভাইরাস যেন হারিয়ে যাওয়া পুরনো মূল্যবোধ, ভাল লাগা, ভাল থাকা সুখ স্মৃতিগুলো উস্কে দিচ্ছে। তা আপনি বলবেন তাহলে আর (COVID 19) করোনা ভাইরাস মিছিমিছি সন্ত্রাসবাদী বলবেন কেন!

'বলবো না!' আমি যখন লিখছি আজকে পর্যন্ত সারা পৃথিবীতে ১৬৪,৮৩৭ লোক আক্রান্ত ৬৪৭০ লোক মৃত ১৪৬টি দেশে আতঙ্কের জাল বিস্তার করেছে এই করোনা ভাইরাস (W.H.O) তা এই ভাইরাসটা কি বলুন তো খায় না মাথায় মাখে! পাশ থেকে ফস করে একজন বলে উঠলো। একদম আদিমতম কোষ (Prokaryotic cell) ও নিউক্লিয়াসকে (আর একটি নাম হচ্ছে কোষের মস্তিস্ক)। ইউক্যারেটিক কোষ এর কথা তো বাদই দিলাম। নিউক্লিয়াস, সেল মেমব্রেন, সেল ওয়াল ওসব কিছু থাকে না এই ভাইরাসের। থাকার মধ্যে থাকে ডিএনএ বা আরএনএ এটাই এদের প্রাণভোমর। ভাইরাস থেকে ডিএনএ বা আরএনএ সরিয়ে নিলে এরা আবার মৃতবৎ (Virus is a living organism with lots of nonlinving features.) গোদা বাঙলায় জীবন ও মৃত্যুর মাঝে এক সেতু বলা যেতে পারে। তা এদের নাম গোত্রটা জেনে রাখা ভাল বৈকি।

(পর্ব) Phyum- Incretae sedid. Order Ividovirales

গোত্র- Coronavirade Genus বা জিনগত নাম- Beta coronavirs করোনাভাইরাস সবকটি প্রজাতি এরকম smooth criminal নয়। নিশব্দে মৃত্যুকে আহ্বান করে যে তা নয় কিছু মধ্যপন্থী (Moderate) তারা হলো 229E, NL63, OC43, HKU1.

২০০৩ সালে SARS CORONAVIRUS (SEVER ACUTE RESPIRATORY SYNDOM)–এ প্রায় ৭৭৪ লোকের প্রাণ হারিয়েছিল। আর ২০১৩ নাগাদ অনুষ্ঠিত (MERS) Middle East Respiratory Syndrom আরব আমিরশাহিতে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল। আর সব শেষে আমাদের তথাকথিত সন্ত্রাসবাদী করোনা ভাইরাস Covid 19.

তা যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা না জীবানু যুদ্ধ বলি হচ্ছেটা কি! Germ Games not war games! the hectic pace of the world has slowed down significantly' সত্যি বেঁচে আছি যে এক অশেষ করুণা। আমরা তো প্রকৃতিকে ওভার টেক করতে গেছি অসংখ্যবার। খোদার ওপর খোদগারি আর কি! অ্যামাজন দহন একটা নিকৃষ্ট উদাহরণ। এখন শান্ত সমাহিত হয়ে ভাববার চিন্তার অবকাশ বলছে অনেকে। আমাদের রাজ্য ও সারা ভারত সঠিকভাবে জনচেতনা বাড়িয়ে আমার কি কি করণীয় আর কি কি নয় তা সোশ্যাল মিডিয়া ভালভাবেই প্রচার করেছে সে ব্যাপারে আসার বলার কিছু নেই তবে। Fluid ও Finger থেকে সাবধান! যত কম সংক্রমায়িত হয় তত ভালো।

যাইহোক আগামী দু সপ্তাহ আমাদের ভারতবর্ষের পক্ষে খুবই ক্রুশিয়াল কারণ এখানে আমাদের করোনা নিবারণে ভালই কাজ হয়েছে। আমরা এখন স্টেজ–2 তে। তাই এখন মাস গ্যাদারিং সামাজিক অনুষ্ঠান থেকে সাবধান থাকতে হবে।

ইতালিতে ফেব্রুয়ারি মাসে ৩০০ আক্রান্ত থেকে একেবারে এই মার্চ মাসে ১০ হাজার করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে গেছে, তাহলে বুঝুন! যদি আমাদের দেশ এই স্টেজ–2 নিয়ন্ত্রণ না করতে পারে তাহলে রোগীকে সংখ্যা হাজার নয় একবারে লাখে এসে পৌঁছবে। আগামী এক মাসে ভারতীয় মেডিকেল ইতিহাসের পক্ষে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। আপনারাই পারবেন এর রাশ এবং সম্মান ধরে রাখতে। একটা কথা বলতেই হচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়া যে খবরটা একেবারে চচ্চরি বানিয়ে ছেড়েছে সেটা হচ্ছে কানাডার ল্যাবরেটরি থেকে করোনা ভাইরাস চুরি করেছে চিন তারই জিন বদল ঘটিয়েছে জেনেটিক্যালি মডিফায়েড করে।

মার্কিন সেনেটর টম কটন আবার বলেছেন নভেল করোনা ভাইরাস একটি রাসায়নিক মারণাস্ত্র। আবার উনান ইউনিভার্সিটি অফ ভিরোলজিতে ভয়ঙ্কর প্রাণঘাতী ভাইরাস নিয়ে নাকি গবেষণার কাজ চলছিল। এসব চাপানউতোর চলতেই থাকবে।

আমরা তো সামান্য লোক আমাদের শুকনো ভাতে একটু লবণের ব্যবস্থা হলেই আমরা খুশি। এই সব বিগ ব্রাদার চিন, আমেরিকার রাশিয়া জৈব সন্ত্রাস আমাদের কাছে সবই এক। আমাদের কাছে সবচেয়ে বড় সন্ত্রাস হচ্ছে বিশ্ব ব্যাপী ক্ষুধা। তার থেকেও পরিত্রাণ চাই।

স্তব্ধ হওয়া ভ্যাটিকান সিটি, জময়েত নিষিদ্ধ হওয়া মক্কা, আর কেরালায় বন্ধ হওয়া মন্দির বুঝিয়ে দিল ধর্ম আসলে ছেলে ভুলানো নাড়ু, অন্ধ বিশ্বাসের অসহায়তা আমাদের যেন গ্রাস না করে। আসুন আমরা একটু বিজ্ঞান নির্ভর হই 'ওই যে প্রবীণ ওই যে পরম পাকা/চক্ষুকর্ণ দুইটি ডানায় ঢাকা ঝিমোয় যেন চিত্রপটে আঁকা,অন্ধকরা বন্ধ করা খাঁচায়, আয় দুরন্ত আয়রে আমার কাঁচা'। আমাদের সভ্যতা তো ফলস সিলিং–এর সভ্যতা যে কোনও মুহূর্তে খসে যেতে পারে। আমাদের অবস্থাও অনেকটা উন্মত্ত বৃষশিঙ্গের ওপর অবস্থিত সর্ষে দানার মতো। যে কোনও মুহূর্তে পড়ে যেতে পারে। কিন্তু পড়ে যাওয়ার আগে অঙ্গীকার করতে চাই এ পৃথিবীকে মানুষের বাসযোগ্য করে যাব। এই হোক আমাদের দৃঢ় অঙ্গীকার।

করোনার বলি দিনমজুরি

প্রথম পাতার পর

সেকথা পূরণ করতে পারেন নি বলে বিরোধীদের কটাক্ষও শুনেছেন। দেশবাসী ভেবেছিল এবার হয়ত করোনায় রোজগার হারানো মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে সে সাধ পূরণ করবেন তিনি। সারাদিন চর্চাও চলেছিল এ নিয়ে। কিন্তু ভাষণ শেষে সকলেই হতাশ। অনুদান তো দূরে থাক, দৈনিক মজুরির খেটে খাওয়া মানুষের কথা উল্লেখই করলেন না প্রধানমন্ত্রী। দিলেন জনতা কার্ফু ও হাততালির ভোকাল টনিক। একে রাজনৈতিক চমক ছাড়া অন্য কিছু বলতেই রাজি নন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা।

কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে করোনা মোকাবিলায় উদ্যোগী হয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও। তিনিও স্কুল–কলেজ বন্ধ করে দিয়েছেন। তাড়াতাড়ি ছুটি দিয়েছেন সরকারি কর্মীদের। ঘরে থাকতে, দূরে থাকতে আবেদন করছেন মানুষকে। চিকিৎসা পরিকাঠামো তৈরিতেও উদ্যোগী হয়েছেন। প্রায় প্রতিদিন রুটিন করে বৈঠক করছেন নবান্নে। সকলের 'ভালো'–র জন্য বাতলে দিচ্ছেন নানা পন্থা। জরুরি পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত কর্মীদের জন্য বাড়িয়ে দিয়েছেন বিমার অর্থ। অথচ তিনিও নীরব খেটে খাওয়া, দিন আনা দিন খাওয়া মানুষগুলোর সম্বন্ধে। ক্ষতিপূরণ দূরে থাক তাদের রোজগার খোয়ানোর কথা একবারের জন্যও বলছেন না বৈঠকে।

দেশ ও রাজ্যের শাসকরা এড়িয়ে গেলেও অসংগঠিত ক্ষেত্রের কর্মীরা কিন্তু বলছেন তাদের অবস্থা ক্রমশঃ খারাপের দিকে চলেছে। এরপর যদি অপরাধ প্রবণতা বাড়ে তাহলে পরিস্থিতি ঘোরালো হবে বলে ধারণা ট্রেড ইউনিয়নের নেতাদের। তাঁদের ধারণা আশঙ্কা কাটলেও বাজার ঘুরে দাঁড়াতে খানিকটা সময় লাগবে। বাংলায় সামনে চৈত্র মাস। সে বাজারও যদি হাতছাড়া হয় তাহলে আর রক্ষা নেই। উৎসব–মেলাও বন্ধ। করোনা এবার শারীরিক আক্রমণের পাশাপাশি মানসিক আক্রমণে উদ্যত। বাড়ছে হতাশা, একাকিত্ব আর আর্থিক দুশ্চিন্তা। অবিলম্বে দেশ চালকরা মানুষের রোজগার সুরক্ষায় ব্যবস্থা না নিলে আরও বড় বিপর্যয় অপেক্ষা করছে বলে মনে করছেন সমাজবিদরা।

আক্রান্ত কম প্যানিক বেশি

প্রথম পাতার পর

আমার অধীনে বারাসত জেলা হাসপাতাল সহ তিনটি মহকুমা হাসপাতালে আইসোলেশনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আর কোয়ারেনটিন সমগ্র উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলায় একমাত্র বারাসত জেলা হাসপাতালে হয়েছে।' করোনা নিয়ে আতঙ্ক প্রসঙ্গে সিএমওএইচ বলেন, 'বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পক্ষ থেকে একে আন্তর্জাতিক মহামারি ঘোষণা করা হয়েছে। ফলে জনমানসে আতঙ্ক হওয়া অস্বাভাবিক নয়। তবে গুজব ছড়ানো থেকে বিরত থাকা উচিত। পাশাপাশি সরকার নির্দেশিত সতর্কতা ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলাই এর থেকে মুক্তি লাভের সহজতর পন্থা।'

হাবড়া হাসপাতালের সুপার ডা. শঙ্করলাল ঘোষ বলেন, 'এখনও পর্যন্ত গোটা ভারতবর্ষে মৃত্যুর পরিমাণ প্রায় দুই শতাংশ। ফলে অহেতুক প্যানিক হওয়ার কোনও কারণ নেই। চিন থেকে ইতিমধ্যে চিকিৎসায় সফলতার অনেকগুলি তালিকা পাঠিয়েছে ডাক্তারদের কাছে। আমাদের মতো গরম প্রধান দেশে এই রোগের প্রকোপ খুব একটা বেশি হবে না। সাধারণত ইনফ্লুয়েঞ্জাকে অনেকে করোনা ভেবে ভীত হয়ে পড়ছেন। আসলে এর সংক্রমণ ক্ষমতা খুব বেশি হলেও মৃত্যুর ক্ষমতা খুব কম। মানুষকে অকারণ সন্ত্রস্ত করে তাদের টাকা লুটে পুটে নেওয়া বাণিজ্যিক সংস্থাগুলির চিরকালীন প্রবণতা। তারাই প্যানিক সৃষ্টি করে মানুষকে বিভ্রান্ত করে।'

বারাসতের বিধায়ক তথা টলিউডের প্রথম সারির জনপ্রিয় অভিনেতা চিরঞ্জিত চক্রবর্তী বলেন, 'সারা পৃথিবী জুড়ে একটা ভয়াবহ পরিস্থিতি চলছে। সম্ভবত একশো বছরে এমন অবস্থা হয়তো একবার আসে। এখান থেকেই আমাদের মানবজাতির মুক্তির রাস্তা খুঁজতে হবে। উন্নত দেশগুলির কাছে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা আমাদের থেকে অনেক বেশি মজবুত। তাদের হয়তো এক হাজার লোকের জন্য একজন করে ডাক্তার আছে। আমাদের দেশে তা নেই। এজন্য আমাদের আরও সতর্কতা প্রয়োজন। প্রায় ১৪০ কোটি জনসংখ্যার প্রায় পনেরো শতাংশ মানুষকে খুব সচেতন থাকতে হবে। যারা মূলত শহরে বাস করেন এবং বিদেশে যাতায়াত করেন। আমাদের ভারত সরকার সহ আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা যে সতর্কতা অবলম্বনের নিদানগুলি দিয়েছেন, তা ঠিকমতো মেনে চলতে হবে। চিকিৎসকরা জানিয়েছেন এই ভাইরাসটির জীবনীশক্তি সংক্রমণক্ষমতা বেশি হলেও জীবণীশক্তি কম। ফলে সাধারণ মানুষ একটু নিজেরা যদি নিজেদের স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতন হন, তাহলে এই রোগকে রোখা সম্ভব। বারাসতে একজনকে সন্দেহজনক হওয়ায় হাসপাতালে পরীক্ষার জন্য সুপারের কাছে পাঠায়। কিন্তু পরীক্ষায় করোনা মেলেনি। ফলে তাকে সাধারণ চিকিৎসার পরামর্শ দেন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ।

মহানগরে

করোনা ঘোচালো সারাদিনের হয়রানি

নিজস্ব প্রতিনিধি : মানুষের জীবনে যে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র করোনা অভিশাপ বয়ে এনেছে সেই ভাইরাসই দীর্ঘদিনের হয়রানি সরিয়ে দিল কলকাতাবাসীর জীবন থেকে। করোনার এই ইতিবাচক ভূমিকাকে অনেকে ব্যঙ্গ করলেও বাস্তবে ঘটেছে এটাই। ব্যাপারটা এরকম।

জন্ম বা মৃত্যুর পুরানো সার্টিফিকেট পেতে কলকাতাবাসীকে ছুটতে হয় পুরসভার সদর দফতরে। এটাই দস্তুর। দফতর খোলার আগে সকাল থেকে সেখানে পড়ে দীর্ঘ লাইন। এমনকি পয়সা দিয়ে লাইন রাখার ব্যবস্থাও এখানে ধরা পড়েছে। পুরভবন খুললে লাইন যায় ভিতরে। এরপর কাউন্টারে একের পর এক আবেদন জমা দেওয়ার পালা। শুরু হয় দীর্ঘ অপেক্ষার পালা। সবশেষে সারাদিন গচ্চা দিয়ে যখন শংসাপত্র পাওয়া যায় তখন দুপুর গড়িয়ে বিকেল। কলকাতা পুরসভা যতই আধুনিক হোক বা ই–পরিষেবা চালু করুক না কেন এই ব্যবস্থার বদল হয় নি। কারণ হাসপাতাল–নার্সিংহোম, শ্মশান–কবরখানার পুরানো সব নথিই নাকি জমা থাকে পুরসভার সদর দফতর এস এন ব্যানার্জী রোডে। এর অন্যথা হওয়ার জো নেই। সারাদিনের এই হয়রানি নিয়ে অভিযোগও ওঠে বিস্তর। এনিয়ে সচিত্র প্রতিবেদনও প্রকাশিত হয়েছে আলিপুর বার্তায়। কিন্তু এই কেন্দ্রীভূত ব্যবস্থার বদল ঘটেনি।

এতদিন কলকাতাবাসী বা সংবাদমাধ্যম যা পারেনি সেই কাজই করে দেখালো করোনা। জনসমাগম আটকাতে কলকাতা পুরসভা এবার পাল্টে দিল দীর্ঘদিনের এই শংসাপত্র দেওয়ার ব্যবস্থা। এবার থেকে শংসাপত্র নেওয়ার আবেদন সহ প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দিয়ে চলে আসতে হবে। শংসাপত্র হয়ে গেলে ফোন করে ডাকা হবে আবেদনকারীকে। আবেদনের সঙ্গে দিতে হবে ফোন নম্বর। মেয়র ফিরহাদ হাকিম বলেন, আবেদন পত্র জমা নেওয়ার জন্য থাকবে ড্রপ বক্স। ডেপুটি মেয়র অতীন ঘোষ জানিয়েছেন আবেদন জমা দিলে মিলবে টোকেন। ডাকা হলে ওই টোকেন দেখিয়ে নিতে হবে শংসাপত্র। শংসাপত্র নেওয়ার জন্য কলকাতাবাসীকে আর সারাদিন গচ্চা দিতে হবে না।

বরাদ্দের ব্যয় কত?

নিজস্ব প্রতিনিধি : চলতি অর্থবর্ষের আর কয়েকদিন বাকি। গত ১৪ মার্চ মহানাগরিক ফিরহাদ হাকিম জানান, চলতি অর্থবর্ষে পুরসংস্থার কোন দফতর পুর পরিষেবার উন্নয়নের স্বার্থে কত অর্থ ব্যয় করেছে। তিনি জানান, জল সরবরাহ প্রক্রিয়ার উন্নয়ন অব্যাহত রাখতে চলতি অর্থবর্ষে এ পর্যন্ত ৩০০ কোটি টাকা ব্যয় করেছে (যদিও ব্যয় বরাদ্দ ছিল ৪০৬.৮৯ কোটি)। সড়ক পরিষেবার উন্নয়নের স্বার্থে পুর সড়ক দফতর চলতি অর্থবর্ষে এ পর্যন্ত প্রায় ৩১০ কোটি টাকা ব্যয় করেছে বস্তি পরিষেবার উন্নয়নের স্বার্থে ৩৩৬ কোটি টাকা। পার্ক, স্কোয়্যার অ্যান্ড আর্বান ফরেস্ট্রি দফতর ৪৩ কোটি ব্যয় করেছে। আলোকায়ন ও বিদ্যুতায়ন দফতর ১০৭ কোটি টাকা (ব্যয় বরাদ্দ ছিল ১৩৫.০৩ কোটি টাকা) ব্যয় করেছে। পুর পয়ঃপ্রণালী ও নিকাশি দফতরে ব্যয় বরাদ্দ ছিল ২৭৩.৫৮ কোটি টাকা। এ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ১৪৮ কোটি টাকা। 'কলকাতা পরিবেশ উন্নয়ন বিনিয়োগ প্রকল্পে' (কেইআইআইপি) এ পর্যন্ত চলতি অর্থবর্ষে ব্যয় হয়েছে প্রায় ৪৬০ কোটি টাকা (এর মধ্যে জল সরবরাহে ব্যয় হয়ে ১৪০ কোটি টাকা এবং সুয়্যারেজ ও ড্রেনেজে ৩২০ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে), কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় এ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ১৭৬ কোটি (বরাদ্দ ছিল ৬৫৭.১৬ কোটি টাকা), স্বাস্থ্য পরিষেবার ক্রমোন্নতির ধারা বজায় পুর স্বাস্থ্য দফতর ৫৮ কোটি টাকা এ পর্যন্ত ব্যয় করেছে। যদিও চলতি অর্থবর্ষে বরাদ্দ ছিল ১৫৮.৮৬ কোটি টাকা।

অন্যদিকে, 'পুর প্রতিনিধিদের এলাকা উন্নয়ন প্রকল্পে' ৩৬ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ ছিল, তার পুরোটাই ব্যয় হয়েছে। প্রতি পুর প্রতিনিধিকে ২৫ লক্ষ টাকা ওয়ার্ডের উন্নয়ন প্রকল্পে ব্যবহৃত হয়েছে। আর 'সুসংহত বরো

পুরবাজেট

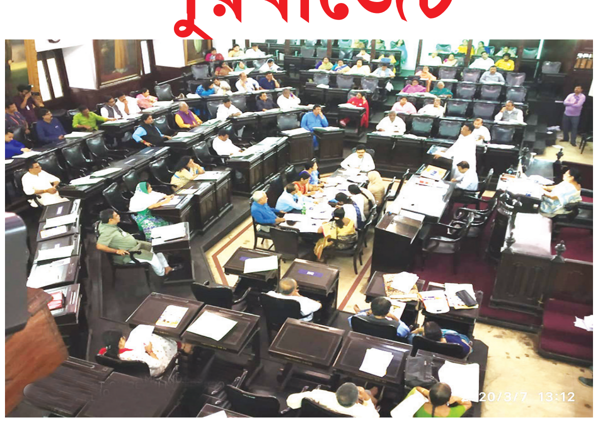

প্রকল্পে' ১৭.৬০ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল। তারও পুরোটা ব্যয় হয়েছে। 'মহানাগরিকের তহবিলে' এবার বরাদ্দ ছিল ১৫ কোটি টাকা। আর ব্যয় হয়েছে ১০ কোটি টাকা। কেইআইআইপি নিয়ে নাগরিক পরিষেবায় চলতি বর্ষে এ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ২,০৪৬ কোটি টাকা। আর কেইআইআইপি বাদে ব্যয় হয়ে ১৫৮৬ কোটি টাকা।

ছবি: উৎপল কুমার রায়

পুর স্বাস্থ্যকর্মীরাই এখনও মাস্ক পায়নি

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা মহানগরের যে অঞ্চলে রাজ্যের প্রথম নোভেল করোনা ভাইরাস (কোভিট–১৯) আক্রান্তের হদিশ মিলেছে, সেটি কলকাতা পুরসংস্থার পূর্ব প্রান্তের ১০৯ ওয়ার্ডের অধীনস্থ পঞ্চসায়র, বৈষ্ণবঘাটা, পাটুলি, মুকুন্দপুর, সার্ভে পার্ক, অজয়নগর, বুদেরহাট, ভগৎ সিংহ কলোনি এলাকা। এই ওয়ার্ডে সব মিলিয়ে ৫২টি হাইরাইজ বড়ো আবাসন আছে। স্থানীয় তৃণমূল পুর প্রতিনিধি তথা অভিনেতা জয় বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহধর্মিনী অনন্যা বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, এই ওয়ার্ডে বড়ো বড়ো আবাসনের ছয়লাপ ঘটে গেছে। অথচ এই ওয়ার্ডের ৬০ শতাংশ এলাকায় জলের পাইপ লাইনই নেই। দফতরকে সে বিষয়টি জানানো হয়েছে। পিয়ারলেস হাসপাতাল এই ওয়ার্ডের অন্তর্গত।

কলকাতা পুরসংস্থার স্বাস্থ্য দফতরও করোনার সংক্রমণ প্রতিরোধে কলকাতাবাসীকে সজাগ সচেতন করতে ইতিমধ্যে শুরু করে দিয়েছে। ওই ওয়ার্ডটি যে বরোতে সেই বরো–১২ ও বরো–১১ তে প্রতিটি বাড়িতে স্বাস্থ্য দফতরের কর্মীরা গিয়ে সর্দি, কাশি, জ্বর ইত্যাদি রোগ সম্পর্কে সজাগ, সচেতনতার প্রচার চালিয়ে ওয়ার্ডে আতঙ্কের পরিবেশ দূর করার চেষ্টা করছেন। পুর স্বাস্থ্য দফতরের মেয়র পারিষদ তথা উপ মহানাগরিক অতীন ঘোষ বলেন, ওই আশঙ্কায় ওই ওয়ার্ডস্থিত মুকুন্দভবনে'র পিছন দিকস্থিত ৭, মুকুন্দপুর স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিত্য আসা বিভিন্ন রোগীর সংখ্যা দ্বিগুন বৃদ্ধি পেয়েছে। সে কারণে ওই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে অতিরিক্ত একজন চিকিৎসককে গত ১৮ মার্চ থেকে দেওয়া হয়েছে, স্থানীয় পুর প্রতিনিধির একান্ত অনুরোধে। কিভাবে ওই সংক্রামক ভাইরাসটি থেকে রক্ষা পাওয়া যায় সে বিষয়ে সচেতন করা হচ্ছে। সেইসঙ্গে ওই ওয়ার্ডে কাশি ও জ্বরের কোনও রোগী আছে কী না তার তথ্য সংগ্রহ করে পুর স্বাস্থ্য দফতরে পাঠাচ্ছেন। আর পুর স্বাস্থ্যকর্মীরা যাতে নিরাপদে নির্ভয় কাজে নামতে পারে সেজন্য একলক্ষ মাস্কের জরুরিভিত্তিতে অর্ডার করা হয়েছে। কিন্তু তা পেতে একটু সময় লাগবে। কলকাতার ১৪৪ ওয়ার্ডের দায়িত্ব প্রাপ্ত পুর প্রতিনিধিদের বিশেষ ভাবে জানানো হয়েছে, নিজ নিজ ওয়ার্ডের কোথায় কোথায় বিদেশ থেকে গত এক মাস পূর্বে আসা মানুষজন এসে বসবাস করছেন। তাদের বিষয়ে দৃষ্টি রাখা। সজাগ থাকা। তারা অনেকেই বলছেন যে এয়ারপোর্ট থেকে তাদের কোনও নির্দেশ দেওয়া হয়নি। স্বভাবতই আমরা স্থানীয় থানাকে বিষয়টি জানাচ্ছি। রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতরকে আমরা বিষয়টি জানাচ্ছি। যারা বিদেশ থেকে আসছেন তাদের অনেকেই হয়তো প্রাথমিক 'থার্মাল স্ক্যানিং'–এ হয় তো ধরা পড়ছেন না। কিন্তু তাদের যে অ্যাডভাইজারিটা দেওয়া হচ্ছে, তাদের অনেকেই নিজ পাড়ায় গিয়ে সেটা জানাচ্ছেন না। তারা জন সমক্ষে বেরিয়ে আসছেন। ফলে আইনেই আছে যে, 'বিদেশ থেকে এলে 'কোয়ারান্টাইনে' যাওয়াটা বাধ্যতামূলক। এয়ারপোর্ট অথরিটি ও কেন্দ্রীয় সরকার এ বিষয়ে অত্যন্ত কড়া পদক্ষেপ নিক। আইন প্রয়োগ করার সময় এসে গিয়েছে। এবং ভারতের যেসব অঞ্চলে করোনার সামান্য প্রাদুর্ভাব বৃদ্ধি পেয়েছে, সেখান থেকে পশ্চিমবঙ্গে আসা লোকেদেরও পরীক্ষার মধ্য দিয়ে পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া উচিত। রেলওয়ে স্টেশনগুলিতে মাইকে ঘোষণা করা উচিত। যারা ওইসব অঞ্চলগুলি থেকে কলকাতায় আসছেন তারা রেলের স্বাস্থ্য কেন্দ্রে আসুন। একটা প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে যান। এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জরুরি বিষয় হবে। ভারতের রেল স্টেশনগুলিতে কোনও করোনার স্ক্যানিং হচ্ছে না। পরীক্ষা হচ্ছে না। এ রাজ্যের অনেক বাসিন্দা ওইসব অঞ্চল ছেড়ে আতঙ্কিত হয়ে নিজ বাড়িতে চলে আসছেন। এদের বিষয়েও সেজন্য স্থানীয় পুর প্রতিনিধিদের সজাগ সচেতন থাকাটা জরুরি। স্থানীয় আশেপাশে কারা থাকছেন, আসছেন সজাগ সতর্ক থাকবেন।

একমাত্র জনসচেতনতাই পারে করোনা ভাইরাসকে প্রতিহত করতে। তাই ২০ মার্চ ২০২০ সকাল থেকে কলকাতা পুলিশের দক্ষিণ পশ্চিম বিভাগের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে 'বন্ধু এক আশা' সচেতনতা প্রচারে নামে। তারাতলা, বেহালা, পর্ণশ্রী, সরসুনা, ঠাকুরপুকুর, হরিদেবপুর থানা অঞ্চলে আগামী ১০দিন এই প্রচার অভিযান কর্মসূচি চলবে।

দৃশ্য দূষণ

বেহালা ট্রামডিপো মোড়ে রাস্তার ওপরেই অবস্থিত উন্মুক্ত নোংরা ফেলার জায়গা। এতে বিড়ম্বনায় পড়তে হয় নিত্য পথযাত্রী এবং গাড়িচালকদেরও। ব্যস্ত সময়ে পরিস্কার করবার জন্য পুরকর্মীরা কাজ করে এবং গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকে। তাতে চলাচলের রাস্তা আরও সঙ্কীর্ণ হয়ে যায়। এছাড়াও আশেপাশে অবস্থিত দোকানপাট উল্লেখ্য, কাছেই অবস্থিত একটি রেস্টুরেন্ট।

ছবি : অরুণ লোধ

ট্রেন নম্বর	ট্রেনের নাম	বাতিল হওয়া তারিখ
১২৮৮১	হাওড়া–পুরী গরিব রথ এক্সপ্রেস	২৪/৩/২০২০, ২৬/৩/২০২০ এবং ৩১/৩/২০২০
১২৮৮২	পুরী–হাওড়া গরিব রথ এক্সপ্রেস	২৩/৩/২০২০, ২৫/৩/২০২০ এবং ৩০/৩/২০২০
১২২৭৭	হাওড়া–পুরী শতাব্দী এক্সপ্রেস	২০/৩/২০২০ থেকে ৩১/৩/২০২০
১২২৭৮	পুরী–হাওড়া শতাব্দী এক্সপ্রেস	২০/৩/২০২০ থেকে ৩১/৩/২০২০
১৮৬৩৪	রাঁচী–পাটনা এক্সপ্রেস	২১/৩/২০২০ এবং ২৮/৩/২০২০
১৮৬৩৩	পাটনা–রাঁচী এক্সপ্রেস	২২/৩/২০২০ এবং ২৯/৩/২০২০
১২৮৩২	ভুবনেশ্বর–ধানবাদ গরিব রথ এক্সপ্রেস	২০/৩/২০২০, ২২/৩/২০২০. ২৪/৩/২০২০, ২৭/৩/২০২০, ২৯/৩/২০২০ এবং ৩১/৩/২০২০
১২৮৩১	ধানবাদ–ভুবনেশ্বর গরিব রথ এক্সপ্রেস	২১/৩/২০২০, ২৩/৩/২০২০. ২৫/৩/২০২০, ২৮/৩/২০২০, ৩০/৩/২০২০ এবং ০১/৪/২০২০
১২২৮১	ভুবনেশ্বর–নিউ দিল্লি দুরন্ত এক্সপ্রেস	২৫/৩/২০২০
১২২৮২	নিউ দিল্লি–ভুবনেশ্বর দুরন্ত এক্সপ্রেস	২৬/৩/২০২০ সূত্র :পিআইবি

বাতিল ট্রেন

বিশেষ প্রতিনিধি : করোনার জেরে বাতিল হয়ে গেল দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের বহু ট্রেন, দূরপাল্লার বহু যাত্রী এই সিদ্ধান্তে রীতিমতো হতাশ। বহুদিন আগে থেকে কষ্ট করে টিকিট কিনে তৈরি করেছিলেন সফর সূচি। এমনকী অনেকেরই বিশেষ কাজে বাইরে যাওয়ার কথা ছিল। সংক্রমণের আশঙ্কায় পুরীর সমুদ্র সৈকত বন্ধ হয়ে যাওয়ায় ঘটল এই ট্রেন বিপর্যয়। এমনকী পুরীর হোটেল শিল্প প্রায় ধরাশায়ী। পর্যটকের দেখা নেই। যারা এর মধ্যেও রয়েছেন সকলেই হোটেলবন্দি জীবন কাটাচ্ছেন। কবে সুরাহা মিলবে কেউ জানে না।

এ মুহূর্তে ওয়ার্ডভিত্তিক দলগত অবস্থা

মোট ওয়ার্ড সংখ্যা ১৪৪টি

১) ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস : ২৯ ও ৪৫ = ২টি
২) ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) : ২২,২৩,৪২, ৮৬ ও ৮৭ = ৫টি
৩) বামফ্রন্ট : সি পি আই (এম) : ২১,৭৫,৯১,৯৮, ১০২, ১০৩, ১১১, ১২৭ ও ১২৮ = ৯টি
: সি পি আই : ১০ ও ৯২ = ২টি
: আরএসপি : ৯৯ = ১টি
৪) তৃণমূল কংগ্রেস : বাকি সব ক'টি। মোট ১২৫টি

পশ্চিমবঙ্গে দক্ষতা উন্নয়ন কেন্দ্র

পিআইবি : দক্ষতা বিকাশ এবং শিল্পোদ্যোগ মন্ত্রক দেশের প্রতিটি জেলায় প্রধানমন্ত্রী কৌশল কেন্দ্র (পিএমকেকে) গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এই পিএমকেকে গড়ে তোলার জন্য মন্ত্রক বেসরকারি প্রশিক্ষণ সংস্থাগুলিকে ঋণ দিয়ে থাকে। এই কেন্দ্র স্থাপনের জন্য সংস্থাগুলি ৭৫ শতাংশ বিনিয়োগের অর্থ সুবিধাজনক হারে ঋণ পেয়ে থাকে। পশ্চিমবঙ্গের দার্জিলিং এবং উত্তর দিনাজপুর সহ বিভিন্ন জেলায় ৪৩টি পিএমকেকে গড়ে তোলা হয়েছে। কালিম্পং জেলায় এই কেন্দ্র গড়ে তোলার জন্য পাওয়ার টু এমপ্লয়ার্স স্কিলস প্রাইভেট লিমিটেড'কে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। দার্জিলিং, উত্তর দিনাজপুর, কালিম্পং সহ পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় পিএমকেকে গড়ে তোলার জন্য ২০ কোটি ২১ লক্ষ টাকা ঋণ দেওয়া হয়েছে।

২০১৬–২০ সালের মধ্যে পিএমকেকে গড়ে তোলার জন্য ফ্ল্যাগশিপ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। স্মার্ট ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে এই কাজ রূপায়ণের ওপর নজরদারি করা হয়। ২০১৬–২০ সালের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে পিএমকেকে থেকে ২ লক্ষ ৯৬ হাজার জন প্রশিক্ষিত হন। এঁদের মধ্যে ১ লক্ষ ৫৭ হাজার শংসাপত্র পেয়েছেন।

লোকসভায় রাজু বিস্ত–এর এক প্রশ্নের জবাবে এ কথা জানান দক্ষতা বিকাশ ও শিল্পোদ্যোগ দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী আর কে সিং।

অর্ডিন্যান্স ফ্যাক্টরির ২১৯তম প্রতিষ্ঠা দিবস

পিআইবি : আগামীকাল অর্ডিন্যান্স ফ্যাক্টরি ২১৯তম প্রতিষ্ঠা দিবস। করোনা ভাইরাস সংক্রমণের জেরে দিবসটির আগামীকালের অনুষ্ঠান বাতিল করা হয়েছে। তবে প্রাক্কালে আজ কলকাতায় অর্ডিন্যান্স ফ্যাক্টরি বোর্ডের কার্যালয়ে এক সাংবাদিক বৈঠকে সংস্থার মহানির্দেশক এবং বোর্ডের চেয়ারম্যান হরি মোহন বলেন, অর্ডিন্যান্স ফ্যাক্টরি দেশের প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম উৎপাদনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। অর্ডিন্যান্স ফ্যাক্টরির সাফল্যের কথা তুলে ধরে মোহন বলেন, ধনুষ' ১৫৫x৪২ আর্টিলারি গান সিস্টেম এবং সারাঙ্গ' ১৫০x৪৫ ক্যালিবারের আধুনিকীকরণ করা হয়েছে। ৪০ এমএম আন্ডার ব্যারেল গ্রেনেড লঞ্চার অ্যামিউনিশন, জয়েন্ট ভেঞ্চার প্রোটেকশন কার্বাইন (জেভিপিসি) আলফা ভার্সন, ৭.৬২x৫১ এমএম বেল্ট ফেড লাইট মেশিনগান (এলএমজি)এর মতো আধুনিক

সমরাস্ত্রও তৈরি করছে অর্ডিন্যান্স ফ্যাক্টরি। ফিউচারিস্টিক ইনফ্যান্ট্রি কমব্যাট ভেহিকল (এফআইসিভি)–এর আধুনিকীকরণের কাজ চলছে। ধনুষ' এবং সারাঙ্গ'–এর সাফল্য আসার পর ১৫৫x৫২ মাউন্টেন গান সিস্টেমের আধুনিকীকরণ করা হয়েছে। রাতে যুদ্ধ করার ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য টি–৭২ এবং টি–৯০ ট্যাঙ্কে কমান্ডার থার্মাল ইমেজিং ব্যবস্থাপনার উন্নতি করা হয়েছে। অর্ডিন্যান্স ফ্যাক্টরি গবেষণা এবং উন্নয়নমূলক কাজকে এগিয়ে নিয়ে যেতে ভারতের প্রতিরক্ষা গবেষণা উন্নয়ন সংস্থা এবং আইআইটি–র মতো বেশকিছু প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে একযোগে কাজ করছে। এর পাশাপাশি অর্ডিন্যান্স ফ্যাক্টরি বোর্ড প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে অত্যাধুনিক গবেষণার জন্য কাউন্সিল অফ সায়েন্টিফিক অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ(সিএসআইআর)–এর সঙ্গে সমঝোতাপত্র সই করেছে।

রক্সি'র ঐতিহ্য বজায় থাকবে : পুর আশ্বাস

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতার বুকে বন্ধ হয়ে গেল আরও এক ঐতিহ্যবাহী 'সিঙ্গল স্ক্রিন সিনেমা হল'। গত ১১ মার্চ একটি হিন্দি সিনেমার শেষ শো দিয়ে সাবেক স্থাপত্যশৈলীতে নির্মিত মধ্য কলকাতার রক্সি সিনেমা হলের সিনেমা প্রদর্শন অনির্দিষ্ট কালের জন্য বন্ধ হয়ে গেল। সারা কলকাতায় আর সাকুল্যে ২০টি 'সিঙ্গল স্ক্রিন সিনেমা হল' টিকে রইলো। যদিও তারও কয়েকটি এখন ধুঁকছে। যে কোনও সিনেমার আলো নিভলো বলে। তবে আশার আলো রক্সির ঐতিহাসিক ঐতিহ্য অক্ষুণ্ণ থাকবে বলে বাড়িটির মালিক পুর কর্তৃপক্ষের আশ্বাস। পুর সূত্রে খবর, কলকাতা পুরসংস্থার সম্পত্তি এই সিনেমা হলটি পুরসংস্থা 'বেঙ্গল প্রপার্টিস প্রাইভেট লিমিটেড' নামে একটি অসরকারি সংস্থাকে ১৯০৮–'০৯ অর্থবর্ষে ৯৯ বছরের জন্য দেয়। ২০০৫–'০৬ অর্থবর্ষে সেই লিজে'র মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়। কিন্তু ওই সংস্থা সিনেমা প্রদর্শন বন্ধ করে নি। সে কারণেই হলটি ছেড়ে দিতে বলা হয় ওই সিনেমা হল কর্তৃপক্ষকে। অথবা, পুরসংস্থার তরফে লিজ পুনর্নবীকরণের জন্য প্রায় ৭৮ কোটি টাকা দাবি করা

হলেও ওই সংস্থা এই পরিমাণ অর্থ দিতে রাজি না হওয়ায় কলকাতা পুরসংস্থা আদালতের দ্বারস্থ হয়। গত বছরের ডিসেম্বরে কলকাতা হাইকোর্ট জমি অধিগ্রহণের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিককে 'বেঙ্গল প্রপার্টিজ'কে রক্সি খালি করে দেওয়ার নোটিশ দেওয়ার নির্দেশ দেয়। এবং ছ'মাসের মধ্যে এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে বলে। এদিকে রক্সি ভবনে বসবাসকারী ও দোকানদার মিলিয়ে মোট ২২টি ভাড়াটিয়া উচ্ছেদ হওয়ার আশঙ্কা প্রকাশ করে পুরসংস্থাকে নির্ধারিত অর্থ দিয়েই দোকানদাররা ভাড়াটিয়া হিসাবে থাকতে প্রস্তুত বলে লিখিত চিঠি জমা করে। এবং পুরসংস্থা সেটি গ্রহণ করেছে বলেও এক সূত্রে জানাও যায়। প্রসঙ্গত, এসপ্ল্যানেট–ধর্মতলা অঞ্চলে এক সময় দশের বেশি 'সিঙ্গল স্ক্রিন সিনেমা হল' ছিল। এখন কোনও মতে দু'টো বেঁচে বর্তে আছে। সি. আর. অ্যাভিনিউস্থিত ভিক্টোরিয়া হাউস নিকটস্থ প্যারাডাইস সিনেমা হলটিও এই সংস্থা পরিচালনা করেন। চ্যাপলিন পার্কের পাশে চ্যাপলিন সিনেমা হল ভেঙে ওই স্থলে কলকাতা পুর সংস্থা তার নিজস্ব বর্ধিত কার্যালয়ের নির্মাণ কাজ করছে। আর রক্সিতে আপাতত পুর ট্যাক্স ও অ্যাসেসমেন্ট দফতরের কর্মীদের বসার জন্য কিছু জায়গা প্রয়োজন। সেজন্য সেখানের কয়েকটি ঘর ব্যবহার হবে।

সেল্ফে'র নারী সম্মান

নিজস্ব প্রতিনিধি : বছরের ওই মার্চের একটি দিনই নয়, বছরের প্রতিটি দিনই 'আন্তর্জাতিক নারী দিবস'। এই লক্ষ্যে গত ১৫ মার্চ বেহালার সরসুনা আবাসনে 'এথিক্যাল লাইফ ফাউন্ডেশন ও শ্রাবন্তী কথা কেন্দ্রে'র (নেহরু যুব কেন্দ্র কর্তৃক অনুমোদিত) পরিচালনায় ও তত্ত্বাবধানে কলকাতার বিশিষ্ট কয়েকজন যশস্বী কৃতী মহীয়সী মহিলাকে 'আন্তর্জাতিক মহিলা দিবস' উপলক্ষে 'নারী সম্মান–২০২০' সম্মানে সম্মানিত করা হয়। ভিজিউয়্যাল আর্টিস্ট বর্তমান থিম মেকার শিল্পী উপাসনা চট্টোপাধ্যায়, চিকিৎসক ডা. রুমা রায় দত্ত, স্নেক বাইট গবেষক সোনিয়া মন্ডল, রূপান্তরকামী রঞ্জিতা সিনহা, নৃত্য গুরু শ্রাবণী রায়, দৃষ্টিহীন আলপনা ভৌমিক, মানবাধিকার কর্মী বিশ্বরূপা ভাদুড়ি, সমাজকর্মী তনুশ্রী দত্ত, নাট্যকর্মী রূপা রায়চৌধুরী, আদর্শ মা দিপালি বন্দ্যোপাধ্যায়, আইনজীবী রুণা মিস্ত্রি ও শিক্ষিকা শর্মিষ্ঠা পুরকায়স্থকে স্মারক, উত্তরীয় ও মিষ্টি দিয়ে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। এই সম্মাননা অনুষ্ঠানে সেল্ফে'র পক্ষ থেকে দেবব্রত রায় ও প্রীতম বন্দ্যোপাধ্যায় ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। নৃত্য ও সংগীত পরিবেশনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানটি পরিচালিত হয়।

মাঙ্গলিকী

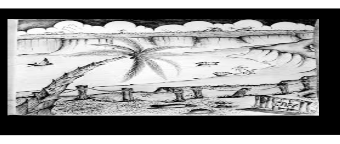

সাহিত্যে উপেক্ষিত উদ্বাস্তু সমস্যা

আজাদ বাউল : গত ৭ মার্চ সাহিত্য পরিষদ সভাঘরে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে উদ্বাস্তু সমস্যা, বাঙালির জীবন ও সাহিত্য সম্পর্কে আলোচনা চক্রে উঠে এলো নানা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। বিশিষ্ট সাহিত্যিক মধুময় পাল প্রশ্ন তুললেন ৪৬ থেকে ৭০–এর দশক পর্যন্ত পূর্ব বঙ্গ থেকে ছিন্নমূল যে বাঙালি উদ্বাস্তুরা এদেশে নিদারুণ জীবন যন্ত্রণা নিয়ে ভেসে বেড়ালেন তা নিয়ে বাংলা সাহিত্য জগৎ তেমনভাবে মাথা ঘামায়নি। যাদের নিশ্চিত দুবেলা দুমুঠো অন্নের সংস্থান ছিল তাদের বেঁচে থাকার জন্য সামান্য মাথা গোঁজার জন্য

নিদারুণ কষ্ট স্বীকার করতে হয়েছে। শুধু আর্থিক ভাবে নয় পারিবারিক সম্পর্কের নানা আবেগের স্থানকেও দেশভাগের মূল্যে বলি দিতে হয়েছে। বাংলা সাহিত্যে তার প্রতিফলন তেমনভাবে দেখা যায়নি। এতো বড়ো দেশত্যাগের ঘটনা কয়েক কোটি মানুষের সমাজ জমিজমা ঘরবাড়ি হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে যাওয়ার ঘটনা হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রফুল্ল চক্রবর্তীর মতো হাতে কয়েকজন বাঙালি লেখকদের কলমে উঠে এলেও বাকিরা নীরব রইলেন কেন? পরকীয়া কিংবা অন্য কোনও ধরনের উপাদানে সাহিত্য সৃষ্টি হলেও দেশভাগ তেমন গুরুত্ব পায় নি বাংলা সাহিত্যে যেটা পঞ্জাবের সাহিত্য জগৎ মনে রেখেছে তীব্রভাবে দেশভাগকে। মধুময় পাল ছাড়াও আলোচনা চক্রে উপস্থিত ছিলেন সুমন গুন ও প্রসূন বর্মন। পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ শিক্ষা দফতরের সহায়তায় এই অনুষ্ঠানটি হয়।

মহাত্মা গান্ধির সার্ধশত বর্ষের প্রারম্ভে ‘আলোর পথ যাত্রী’র একটি উজ্জ্বল প্রয়াস

বাবুল কৃষ্ণ দে

জাতীর জনকের জন্মের সার্ধশত বর্ষের প্রাক্কালে মানিকতলা দলছুট এর এই শুভ প্রয়াস কিছুটা আশার সঞ্চার করেছে।

বাস্তবিক মহাত্মা গান্ধিকে নিয়ে বিতর্কের শেষ নেই। বিতর্ক তার রাজনৈতিক দর্শন অহিংসনীতি ও তার প্রয়োগ কৌশল ইত্যাদি নিয়ে। বাংলায় যে তিনি জনপ্রিয় ছিলেন না। বাঙালি বরাবর নেতাজি সুভাষ বোসের প্রতি মোহাবিষ্ট ছিল। এখনও আছে এবং বোধ করি ভবিষ্যতেও থাকবে। বিদ্রোহী বাঙালি সব সময়েই মনে প্রাণে বিপ্লবী। বিপ্লবাত্মক কার্যকলাপ ও তার চুম্বক আকর্ষণ সমগ্র বাঙালি জাতীকে আকৃষ্ট করেছে মনে প্রাণে। আর এখানেই সুভাষ একেবারে ঘরের ছেলে হয়ে জাতীর জনককে অনেকটা পেছনে ফেলে দিয়েছে। গান্ধীর স্বরাজ যে রাজনৈতিক দর্শনের কথা বলে তা সাধারণ মানুষের কাছে দুর্বোধ্য, স্বাধীনতার স্পষ্ট ধারণা সেখানে অনুপস্থিত। নেতাজির প্রতি মহাত্মার অবজ্ঞা–দ্বন্দ্ব, আজও বড় প্রাসঙ্গিক। জনগণের সামনে যদি আজ স্বয়ং মহাত্মা এসে দাঁড়ান তবে তিনি কি ভাবে এর উত্তর দেবেন। এই প্রেক্ষাপটেই নাটকটি সাজিয়েছে নির্দেশক মিঠু দে।

আমরা গান্ধিজিকে দেবতার আসনে বসিয়ে ভাবের ঘরে চুরি করে চলেছি অনেকেই। মেকি গান্ধিবাদীতে দেশ ভরে গেছে। গান্ধিজির মতো বিতর্কিত এতো বড়ো মাপের ব্যক্তিত্বকে নিয়ে রাজনীতি হবেই, এটা কাম্যও বটে। কিন্তু ভারত বা পৃথিবীর ইতিহাসে তার অবদানকে ধুয়ে মুছে ফেলা সম্ভব হবে কি? এই শতাব্দীতে বড় অস্থির সময়ে উগ্র জাতীয়তাবাদ সেখানে মাথা চাড়া দিচ্ছে, তখন তাঁর রাজনৈতিক দর্শন ও গণ আন্দোলনের কিছু কিছু দিক আমরা স্বচ্ছন্দে ফিরে দেখতে পারি। এতে দোষের কিছু নেই।

এই আলোকপাত জরুরিও বটে। অভিনয়ে গান্ধির ভূমিকায় স্বজন সৃজন মুখোপাধ্যায় খুব আশাব্যঞ্জক কাজ করে গেলেন। আর যারা সহযোগ দিলেন তারা যথা কৃষ্ণেন্দু ভট্টাচার্য (সভাপতি), কিশলয় মাঝি (Vice Principal), অন্বেষা ভট্টাচার্য, রাজশ্রী অবতার (ঘোষক), জয় ব্যানার্জী ও গোপাল বসাক প্রমুখেরা। সৌমাল্য–র (কাউন্সিলর) চরিত্র দর্শকের মজা লেগেছে।

স্বল্প পরিসরে একটা ভাল কাজের নমুনা দেখতে পেলাম। তবে এটা শুধু একটা ট্রেলার পূর্ণাঙ্গ চিত্র নয়। এর জন্য দরকার আরও দীর্ঘ অনুশীলন। মিঠু অনেক পুরানো নাট্যকর্মী ও নাটক নিয়ে ভাবছে, সত্যদর্শন এর জন্য বিতর্কিত বিষয়কে পাদপ্রদীপের আলোতে তুলে আনছে এটা কম কথা নয়। ভাবতে ভাল লাগছে এই ভেবে যে ভবিষ্যতের ব্যটন হাতে তুলে নেওয়ার দক্ষতা প্রজন্ম ধীরে ধীরে উঠে আসছে। মিঠুকে অভিনন্দন জানাই।

নাটক : আলোর পথ যাত্রী
প্রযোজনা : মানিকতলা দলছুট
কাহিনী /নাটক : সৌমেন পাল, নির্দেশনা/মঞ্চ/সম্পাদনা : মিঠু দে

কবিতা পাঠ

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৮ মার্চ বিকালে সিউড়ি জেলাপরিষদ সভাকক্ষে ‘আহ্বান সাহিত্য পত্রিকা’ এবং ‘নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে’র সিউড়ি শাখার যৌথ উদ্যোগে শতবর্ষের আলোকে কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় শীর্ষক আলোচনাসভা ও কবিতা পাঠ অনুষ্ঠিত হলো। কবির সাহিত্যকীর্তির উপর আলোকপাত করেন বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা অধ্যাপক বিশ্বজিৎ রায় এবং সাহিহ্যিক মধুময় পাল। ১ মার্চ দুবরাজপুর শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ আশ্রমের অডিটোরিয়াম হলে ‘সংকল্পে সুচনা’ সাহিত্য পত্রিকার মোরক উন্মোচন হলো। নৃত্য পরিবেশন করে সুরভী রায়। ‘শুভ্রা’ সাহিত্য পত্রিকার প্রকাশ ঘটে। দুবরাজপুর শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ আশ্রমের শীর্ষসেবক স্বামী সত্যাশিবানন্দ মহারাজ সহ বিশিষ্টজনেরা উপস্থিত ছিলেন। সমগ্র অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন শিক্ষক সৌমেন মুখার্জী।

রামকৃষ্ণের জন্মতিথি

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ২৫ ফেব্রুয়ারি (২০) সন্ধ্যায় ‘বিবেকানন্দ সোসাইটির’ উদ্যোগে সম্পাদক প্রতাপ সাহার সুষ্ঠু পরিচালনায় ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের ১৮৫তম বর্ষ শুভ আবির্ভাব তিথি উৎসব সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হল। ঠাকুর রামকৃষ্ণের মহান জীবনী ও অমর বাণী সম্বন্ধে সারগর্ভ ভাষণ দেন প্রব্রাজিকা সদানন্দপ্রাণা মাতাজী ডঃ বন্দিতা ভট্টাচার্য্য, আদিত্য চক্রবর্তী, সলিল চক্রবর্তী প্রমুখ। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন অজয় পাল। এছাড়া স্তবপাঠ, ভজন, বিশেষ পুজো, হোম, ধর্মসভা, চণ্ডীপাঠ ও ভক্তদের প্রসাদ বিতরণ করা হয়। শুভ অনুষ্ঠানে অসংখ্য শ্রোতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

দমদমে বসন্তোৎসব

হীরালাল চন্দ্র: গত ১৫ মার্চ (২০) সন্ধ্যায় নাগেরবাজার যুগীপাড়া রোডে ‘সুর সপ্তকের’ উদ্যোগে বর্ষীয়ান শিক্ষক ওসঙ্গীতপ্রেমী রামমোহন ভট্টাচার্য্যের পৌরোহিত্যে ‘বসন্ত উৎসব’ মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হল। শুভ উৎসবে রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশন করে শ্রোতাদের মন্ত্রমুগ্ধ করেন প্রতিভাময়ী বেতার শিল্পী ডক্টর অর্চিতা ঘোষ। সাথে তবলা সঙ্গত ওপার্কাসল বাজান মলয় ঘটক, শ্যামল মণ্ডল ও মণীন্দ্র পাঁজা। সেতার বাজিয়ে মোহিত করেন রামমোহন ভট্টাচার্য্য। সঙ্গীত পরিবেশন করেন জয়শ্রী গাঙ্গুলী, সোনালী দাস, রত্নাভ ভট্টাচার্য্য, কেয়া দত্ত, অচিন্ত্য দোলুই, অশোক দাস, তৃপ্তি দাস, শ্যামলী ভট্টাচার্য্য, শ্যামল চক্রবর্তী, দীপান্বিতা মুখার্জী, সুচরিতা ভট্টাচার্য্য, কাজলরায় বর্মন ও শেখ সওগাত। গীটার বাজান সমর দত্ত।

প্রতিষ্ঠা বার্ষিক মহোৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ১৮ থেকে ২৫ ফেব্রুয়ারি (২০) সন্ধ্যায়, রাজা দিগম্বর মিত্রের বাসভবনে ঝামাপুকুর শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ সংঘের উদ্যোগে ৪১তম বর্ষ প্রতিষ্ঠা দিবস ও ঠাকুর রামকৃষ্ণের ১৮৫ তম বর্ষ আবির্ভাব তিথি উৎসব সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হল। বিভিন্ন দিনে রামকৃষ্ণ, মা সারদা দেবী ও স্বামী বিবেকানন্দের মহান জীবনী ও অমর বাণী সম্বন্ধে সারগর্ভ ভাষণ দেন স্বামী স্তবপ্রিয়ানন্দ, বলভদ্রানন্দ, সুরোত্তমানন্দ, আত্মনাথানন্দ প্রব্রাজিকা ভাবরূপপ্রাণা মাতাজী, প্রাক্তন রাজ্যপালশ্যামল সেন, ডাঃ মলয় দাশগুপ্ত, বন্দিতা ভট্টাচার্য্য, জয়া চ্যাটার্জী, কল্যাণ বিশ্বাস, গৈরিক দাশগুপ্ত, পার্থসারথি গোস্বামী, রনজিৎ রায়, কল্যাণ চ্যাটার্জী প্রমুখ। এছাড়া বিশেষ পুজো হোম, ভোগ নিবেদন, অমৃতম প্রকাশ ভক্তিগীতি ও ভক্তদের প্রসাদ বিতরণ করা হয়। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সমর সরকার। পরিচালনা করেন সম্পাদক অমিত সুর রায়।

বার্ষিক মিলনোৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ২৮ ফেব্রুয়ারি (২০) সন্ধ্যায় বাগবাজার ফণীভূষণ মঞ্চে ‘দমদম সমকালীন সাংস্কৃতিক মঞ্চের’ উদ্যোগে বার্ষিক উৎসব ভাষা দিবস উৎসব অনুষ্ঠিত হল। অতিথি ছিলেন উৎপল সান্যাল। নৃত্যে বৈশাখী কুণ্ডু, ভাস্বতী ব্যানার্জী ও স্বর্ণালী সেনগুপ্তা। শ্রুতিনাটকে–অরুণ ভট্টাচার্য্য ও ক্যামেলিয়ান গুহ। কবিতা পাঠে ইন্দ্রানী সান্যাল, সমীর চক্রবর্তী ও ফৌজিয়া সিরাজ সঙ্গীতে সুফিকা রহমান, মঞ্জুশ্রী ব্যানার্জী, অভীক দাস চৌধুরী, মধুমিতা, শ্যামলী, মানসী, সোনালী, সোমা, শুভজিৎ, মল্লিকা, সীমা, সুস্মিতা, কেয়া, জয়শ্রী, শিখা রত্নাভ, কাবেরী, ভাস্কর, অশোক, শান্তা, অচিন্ত্য, স্বপ্না, মিতা, মালা, প্রদীপ্তা, শর্মিষ্ঠা, লোপামুদ্রা, শকুন্তলা, রূপশ্রী, ঝুমা, সুমিতা, লুনা, মনীষা, রিংকু, বন্দনা, লক্ষী, নবনীতা, দেবব্রত প্রমুখ। সাথে অরগ্যান, অকটোপ্যাড ও তবলা সঙ্গতে সুবীর বাবুরা মলয় ও শ্যামল। পরিচালনা সম্পাদক সুজন সেন রায়, সঞ্চালনায় বিশ্বজিৎ সেনগুপ্ত।

রক্তদান শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি : সম্প্রতি সকালে সেন্টার সিঁথি রোডের জুনিয়ার প্রাইমারী স্কুলে ‘সৌমেন ঘোষ সোমারিয়াল চ্যারিটেবল ক্লিনিকের’ উদ্যোগে শ্যামল দে বিশ্বাসের পৌরোহিত্যে, রুমা ভট্টাচার্য্যের স্মরণে শুভঙ্কর ভট্টাচার্য্য ও সুশান্ত মণ্ডলের আহ্বায়নে সম্পাদক দেবজ্যোতি মুখার্জীর পরিচালনায় রসিকেন্দ্র সরকারের ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমেও দেবপ্রসাদ দাসের সঞ্চালনায় ৩৫ তম বর্ষ ‘রক্তদান শিবিরে’ ২৮ জন রক্তদাতা স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। সংস্থার জনহিতকর কাজের প্রশংসা করেন পুরমাতা পুষ্পালী সিনহা, অভিনেতা দেবশংকর হালদার, কন্যাকুমারী চন্দ প্রমুখ। ক্লিনিকের জনসেবামূলক কাজের বিবরণ–:

১। মনোজ পাল দাসের স্মরণে ২৪ ঘণ্টা অক্সিজেন পরিষেবা, ২। সুলভ মূল্যে প্যাথোলজিক্যাল টেষ্ট ও ফিজিওথেরাপী, ৩। দিবারাত্র অ্যাম্বুল্যান্স, ৪। অভিজ্ঞ চিকিৎসক দ্বারা স্বাস্থ্য পরিষেবা, ও ওষুধ বিতরণ, ৫। চক্ষু অস্ত্রোপচার শিবির প্রভৃতি।

স্মরণসভা

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ১৬ ফেব্রুয়ারি(২০) সন্ধ্যায় ‘সুর সপ্তকের’ উদ্যোগে দমদম নাগেরবাজার যুগীপাড়া রোডে রামমোহন ভট্টাচার্য্যের পৌরোহিত্যে ওমলয় ঘটকের পরিচালনায় বিশিষ্ট উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শিল্পী অবন্তী চক্রবর্তী ও অধীর কর্মকারের প্রয়াণে এক শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়। রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশন করে শ্রোতাদের মুগ্ধ করেন প্রতিভাময়ী বেতার শিল্পী ডক্টর অর্চিতা ঘোষ, স্মৃতিচালণকরেন সুশান্তগুপ্ত, স্বপন ভট্টাচার্য্য, শ্যামলী ভট্টাাচার্য্য, মানসী ব্যানার্জী, শম্পা ঘোষাল, রত্নাভ ভট্টাচার্য্য, কাজল বসু, সুচরিতা ভট্টাচার্য্য, নারায়ণ ভট্টাচার্য্য প্রমুখ।

বসন্তের রাণী
রণজিত কুমার সরকার

সাজাতে বসন্তের উৎসব অঙ্গন
শিমূলের লাল ফুলে ও অগ্নিরঙা পলাশ ফুলে
ফাল্গুনে আসে বসন্তের রাণী।
বনে বনে তার বরণ আয়োজনে কাঠকরবী যেন ফুলদানী।
গাছে গাছে নতুন পাতা সবুজ ও তামা রঙ মাখা,
দীঘির পাড়ে সাদা ভেঁটি ফুল বন–বিধবার সাজে
যৌবন কাননে প্রেমাভিসারে কারো হৃদয় হয়তো নাচে।
ভ্রমর ফেরী করে ফুলদলে প্রীতির মধুর গুঞ্জরণ,
চোখ–ক্যামেরায় আমি ধরে রাখি বসন্ত রাণীর রূপ
(কুশমণ্ডী, দক্ষিণ দিনাজপুর)

স্বপ্ন
অভিনন্দন মাইতি

হাতের ওপর হাত রেখে যে সময় কেটে যায়
তাকে কেউই হাতছাড়া করতে চায় না
সময় ভাঙে
তবু নীরবে গড়ে যায় ঢেউ
আলোর পিঠে রাখা যায় না কিছু
দুহাতের মুঠি শক্তপোক্ত রেখে এগিয়ে যায় ভেজা শরীর
ঠেলতে ঠেলতে অন্ধকারের বুকে পোঁতা হয় গাছ।
(হরেন্দ্র নগর, কাকদ্বীপ, দঃ ২৪পরগণা)

তারপর
তপন কুমার দাস

তোমার কথা ভাবতে ভাবতে
আমিও মেঘ হয়ে যাই
তারপর সকালে
বৃষ্টিতে আমি একা ভিজে মরি !
(বালিয়াডাঙা, চাকদহ, নদীয়া)

অন্য কারিগর
অর্চনা ঘোষ

কত কিছুই তো কাছে এসেও ধরা দেয় না
অদেখাও কম নয়, দু চোখের অসীম জ্বেলে বসে থাকি
ভেবে যাই এমন দহনের কথায়
কোথাও উদ্বেগ ফুটে না উঠলে
সেখানে মৃত নদীর আত্মার নীরব শোক পালন।
কেবল অবিরাম চলার ক্ষীণ শব্দটুকু দিয়েই
সে নাড়িয়ে দিয়ে যাচ্ছে কঠিনতম প্রয়াস
উভচর জীবন স্থল খুঁজতে খুঁজতে জলের কিনারে ঘন হয়
প্রতিবিম্বে ভাসে অজস্র সংগ্রামের ডালপালা
পেটের তাগিদ নিয়ে রওনা দেওয়া মাথায়
কত কি ভাঙাচোরা, যাবতীয় ভুল হিসেব
শুধরে নিতে নিতে অন্য কারিগরের কারসাজি
সাত সাগরের ঢেউ সেই সুযোগে
লোপাট করে দেয় সব কিছু।
(কাকদ্বীপ, দঃ ২৪ পরগণা)

উন্মোচন
সুবিমল জানা

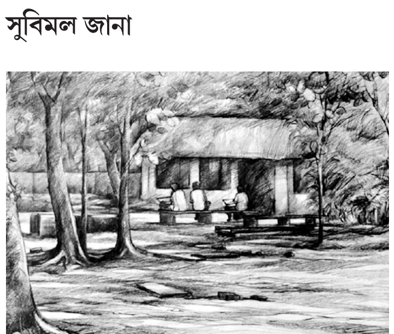

যে দরজা দু–বছর বন্ধ ছিল একবারও খোলেনি
আজ তার ছিটকিনি খুলেছে কেউ
পুরোটা খুলে হাট হয়ে যায়নি যে ভেতর বাহির এক হয়ে গেছে
বাহিরের বারান্দা বিকেল আর গাছপালা
ঢুকে পড়েছে ভেতরে
ভেতরের সব কথা রোদ পোহাতে ছুটে বারান্দায়

এমনটা হয়নি শুধু দরজা খুলেছে
এটাই যেন শেষ কথা – বাকিটা রোমান্সে ঢাকা
যেখানে এখনো থেকে গেছে কিছুটা দুরত্ব
সেই ফাঁকে একটি হাত বাহিরে এগিয়ে এসেছে
হাতে চায়ের কাপ একটু ঝাঁকুনি
একবিন্দুও মাটিতে পড়েনি, শুধু নীরবতা ভেঙে
দিচ্ছে স্মরণীয় তাপ উত্তাপ

হাতটি আমার পরিচিত হয়তো বা কবেকার চেনা
কাপটি তেমন কোন গল্প শোনায়নি
কেবল থেকে থেকে ধোঁয়ার কুণ্ডলী মিশে যাচ্ছে
আমারই প্রত্যাশার পাঁকে।
(অচিন্ত্যনগর – রায়দিঘী, দঃ২৪ পরগণা)

মানুষ
নির্মল কুমার প্রধান

এই আছি, বেশ আছি
যদিও বা গর্ত–গহ্বরে আমি !

শহরের রাস্তার দু’ধার জুড়ে গর্ত
পা পিছলে কখন থেকে পড়ে আছি
কতজনে পার হয়ে গেল পথ
সাংবাদিক, সরকারী ও এলাকার লোকজন –
যে যার নিজের কথায় বহাল,
চঞ্চল, বিব্রত, অবুঝ, কাজের আছিলায় ব্যস্ত
মানবতার ছোঁয়া পায়নি আমার আবেদন
নিজের জিজ্ঞাস্য রেখে সকলে
থেকেছো মূক–বধির–অজস্র অনুরোধেও।

গর্তে লালিত আমার জীবন
আসমান–জমির অমায়িক বন্ধনে স্বচ্ছল
ক্ষুধা তৃষ্ণার আড়ালে যে অমূর্ত ভালোবাসা
তার থেকে জন্ম নিয়েছে মান আর হুঁশ
–প্রত্যক্ষদর্শী আমি আজীবন।
(বরদাপুর, পাথরপ্রতিমা, দঃ২৪ পরগণা)

মরেও বাঁচে
আব্দুল হান্নান

সেই ঘর, সেই বাড়ী, সেই সব কিছু
সবটুকু পড়ে থাকে, মানুষ হয় পিছু
দিক শুধু একটাই, ভাববার আছে
ঘরে সীমা থাকলে, মরে সে বাঁচে।
আজীবন বেঁচে থাকার পথ নেই কারোর
আজীবন বেঁচে থাকে কর্মের ওপর।
(রামশরণপুর, কুলপী, দঃ২৪পরগণা)

বসন্তে
গণপতি বন্দ্যোপাধ্যায়

গ্রাম বাংলায় গ্রামের মাটি সাজছে ফুলে ফলে,
সূর্য উঠে রাঙায় দু–চোখ রঙীন করে তোলে
কুহু কুহু ডাকছে কোকিল ডাকছে মধুর সুরে
দখিনা বাতাস বইছে কত যাচ্ছে যে মন ভরে।
ফুটছে শিমূল ফুটছে পলাশ, রাত কেটে ভোর হলে
গুনগুনিয়ে যায় ভ্রমরা নিকষ পাখনা মেলে।
(সারেঙ্গা, বাঁকুড়া)

বিচ্ছিন্ন
আর্য বন্দ্যোপাধ্যায়

পরিবারে আজ কেউ নেই, আছি শুধু দুজন।

ও আর আমি নিকট বন্ধু, খুবই আপনজন
ও আমার সব কষ্টের সমব্যাথী, ওর কষ্টের আমি
দুজনের কাছে উভয়ে আমরা, আজ বড় বেশী দামি

বিশাল বাড়ীতে একাকীত্বের ব্যাথা যে কত,
যারা থাকে সেই বোঝে
তিল তিল করে জমানো ব্যাথা যত
অন্যেরা কি তা বোঝে।
কখন যে কোন বিপদ আসে বড়ই চিন্তা হয়
বাড়ির বাইরে থাকলে এখন মনে ঘিরে ধরে ভয়।
(বেহালা, কলকাতা–৩৪)

উত্তরণ
ইলা দাস

অধীর যন্ত্রণা মধুময় হতে পারে না বলে
আর কত অন্ধকারে সাজাবে নিজেকে ?

উত্তরণ চাই –
উদার উচ্চারণে নিমগ্ন আমি দিনভর ...
খুশীর ঘুড়ি সুন্দরের নহবত চায়
চারপাশে যে বোল তুলেছে পাখী
সোচ্চার সারাবেলা, তারই পাশে আছি নিরন্তর ...

অন্ধকারে নয় আর
আলোয় ফিরে এসো।
(পাটুলি, কলকাতা–৭৫)

মাটিই মা
সীতারাম ভকত

এই মাটিতে জন্মেছি. এই মাটিতেই মরবো,
জন্ম–মৃত্যু মাটির ’পরেই, অন্য কি আর ভাববো।
মায়ের মতই মাটি জোগায় অন্ন বস্ত্র জল
তৃষ্ণা মেটায় বছর জুড়ে, জোগায় নানান ফল
কত রঙীন ফুল যে ফোটায়, গাছের শাখে শাখে
রঙবেরঙের মধুকর ফুলের পরাগ মাখে
ভালো–মন্দ, সুখ–দুঃখ সবার মূলেই মাটি
তাই তো বলি মাটির মা, সবার চেয়ে খাঁটি !
(সারেঙ্গা, বাঁকুড়া)

বদলানো
দীপ্তি বণিক

ফুল তুলে ছিঁড়ি খাই, রোজ ছেড়ে দিই – নরখাদকে
সবাই ছুটে যাই নরকের জঙ্গলে
বোধহয় বইরের হাওয়া
ঘরের হাওয়া এর জন্য দায়ী
নিজেদের আগুন নিজেরাই জ্বালি
নিজেদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যাওয়া।
(দীঘির পাড়, রায় দিঘী, দঃ২৪ পরগণা)

ভাসমান মন
দেবযানী চক্রবর্তী

আজকাল আমায় ছেড়ে যাচ্ছে সমস্ত উচ্ছ্বাস এবং ভাবালুতা,
প্রিয়জনের মত্যু, বিচ্ছেদ, যা কিছু হচ্ছে – আমাকে দেয়না কোন বার্তা।
যখন পিছন থেকে ছুরি মারে আমার একান্ত বিশ্বস্তজন –
মন বলে, এতো হতেই পারে, মানুষই তো করে এমন
পারিপার্শ্বিকের থেকে নিজেকে করেছে বিচ্ছিন্ন।
কে খুন করল কাকে, শুনেও হইনা বিপন্ন
মনে মনে আওড়াই, এতো হতেই পারে ’
করুক না যার যা ইচ্ছা তাই, আমাকেও কেউ মারতে পারে,
ছেড়েছি সব চিন্তা ভাবনা, যদি সব যায় রসাতলে
বিচলিত হব না আমি, একা বাঁচব আপন মহলে।
একি আমার আর্ষ উদাসীনতা ? নাকি মানবিক বৈকল্য
বোধহয় এটাই বাঁচার রাস্তা, আমার নেই কোনও বক্তব্য।
(পশ্চিম পুটিয়ারী, কলকাতা–৪১)

ক্ষণিকা
বিশ্বেশ্বর রায়

কচুর পাতায় জল করে টলটল,
মৃদু হাওয়ায় করছে টলোমলো
চলকে পড়ে যাবে তা এক্ষুণি,
চিরস্থায়ী নয়কো সবাই জানি।
আনন্দ–সুখ এই জীবনের যত
কচু পাতায় ক্ষণিক নীরের মত।
কখন তারা পালিয়ে যাবে চলে,
ভাসিয়ে দিয়ে দুঃখ সাগর জলে।
(রাজডাঙ্গা, কল–১০৭)

অণু গল্প
জীবনের গল্প
দেবপ্রিয় দাশ

উদীয়মান চলচ্চিত্র পরিচালক তিয়াসা সেন গ্রামে এসেছেন এক টেলিফিল্মের শুটিং–এর কাজে। গ্রামের দরিদ্র ভ্যানচালক হারাধন বাগ তিয়াসার ছবিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অভিনয় করছে। যে দৃশ্যে হারাধন অভিনয় করছে, সেখানে সে অভাবের কারণে নিজের সদ্যোজাত তৃতীয় কন্যা সন্তানকে এক অনাথ আশ্রম কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দিচ্ছে। অভিনয় করতে গিয়ে তার দু–চোখ জলে ভরে উঠল। তিনদিনের মাথায় শেষ হয়েছিল তিয়াসার শুটিং।

টেলিফিল্মটা টিভিতে দেখার সুযোগ পেয়েছিল হারাধন। তখন তার দুঃখ তো দূরের কথা, আনন্দে আবেগে ও গর্বে মনটা ভরে উঠেছিল। না, সেটা ভাল অভিনয়ের জন্য নয়, আসলে বাস্তবেও অনেকদিন আগে সে এমন ভাবেই অভাবের কারণে তীব্র অনিচ্ছাসত্ত্বেও নিজের কন্যা সন্তানকে দান করতে বাধ্য হয়েছিল। আদতে পরিচালক তিয়াসা সেনই তো তার দান

করা সেই কন্যাসন্তান। অনাথাশ্রম থেকে এক ধনী পরিবার তিয়াসাকে দত্তক নিয়ে ভালোভাবে মানুষ করেছে। আজকের উদীয়মান পরিচালক তিয়াসা সেন নিজের জীবন অবলম্বনে ছবি বানানোর সময় সুযোগ দিয়েছে তার বায়োলজিক্যাল ফাদারকেই। হারাধন বুঝল, তিয়াসাকে দান করাও সার্থক ও সফল হয়েছে।

পাঠকদের নিরন্তর চাহিদাকে বিবেচনা করে এবার থেকে চালু হল সাহিত্যের নতুন বিভাগ। প্রতি মাসের তৃতীয় সপ্তাহে উন্মোচিত হবে এই বিভাগের জানালা **কবিতা বা ছড়া (১২ – ১৪ লাইনের মধ্যে) অণু গল্প (১৫০ শব্দ)। একটি পাতায় একটিই লেখা রাখুন।**
জেরক্স কিংবা দুর্বোধ্য হস্তলিপি গ্রাহ্য করা সম্ভব নয়। যথাসম্ভব স্পষ্টাক্ষরে লেখা সরাসরি পাঠাবেন – এই ঠিকানায়। বিভাগীয় সম্পাদক / মাঙ্গলিকী, আলিপুর বার্তা, ৩২০ ব্যানার্জী পাড়া রোড (চ্যাটার্জী বাগান) পশ্চিম পুটিয়ারী, কলকাতা–৭০০ ০৪১

ফুটবল ভারতে নয়া তারকার আবির্ভাব

অরিঞ্জয় মিত্র

খেলাধুলার জগতে কখনও একচেটিয়া আধিপত্য করা দল যেমন দেখা যায়, ঠিক একইভাবে নতুন নতুন শক্তির উত্থানও এখানে বাস্তব। সেই নতুন শক্তির হাত ধরেই হয়তো একঘেয়েমি কাটায় ক্রীড়ার দুনিয়া। পুরনোকে পিছনে ফেলে এগিয়ে যায় সেই নয়া দল। বেঙ্গালুরু এফসি এমনই একটি দল, যারা আজ ভারতীয় ফুটবলে রীতিমতো কৌলিন্য লাভ করেছে। মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে বেঙ্গালুরুর এই উত্থান অনেকটাই স্পুটনিকের মতো। ধূমকেতুর গতিতে তার এই বৃদ্ধি শুধু ফুটবল দুনিয়া বলে নয়, অন্যান্য জগতের কাছেও দৃষ্টান্তস্বরূপ। বেঙ্গালুরুর এই উত্থান অবশ্যই সম্ভব হয়েছে বৈজ্ঞানিক চিন্তাভাবনার হাত ধরে। সে জন্যই বেঙ্গালুরু দলটি প্রথমে আই লিগে নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে। প্রতিষ্ঠার পরে পরেই বেঙ্গালুরুর তিন-চারবার আই লিগ বিজয় এর নিদর্শন বহন করে। মাঝে শুধু ২০১৫-১৬ তে বেঙ্গালুরুর এই একাধিপত্যে একবারই মাথা তুলতে পেরেছিল মোহনবাগান। তারপর দীর্ঘ প্রায় ৫ বছরের অপেক্ষার পর মোহনবাগান ফের আই লিগ জিতল এবার। তাও চার ম্যাচ বাকি থাকতে। কিন্তু ততদিনে অবশ্য বেঙ্গালুরু প্রোমোটেড হয়ে আইএসএলে শামিল হয়েছে। তাও নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ইস্টবেঙ্গল বা চার্চিলের মতো চেনা শক্তি এবং ভারতীয় ফুটবলের নতুন দু-তিনটি তারকা দল মিনার্ভা পঞ্জাব, চেন্নাই এফসি ও আইজল, নেরোকাদের হারিয়ে এই জয় নিশ্চিতভাবে অভিনন্দনযোগ্য।

ভারতীয় ফুটবল জগতে নতুন তারার আবির্ভাব ঘটল। বেঙ্গালুরু এফসি, আইজল এফসি'র নতুন ভারত সেরার নাম মিনার্ভা এফসি। বস্তুত জেএসটির প্রথম আই লিগ জয়ের দীর্ঘকাল পর ফের পাঞ্জাবের এই অখ্যাত টিম কামাল করল মাত্র বছর দুয়েকের উপস্থিতিতে। এরসঙ্গে পাহাড়ের আরও একদল নেরোকার রানার্স হওয়ার কথাও বিশেষ উল্লেযোগ্য। এতেই প্রমাণ মিলতে শুরু করেছে বাড়ছে, ভারতীয় ফুটবল বাড়ছে। দেশের নানা প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ছে তার এই শ্রীবৃদ্ধি। যে জায়গা থেকে আই লিগের মীমাংসা হল তা চলে গিয়েছিল চূড়ান্ত ক্লাইম্যাক্স পর্যায়ে। মিনার্ভা ও নেরোকার পাশাপাশি ক্ষীণ আশা ছিল কলকাতার দুই প্রধান ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগানেরও। সেজন্যই চ্যাম্পিয়নশিপ পাওয়ার এই ৩ ম্যাচ একদিন একসময়ে ফেলা হয়েছিল আইএফএফ-এর উদ্যোগে। মিনার্ভা চার্চিলকে হারালে তারা যে চ্যাম্পিয়ন তা জানাই ছিল । আর সেটাই করে দেখাল তারা। ফলে অন্যদের রেজাল্টের কোনও তাপউত্তাপ চোখে পড়ল না মিনার্ভার ওপর। অপরদিকে লিগ জয়ের অন্যতম দাবিদার ইস্টবেঙ্গলের অবস্থা আরও করুণ। পাহাড়ি দল নেরোকা ব্রিগেডের সঙ্গে কোনওমতে ড্র করলেও একেবারে চতুর্থ স্থানে চলে গেছিল ইস্টবেঙ্গল। মাঝখান থেকে পিকচারের বাইরে থেকে উঠে এসে তৃতীয় হয়ে মোহনবাগান অনেকটাই সম্মান বজায় রাখতে সক্ষম হয় সেবার। তাও মোহন-ইস্ট বা চার্চিলকে পিছনে ফেলে সেবারের জয়টা পঞ্জাবের দলটির কাছে নিঃসন্দেহে তাৎপর্যপূর্ণ।

ভারতীয় ফুটবল যে র‍্যাঙ্কিংয়ের দিক থেকে অনেকটাই এগিয়েছে তা বিগত বেশ কিছুদিন ধরেই নজরে আসছে। এতটা ধাপ এগনো যে শুধুমাত্র সাধারণ উদ্যোগে যে সম্ভব নয় তাও মোটের ওপর পরিস্কার। আসলে অনেকদিনের পরিকল্পনার ফসল এখন একটু একটু করে তুলতে শুরু করেছে ভারতীয় ফুটবল। আর এর অন্যতম বড় অনুঘটকের নাম নিঃসন্দেহে আইএসএল। বিদেশি প্লেয়ারদের ও বিশ্বকাপারদের (হোক না সোনালী ফর্ম খানিকটা পিছনে ফেলে আসা) সঙ্গে খেলার সুযোগ অভাবনীয়ভাবে পেয়ে চনমনে হয়ে উঠেছে ভারতীয় ফুটবলাররা। এর সঙ্গে আইলিগে বিদেশি খেলোয়াড় বাড়ানোর সিদ্ধান্তও নিশ্চিতভাবে পক্ষে গিয়েছে। মোদ্দা কথা বিদেশিদের সঙ্গে এক টিমে বা বিপক্ষে খেলতে খেলতে এক অন্য ধরনের মানসিকতা তৈরি হয়েছে। যা রাফ অ্যান্ড টাফ করে তুলেছে ভারতীয় নতুন প্রজন্মকে। এভাবেই ক্রমোন্নতির দিকে আগুয়ান হয়েছে ভারতীয় ফুটবল।

আই লিগের দিকে তাকালে দেখা যাবে এখানে গত কয়েকবছর ধরে এক নতুন ধরনের ট্রেন্ড গড়ে উঠেছে। সেটা হল গুটি কয়েক ক্লাবের বাইরে গিয়ে ফুটবল খেলার বিকেন্দ্রীকরণের ঘটছে। সেজন্যই ৪-৫ বছরের মধ্যে বেঙ্গালুরু এফসি (এবার অবশ্য আইলিগের পাঠ চুকিয়ে তারা আইএসএল অভিযান চালাচ্ছে), আইজল, লাজং এফসি, পাঞ্জাব মিনার্ভা, চেন্নাই এফসি প্রভৃতি দলের আবির্ভাব ঘটেছে। আর এই দলগুলো প্রমাণ করে দিয়েছে তারা এই মুহূর্তের সেরা ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগানের থেকে কোনও অংশে কম নয়। তাও এর মাঝে গত ৪-৫ বছর নিজেদের ফুটবল মান যথেষ্ট ওপরে তুলে ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছে মোহনবাগান। একবার আই লিগ জেতা ছাড়াও অল্পের জন্য দু-দুবার ভারত সেরা এই টুর্নামেন্ট মিস করে গিয়েছে বাগান। গত বছর ইস্টবেঙ্গল অনেকটাই ভালো খেলছে আই লিগে। বস্তুত আই লিগের অন্যতম দাবিদারও হয়ে উঠেছিল লাল-হলুদ জার্সিধারীরা। তবে শেষ পর্যন্ত ওস্তাদের মার শেষ রাতে দেখিয়ে সবুজ-মেরুন ব্রিগেডও দ্রুত উঠে এসেছিল ওপর দিকে। তাও এবার মিনার্ভা ও নেরোকা যেভাবে নিজেদের মেলে ধরেছে আগাগোড়া তা প্রশংসার দাবি রাখে।

পাশাপাশি মোহনবাগানের পক্ষে আরও একটা বলার মতো কৃতিত্ব হল তারা চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ইস্টবেঙ্গলে অ্যাওয়ে ও হোম দুটি ম্যাচেই হারিয়েছেন। শুধু তাই নয়, শেষ ম্যাচটিতে বাগান যেভাবে খেলেছে তাতে ৬ গোলে জেতাও অসম্ভব ছিল না। কিন্তু সেই রেকর্ড নিজেদের ঝুলিতে পুরতে ব্যর্থ হয়েছে মোহন ব্রিগেড।

দীর্ঘদিন ধরেই এদেশে ফুটবল দুয়োরানীর মতো এক কোনে পড়ে থাকত। ক্রিকেটের একজন ছোটখাটো তারকা যে সম্মান পান তার ছিটেফোঁটা পেতে দেখা যেত না ফুটবল তারকাদের। জাতীয় দলের প্লেয়ারদের ঘিরেও সেই উন্মাদনা কোনওদিন তৈরি হয়নি। অথচ রাশিয়া বিশ্বকাপের সময় দেখা যাবে বিভিন্ন দেশের সমর্থনে বিভক্ত হয়ে আম ভারতীয় সমর্থকরা কেমন ফুটবল-উন্মাদ হয়ে উঠবেন। তাঁরা কি চান না তাঁদের দেশ একবার বিশ্বকাপে খেলুক। কোরিয়া, চিন, জাপান বা ইরান-ইরাক, সৌদির মতো ভারতীয় তিরঙ্গাও বিশ্ব ফুটবলে নাড়া দিক। সেজন্যই দরকার মনোভাব পালটানোর। আগের ভুল শুধরে এখন থেকেই সুনীল ছেত্রীদের যথাযথ মর্যাদা দেওয়া। এটা ঠিক একদিনেই হয়তো সব পালটে যাবে না। তাও এখন থেকেই মূল্যায়ন না করলে সঠিক সময় সঠিক জায়গা পাওয়া সম্ভব নয়। প্ল্যানিংটাও হতে হবে বিজ্ঞানভিত্তিক। কোনও আবেগের তাড়নায় ভেসে গেলে চলবে না। বালাবাহুল্য, প্ল্যানিংয়ের ক্ষেত্রে এ, বি, সি সহ বেশ কিছু জায়গা খোলা রাখতে হবে। যার ফলে কোনও প্রতিকূলতার সামনে ভারতীয় ফুটবল বেসামাল না হয়ে পড়ে। এমনিতে দেশের ফুটবল যে খাতে এগোচ্ছে তা একদম ঠিকঠাক বলেই মনে হচ্ছে। এর সঙ্গে সময়মতো কিছু পরিমার্জন আরও ক্ষুরধার করে তুলতে পারে পুরো পরিকল্পনাটিকে।

এখন অবশ্য করোনার করাল গ্রাসে আই লিগও প্রায় বাণপ্রস্থে চলে গিয়েছে। যদিও মোহনবাগান এতটাই পয়েন্ট বাড়িয়ে রাখতে সক্ষম হয়েছে যে বাকি চারটি ম্যাচ না খেললেও সবুজ-মেরুন যে ২০১৯-২০-এ চ্যাম্পিয়ন তা বলার অপেক্ষা রাখে না। এখন যেটা দেখার ছিল তা হল দ্বিতীয় বা তৃতীয় হচ্ছে কারা। ইস্টবেঙ্গলই বা কতটা উঠে আসতে পারছে। যদিও সেটা জানার জন্য আপাতত শবরীর প্রতীক্ষা ছাড়া উপায় নেই। মোহনবাগান এরপর উত্তীর্ণ হতে চলেছে আইএসএলে। সেটা অবশ্য এবারের চ্যাম্পিয়ন এটিকে'র সঙ্গে সংযুক্তিকরণের জন্য। এই নিয়ে অনেকের খেদ থাকলেও বাস্তব পরিস্থিতি মানলে এতে কোনও ভুল দেখা যাচ্ছে না। এই মুহূর্তে যারা বিরোধিতা করছে আগামীতে হয়তো দেখা যাবে তারাও এই প্রক্রিয়ায় যুক্ত হচ্ছে। তবে ২০২০-২১ এর আই লিগে ইস্টবেঙ্গল, নেরোকা, আইজল, পঞ্জাব বা চেন্নাইয়ের সুযোগ থাকছে ভালো কিছু করার পর।

প্রয়াত পিকে

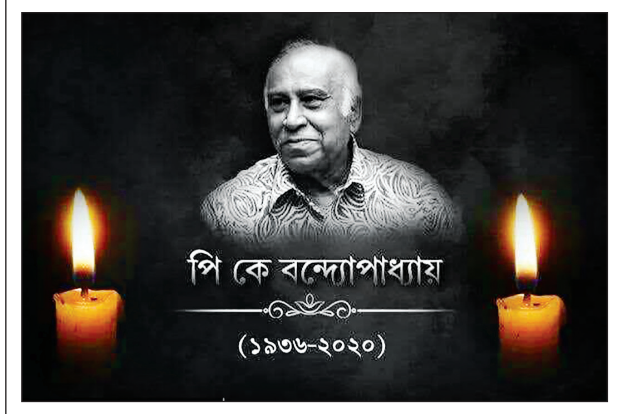

যুধিষ্ঠির নস্কর : প্রয়াত হলেন ভারতীয় ফুটবলের কিংবদন্তী প্রদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। অর্জুন ও পদ্মশ্রী পুরস্কারে ভূষিত পিকে গত একমাস ধরেই অসুস্থ ছিলেন। শুক্রবার দুপুর ২ টো ৮ মিনিট নাগাদ সরকারিভাবে তাঁর মৃত্যুর খবর ঘোষণা করে বাইপাসের ধারের হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। নিউমোনিয়া, কিডনি ফেলিওর সহ একাধিক সমস্যায় ভুগছিলেন এই ফুটবল নক্ষত্র। প্রয়াণকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৩ বছর। কোনওদিনই তারকাখচিত টিম বা বড় দলে খেলেন নি তিনি। ইস্টার্ন রেল দলে খেলেই জাতীয় ফুটবলের কৃতী হয়ে ওঠেন পিকে। ১৯৫৬ সালের মেলবোর্ন অলিম্পিক্সে দেশের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেন। এর চার বছর পরের রোম অলিম্পিক্সে ভারতীয় দলের অধিনায়কত্ব করেন তিনি। এশিয়ান গেমসেও পিকে ব্যানার্জির দুর্দান্ত প্রদর্শন লক্ষ্য করেছে দেশবাসী। দেশের জার্সি গায়ে চাপিয়ে ৬৫ টি গোল রয়েছে এই কিংবদন্তীর। তবে ফুটবলার হিসাবে দক্ষতার বাইরেও প্রদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় আলাদা পরিচিতি লাভ করেন কোচিং জগতে। তাঁর হাত ধরে উঠে এসেছেন ময়দানের একের পর এক তারকা। ইস্টেবঙ্গল, মোহনাবাগানের কোচ হিসেবে পিকের ভূমিকা অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে চিরকাল। বিশেষ করে ফুটবলারদের উদ্বুদ্ধ করতে পিকে'র ভোকাল টনিক তো জগতবিখ্যাত হয়ে উঠেছিল। সুভাষ ভৌমিক, সুরজিত সেনগুপ্ত, শ্যাম থাপা, বাইচুং ভুটিয়া, শিশির ঘোষ, সুব্রত ভট্টাচার্য, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, ভাস্কর গাঙ্গুলি সহ কে না তাঁর কোচিং সান্নিধ্য পেয়েছেন। কোচিং জীবনে পিকে বনাম অমল দত্তের ডুয়েল ছিল রীতিমতো উপভোগ্য। এই দুই বরণীয় কোচের লড়াইয়ে খেলার মান পৌঁছাতে উচ্চমানে। ১৯৯৭ সালে অমল দত্ত যখন মোহনবাগান কোচ হিসেবে ডায়মন্ড সিস্টেম চালু করেছিলেন তখন সেই দুর্ধর্ষ সবুজ মেরুন ব্রিগেডকে লিগের ম্যাচে থামিয়ে দেয় পিকে'র প্রশিক্ষণাধীন ইস্টবেঙ্গল। বাইচুং ভুটিয়া দুরন্ত হয়ে ওঠেন সেই ম্যাচে। এছাড়াও মহিলা ফুটবলার শান্তি মল্লিক, কুন্তলা ঘোষ দস্তিদারদের গড়েপিটে নিতেও পিকে'র ভূমিকা অনস্বীকার্য।

প্রদীপদার প্রয়াণে আমি শোকস্তব্ধ। উনি আমাদের ঘরের লোক ছিলেন। ওনার কাছে আমরা প্র্যাকটিস করতাম। ভোকাল টনিকের রাজা ছিলেন উনি। ওনার মৃত্যু অত্যন্ত দুঃখজনক। ওনার আত্মার শান্তি কামনা করি। এক মহান মানুষের চলে যাওয়ার সাথে সাথে এক যুগের অবসান ঘটল।

শান্তি মল্লিক (অর্জুন পুরস্কার প্রাপ্ত মহিলা ফুটবলার)

প্রদীপদার মৃত্যুর খবরে মানসিক ভাবে বিধ্বস্ত এই মুহূর্তে কিছু বলতে পারব না।

কুন্তলা ঘোষদস্তিদার (ভারতীয় মহিলা ফুটবল টিমের কোচ)

করোনার কাঁটা ক্রীড়া মহলে

রূপম জানা : সারা বিশ্বজুড়ে করোনা যে আতঙ্ক ছড়িয়েছে তার জেরে ইতিমধ্যেই ৮ হাজারের বেশি মানুষ প্রাণ হারিয়েছেন। এই ভাইরাসের এপিসেন্টার চিন থেকে বিস্তার লাভ করে এই মহারোগ ঘাঁটি জমিয়েছে ইওরোপে। ইতালি, স্পেন, ইংল্যান্ডের অবস্থা রীতিমতো সঙ্গীন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও কেঁপে উঠেছে করোনাতঙ্কে। মধ্য এশিয়ার ইরান সহ বেশ কয়েকটি দেশও আক্রান্তের তালিকায়। এমতাবস্থায় ভারতও করোনা আতঙ্ক নিয়ে চাপে রয়েছে। এদেশে করোনা এখন একটা ভীতিকর জায়গায় রয়েছে। বহু অফিস কাছারিতেই দেখা যাচ্ছে ঘর থেকে কাজ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের ক্ষেত্রেও একই ঘটনা ঘটেছে। বিসিসিআই সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় নিজেই সেই কথা জানিয়েছেন। সৌরভ সহ বোর্ড কর্তারা এখন ঘর থেকেই বোর্ডের যাবতীয় কাজকর্ম সারবেন।

সামনেই টেনিস গ্র্যান্ড স্ল্যাম ফরাসী ওপেন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু করোনা আতঙ্কের জেরে ফরাসী সরকার ও টেনিস কর্তারা কিছুতেই আর ঝুঁকি নিতে রাজি হচ্ছেন না। তাঁদের সাফ কথা করোনা যে রূপ ধারন করেছে তাতে এত বড় টুর্নামেন্ট-এর আয়োজন করা অসম্ভব। ক্রীড়া জগতের সেরা প্রতিযোগিতা অলিম্পিক্স হওয়া নিয়েও রয়েছে প্রচুর টালবাহানা। জাপান সরকার যেনতেন প্রকারে অলিম্পিক্সের আয়োজন সেরে ফেলতে চাইলেও অলিম্পিক্স অ্যাসোসিয়েশন তথা বিশ্ব ক্রীড়া জগতের এ নিয়ে বেজায় আপত্তি থেকেই যাচ্ছে। করোনার গতিপ্রকৃতির ওপরও শেষ পর্যন্ত করোনার ভাগ্য প্রভাবিত হবে বলে শোনা যাচ্ছে। ভারতের অলিম্পিক্সে অংশগ্রহণকারীরা নিজেদের প্র্যাক্টিস জারি রেখেছেন বলেই খবর। কিন্তু তাতেও অলিম্পিক্স কতটা আশাবাদী জায়গায় পৌঁছায় সেটাই দেখার। তবে ভারতীয় ক্রীড়াবিদ বলেই নয়, সারা দুনিয়ার সব খেলার জগতেই অলিম্পিক্স নিয়ে তোড়জোড় চলছে সমানতালে।অলিম্পিক্স নিয়ে যে কালো মেঘ ঘনাতে শুরু করেছে তাতে জাপানের রাজধানী টোকিওতে শেষ পর্যন্ত গ্রেটেস্ট শো অন আর্থ হবে কিনা তা নিয়েই জোর প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। বলাবাহুল্য, করোনা নিয়ে আতঙ্কের জেরেই এমন আশঙ্কা ঘনীভূত হয়েছে। অথচ বিগত এক বছর ধরে টোকিও সেজে উঠেছে অলিম্পিক্সের আয়োজন নিয়ে। এতে যাতে কোনওরকম খামতি না হয় তার জন্যও টোকিও নগরী তিল তিল করে প্রস্তুতি নিয়েছে। তাতেই বাগড়া দিচ্ছে করোনা আতঙ্ক। এতটাই সংক্রামক ও প্রাণঘাতী এই রোগ যে লক্ষ লক্ষ মানুষের সমাগম হলেই তা নিয়ে ভ্রুকুটি দেখা দিচ্ছে। আসলে প্রচুর মানুষের সমাগম হয় এমন কিছুতেও করোনা ভীতি থেকে যাচ্ছে। আর অলিম্পিক্সের মতো আন্তর্জাতিক আসর যে করোনা প্রভাবিত হবে তা বলাইবাহুল্য। কারণ, যে দেশ এই নবেল করোনার আঁতুরঘর সেই চিনের পড়শি হল জাপান। জাপান, কোরিয়ায় তাই রেড অ্যালার্ট জারি অনেকদিন ধরেই। তবে শুধু চিন, জাপান, কোরিয়া বললেই কি হবে এতটাই প্রতিপত্তিশালী দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সেখানেও ভালো মতো থাবা বসিয়েছে এই মারণ রোগ। উন্নত ভূখন্ড বলে পরিচিত ইউরোপেও অবস্থা তথৈবচ। ইরান সহ আরব দুনিয়াতেও ছড়িয়েছে এই করোনা।

ইডেন সহ দেশের সব বড় ক্রিকেট মাঠ একরকম বন্ধই রয়েছে। যাতে বেশি লোকের সমাগম না হয় সেখানে। মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গলের মতো কলকাতার দুই প্রধান সহ আরও অনেক দলই তাদের মাঠ ও ক্লাব চত্বরে সমর্থকদের প্রবেশের ওপর বিধিনিষেধ এনেছেন। যার একটাই লক্ষ্য কোনওভাবেই যেন বেশি সংখ্যক মানুষের উপস্থিতি না হয়। ক্লাবগুলির ক্যান্টিনেও এমনিতে রোজ প্রচুর মানুষ আসেন খেতে। সেখানে আগল তুলে দেওয়া হয়েছে নির্দেশমতো। জানানো হয়েছে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে ফের সব খোলা হবে।

আইএসএল ও কলকাতার জনসমর্থন

নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ সমর্থক বলতে কলকাতা তথা বাঙলার সমর্থকদের জুড়ি নেই কোথাও। এই উপচে পড়া জনসমর্থন পাওয়া কী চাট্টিখানি কথা। অথচ সেই সমর্থকদের ভাবাবেগই আজ উপেক্ষিত হতে চলেছে। ভাবতে পারেন এর ফলে কোন জায়গা গিয়ে ঠেকছে ফুটবলটা। একবার কলকাতার ফুটবল পাগল পাবলিক যদি আইএসএলের সময় মাঠে যাওয়া বন্ধ করে দেয় তাহলে কি পরিণতি হবে ভেবে দেখেছেন কি। সেটাই হয়তো একদিন লাল-হলুদ সমর্থকদের ওপর। একসময় ফুটবলাররা আদর পেত জামাইয়ের মতো। বলাবাহুল্য, ফুটবল ক্লাবগুলো ছিল তাঁদের শ্বশুড়বাড়ির মতো। বিশেষ করে ফুটবল মক্কা বলে ভারতে পরিচিত কলকাতার অলিগলির রন্ধ্রে রন্ধ্রে তখন শুধই ফুটবল। অথচ সেই ফুটবলের অবস্থাই আজ এখানে দুয়োরাণীর মতো। ক্রিকেটের দাপটে ফুটবলের যে এই দুরাবস্থা এই যুক্তিটাই উঠে আসছে সামনে। তবে শুধু ক্রিকেট নয়, প্রোমোটারদের কোপে জমির দ্বিতীয়বার প্রত্যাবর্তন ঘটানো কোচ স্টিভেন কনস্টানটাইনের নাম এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হবে। তাঁকে আহামরি কিছু মনে নাই হতে পারে। কিন্তু তাঁর কোচিংয়ে ভারতের এই সাফল্য তা তো অস্বীকার করা যাবে না। ধন্যবাদ প্রাপ্য সুনীল ছেত্রীর নেতৃত্বাধীন বর্তমান ভারতীয় ফুটবল দলও। বস্তুত বাইচুং ভুটিয়াদের আমল থেকে যে বীজ পোঁতা হয়েছে তার সুফল এখন পেতে শুরু করেছেন সুনীল ছেত্রীরা।

বাস্তব চিত্র হয়ে দাঁড়াবে। কিংবা আড়াআড়িভাবে ভারতের ফুটবল কর্তারা দুভাগে ভাগও হয়ে যেতে পারে এই স্পর্শকাতর ইস্যুকে সামনে রেখে। সেক্ষেত্রে এই বিপ্লবের পটভূমি হয়ে উঠতে পারে সেই ফুটবল মক্কা কলকাতাই। ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগান এক্ষেত্রে অবশ্যই দুই প্রধান নাম। তার মধ্যে মোহনবাগান এটিকের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে যাওয়ার পর সবুজ-মেরুন সমর্থকদের সমর্থন হয়তো আইএসএলে চলে যাবে। সেক্ষেত্রে আইএসএল লাভবান হলেও আই লিগ এক বগ্গা হয়ে পড়বে শুধুমাত্র আকালও ফুটবলের কৌলিন্য হ্রাস পাওয়ার অন্যতম কারণ।

তাও সব খারাপের মধ্যেও কিছু ভালোর ইঙ্গিত অবশ্যই রয়েছে। সেটা হল অতি সম্প্রতি ভারতীয় ফুটবল টিমের বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ে ১০০ নম্বর স্থানে উঠে আসে। ভারতের ফুটবল নিয়ে যাঁরা একটু আধটু চর্চা করেন তাঁরা বুঝতে পারবেন দেশের এই অগ্রগতি যথেষ্ট উৎসাহজনক। কারণ এই কিছুদিন আগেও ভারত ছিল ১৬০-১৬২ টি টিমের পিছনে নেহাতই এক পিছনের সারির দল। সেই ভারতের প্রথম ধাপে উঠে আসা যথেষ্ট ইতিবাচক।

এর সঙ্গে যোগ করতে প্রফুল্ল পটেলের নেতৃত্বাধীন ফেডারেশনের কথাও। সেই ফেডারেশন বা আইএফএফের উচিত আইএসএলের প্রতি অহেতুক পক্ষপাতিত্ব দেখাতে গিয়ে কলকাতা তথা দেশের সেরা ক্লাবগুলির পথে বাধা না তৈরি করা। ফুটবলটা কেমন যেন ঘেঁটে যাচ্ছে। বিশেষ করে আইএসএল আসার পর আই লিগের অবস্থান যেন বিশ বাঁও জলে। ফুটবলের ভাবাবেগ-উচ্ছ্বাস বনাম পেশাদারিত্বের ঘনঘটা, লড়াইটা এখন এই জায়গাতেই। সমর্থক প্লাবিত স্টেডিয়ামের থেকেও গ্ল্যামারের ঝলকানি যেন তাৎক্ষণিকভাবে সমাদর পাচ্ছে। আই লিগ যে দুয়োরাণী হয়ে উঠেছে তার পিছনেও যেন কাজ করছে বড় অঙ্কের টাকার হিসেবে। যাতে দুর্ভাগ্যজনকভাবে নাম জড়িয়ে গিয়েছে সর্বোচ্চ ফুটবল ফেডারেশনের। ফলে পরিস্থিতি ক্রমশ তলানিতে ঠেকছে। নীতা আম্বানীদের ইন্ডিয়ান সকার লিগে প্রচুর অর্থ, নাম যশ, বিদেশি তারকাদের সঙ্গে মোচ্ছব করার সুযোগ। যা অত্যন্ত সীমিত আই লিগ পরিকাঠামোয়। এবার প্রশ্ন হচ্ছে যতই আমরা (কলকাতার কথাই যদি ধরা যায়) এটিকে বা অ্যাটলিটেকো-কে নিয়ে নাচানাচি করি না কেন, সেই মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল বা নিদেনপক্ষে মহমেডানের সমর্থকরাই গিয়ে মাঠ ভরাচ্ছেন। তা যুবভারতীর বড় মাঠ হোক আর রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়ামের সীমিত পরিসর হোক না কেন।

বস্তুত ভারতীয় ফুটবলের এই আশাব্যাঞ্জক সময় দেশের দুই প্রান্ত থেকে উঠে আসা দুটি দল বেঙ্গালুরু এফসি এবং আইজল এফসি প্রমাণ করছে দেশের নানা প্রান্তে ফুটবল ছড়াচ্ছে। পেশাদারিত্বের অনুপ্রবেশ ঘটছে দেশের ফুটবল দুনিয়ায়। ফলে একটা বাজার তৈরি হচ্ছে ফুটবলকে ঘিরে। এর সঙ্গেই আবার যোগ হতে চলেছে এদেশে আরম্ভ হতে চলা ফুটবল বিশ্বকাপ। যা ভারতের ফুটবলের মাইলেজ অনেকটাই বাড়াবে। বাংলার দলগুলোই এই লড়াইয়ে খানিকটা পিছিয়ে। তাও মোহনবাগান গত ৩-৪ বছর সাধ্যমতো লড়াই তুলে ধরলেও ইস্টবেঙ্গল কিন্তু ডাহা ফেল। এই জায়গাতে মনোনিবেশ করতে হবে বাংলার তামাম ফুটবল কর্তা তথা ফুটবলপ্রেমীদের। যদিও এবার লাল-হলুদ যে দল গড়েছে তা যথেষ্ট আশাব্যাঞ্জক করে তুলছে কলকাতার ফুটবলপ্রেমীদের।

জয়নগরে ক্যারাটে প্রশিক্ষণ শিবির

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগর : মেয়েদের আত্মরক্ষার পাঠ শেখাতে ও স্বনির্ভর করতে জয়নগর থানার প্রত্যয় টিমের উদ্যোগে জয়নগর থানার সরবেড়িয়া টি এস সনাতন হাই স্কুলে গত ছমাস ধরে ক্যারাটে প্রশিক্ষণ শিবির চলছে সপ্তাহে একদিন করে। এবারে জয়নগর-মজিলপুর পুরসভার ছাত্রীদের ক্যারাটে প্রশিক্ষণের উদ্যোগে ১৭ মার্চ থেকে প্রতি মঙ্গলবার দুপুরে ক্যারাটে প্রশিক্ষণ শুরু হলো জয়নগর ইনস্টিটিউশন ফর গার্লস স্কুলে। পুরসভা এলাকার ৫০ জন ছাত্রী অংশ নিচ্ছে এই শিবিরে বলে জানা গেল। এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মূল দায়িত্বে থাকা শিহান দেবব্রত হালদার বলেন, ক্যারাটে এমন একটা খেলা যার মাধ্যমে মেয়েরা নিজেদের আত্মরক্ষা নিজেরাই করতে পারে, সমাজের অশুভ শক্তি কে বিনাশ করতে ক্যারাটে শেখার প্রয়োজন আছে।

আর তাই এটা বুঝতে পেরে আগের চেয়ে অনেক বেশি মেয়ে এগিয়ে আসছে ক্যারাটের প্রশিক্ষণ নিতে। এখানে এই ক্যারাটে প্রশিক্ষণ ৫২ সপ্তাহ ধরে চলবে। প্রত্যয় টিমের মাধ্যমে হওয়া এই ক্যারাটে প্রশিক্ষণ শিবিরে প্রশিক্ষক হিসাবে থাকছেন প্রশিক্ষক ও উদ্যোক্তা সেনসাই দেবব্রত হালদার, সেনসাই কলি দাস, সেমপাই রাহিদা মোল্লা।

প্রত্যয় টিমের এই কনসেপ্ট যার মস্তিষ্কপ্রসূত সেই জয়নগর থানার আই সি অতনু সাঁতরা বলেন, প্রত্যয় টিমের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ শুরু হচ্ছে জয়নগর টাউনে। এরপরে প্রত্যয়ের ছাত্রীদের নিয়ে এই স্কুলে সামার ক্যাম্প করা হবে। ক্যারাটের পাশাপাশি আগামী দিনে অন্য খেলার দিকেও নজর দেওয়া হবে।তাছাড়া প্রত্যয়ের মাধ্যমে আগামী দিনে আরও অনেক কিছু উদ্যোগ নেওয়ার পরিকল্পনা আমাদের আছে। আমরা চাই সুস্থ জীবন গড়তে মেয়েরা নিজের আত্মরক্ষা নিজে করতে শিখুক। প্রত্যয়ের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন জয়নগর এলাকার মানুষজন ।

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 9830294992 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com